জীব-তত্ত্ব

তৃতীয় খণ্ড

(সারমেয়-তত্ত্ব)

মীন-তত্ত্ব ও গো-তত্ত্ব প্রণেতা
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী
প্রণীত।

[illegible]নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা;
৭৪নং বেণিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা,
রায়-বিভাকর যন্ত্রে,
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা
মুদ্রিত
১২[illegible]

ভূমিকা

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা পাঠকগণের গোচর করা একান্ত আবশ্যক। যখন আমি মীনতত্ত্ব ও গোতত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখন অন্যান্য জীবের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব এবং পুস্তকাকারে তাহা প্রকাশিত করিব আমার এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত দুই খানি পুস্তক প্রকাশিত হইলে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া কতক গুলি জীবের তত্ত্বসংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। সংগৃহীত বিষয় গুলিকে এখন জীবতত্ত্ব নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মীনতত্ত্ব ও গোতত্ত্ব জীবতত্ত্বের অন্তর্গত, এজন্য মীনতত্ত্ব জীবতত্ত্বের ১ম খণ্ড ও গোতত্ত্ব ২য় খণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইল এবং সারমেয়তত্ত্ব ৩য় খণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইল। জীবগণ সংক্রান্ত কয়েকটী সাধারণ বিষয় বক্তব্য ছিল বলিয়া এই ৩য় খণ্ডের উপক্রমণিকা মধ্যে তৎসমুদায় সন্নিবেশিত হইল।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে সংস্কৃত বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মহাভারত, বহ্নিপুরাণ, শব্দ কল্পদ্রুম অভিধান, বাঙ্গালা বামাবোধিনী ও নববিভাকর পত্রিকা এবং ইয়ুরোপীয় ডাক্তার ইয়ট, ব্লেন, বফুন, কুভিয়ার, ব্লুমেন বেক, ষ্টোন-হেঞ্জ, ডাক্তার কইয়াস, জেমস উইলসন, ডাক্তার ওয়ালিক, গ্রিফিথ, মহাকবি বাইরণ, সমারভিল, সার ওয়ালটার

স্কট, ষ্ট্রাবো, ভট্ট মোক্ষমুলার প্রণীত গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এক্ষণে সানুনয়ে বক্তব্য এই যে আমি জীবতত্ত্ব প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার অন্ত্য সীমায় উপনীত হইতে যে সমর্থ হইব, মানবীয় ক্ষুদ্র জীবনে আমার সে আশা নাই, কারণ, জগতে জীবের সংখ্যা অনন্ত, সুতরাং জীবতত্ত্বের কলেবরও অনন্ত, কিন্তু আমার ক্ষমতা বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতি অতিশয় ক্ষুদ্র বিষয় ব্যাপিনী। তবে যে আমি দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছি, না বুঝিয়া অনন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, সে কেবল একমাত্র দুরাশার কুহকে পড়িয়া।

"তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥

অবশেষে কৃতজ্ঞতাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে অত্রগ্রন্থ প্রণয়নে পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন।

টাকী
১২৯১ সাল
৪ঠা আশ্বিন

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৯	শত প্রধান	শীত প্রধান
১৩	১২	ইউরোপয়	ইউরোপীয়
১৮	৬	নিম্নে	ন্যায়
২১	৬	আদি	প্রভৃতি
২১	৮	অনু	অণু
৩৯	৪	প্রাণিতত্ত্ব	প্রাণিতত্ত্ববিদ্
৩৯	৭	পৃথিবী	পৃথিবীতে
৫৬	১৩	কি	এমন কি
৬৬	২	বর্ণের	বর্ণের ন্যায়
৬৬	২১	স্তবরায়	স্তব রাজ
০	১৩	খেলা	লেখা
৯৫	২০	কৃষক	মেষ পালকের
৯৬	৯	Chatin	Matin
১৭	৭	টেম্পলের পরে	রগের
১০	৮	ফিট	ফুট
৪৩	১৬	১৫২০	১২১০
১০	১৮	শাত	শীত
১	১৬	গন্ধ	গন্ধব
৪	১১	Herci	Herbi

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৪	১৪	Tarnicecus	Tarinaceous.
২১৫	১৭	শাঘ্র শাঘ্র	শীঘ্র শীঘ্র
২৪৪	১৮	Punicture	Puncture.
২৫৬	৪	,,	Mix.
২৫৬	৭	Iodine	Iodide
২৫৯	৩	পাকে	পুতল
২৬৫	১৬	Drachems	Drams
২৬৬	১	Foy	For.
২৬৬	৬	Syerup	Syrup
২৬৮	৬	Cammomile	Camomile
২৬৮	১৮	Purpentic	Turpentine
২৬৯	১	Purpentine	Turpentine
২৬৯	২	Amonia	Ammonia.
২৬৯	৫	Expictorant	Expectorant
২৬৯	১১	Synil	Sqnile.
২৭৮	৫	হয়	ও
২৮১	১	শাতল	শীতল।

জীব-তত্ত্ব।

০:০:০

উপক্রমণিকা।

অনন্তশক্তি বিশ্বরাজের এই অনন্ত বিশ্ব-রাজ্যের মধ্যে সজীব নির্জ্জীব অনন্ত বস্তু সর্ব্ব-স্রষ্টার অপার মহিমা ও অচিন্তনীয় সৃষ্টি-কৌশ-লের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই বিশ্বরাজের অভাবনীয় পরমাদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইতে হয়। আমরা মানব-রচিত পরমাণুতত্ত্ব পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি; কিন্তু একবার, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, স্থূলাদপি স্থূলতর বস্তু নিচয়ের নির্ম্মাণ-উপাদান পরমাণুর যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার মহিমাকে ভ্রমেও মনে স্থান দান করি না। মানব মিসরদেশীয় পিরামিদ অবলোকন করিয়া কতই আশ্চর্য্যান্বিত হয়, সেই সামান্য স্তূপাকার ইষ্টক ও প্রস্তর-রাশিকে মনুষ্যবুদ্ধির কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া গৌরব

করে; কিন্তু নির্ব্বোধ ভ্রমান্ধ মানব একবার হিমাচলের উন্নত শৃঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না; সেখানে যে লক্ষ লক্ষ গগণস্পর্শী পিরামিদ বিশ্বরাজের অনন্ত মহিমার পরিচয় প্রদান করিতেছে তাহা ভাবিতে জানে না। আমরা ঘটিকা ও বাষ্পীয় যন্ত্রকে পরিণত ও পরিমার্জ্জিত মনুষ্যবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতম ফল বলিয়া গণ্য করি, এবং ঐ যন্ত্র-নির্ম্মাতা মানবদিগকে দেবোপম জ্ঞানে দেবোচিত পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু সেই যন্ত্র-নির্ম্মাতা মানবের স্রষ্টা বিশ্বপতির অনন্তশক্তির বিষয় ধারণা করিতে চেষ্টা করি না। চেষ্টা করিলেও প্রজ্ঞাভিমানী মানবের মধ্যে কয়জনে তাহার ধারণা করিতে সক্ষম হয়?

কি অদ্ভুত সৃষ্টি-কৌশল! বিশ্বরাজ এই অনন্ত জগতে আপাতবিষম অনন্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াও তাহার মধ্যে কেমন সুন্দর সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন ক্রম বিরাজিত করিয়াছেন! তিনি সাগর-গর্ভ-নিহিত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর বালুকা কণা হইতে, পূর্ব্বাপর-তোয়োনিধি-অবগাহমান গগণস্পর্শী শৃঙ্গরাজিবিরাজিত স্থূলদেহ হিমা-

চল, শত শত হিমাচলের আধার এই ধরণী-মণ্ডল এবং লক্ষ লক্ষ ধরণীমণ্ডল-সম্বলিত লক্ষ লক্ষ জগৎ পর্য্যন্ত নানা প্রকার আয়তন বিশিষ্ট জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অনন্ত মহিমা ও অনন্তশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

আবার এদিকে বিশ্বরাজের সজীব জগতের প্রতি অবলোকন করিলে আরও বিমোহিত হইতে হয়। সজীব জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে যে, তাহার তুলনায় মানব-বিনির্ম্মিত বাষ্পীয় যন্ত্রাদি বালকের ক্রীড়নক অপেক্ষাও সামান্য বলিয়া অনুমিত হইবে। আমরা ঘটিকা-যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ-কৌশল অব-লোকন করিয়া পুলকিত হই; কিন্তু জীব-দেহ কি তদপেক্ষা সহস্রগুণে চমৎকার নহে? মনু-ষ্যের যন্ত্রাধার নাতিসূক্ষ্ম, নাতিস্থূল; কিন্তু বিশ্বরাজ আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সূক্ষ্মা-দপি সূক্ষ্মতর কীটাণু হইতে গতিশীল পর্ব্বতা-কার হস্তিদেহ এবং প্রকাণ্ড অর্ণবপোত সদৃশ তিমি পর্য্যন্ত নানা প্রকার আয়তন বিশিষ্ট জীবদেহে তাঁহার অচিন্তনীয় যন্ত্ররাজি স্থাপন

করিয়াছেন। আবার সেই সজীব জগৎ তাঁহার ইচ্ছাক্রমে স্বাধীনপ্রবৃত্তি, স্বেচ্ছানুসারে গমনশক্তি, এবং পরমাদ্ভুত স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মানব-নির্ম্মিত যন্ত্রাদি পরাপেক্ষ গতি দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা বহির্জগতে যেরূপ জড়াদির ক্রমোন্নতি অবলোকন করি, অনুধাবনপূর্ব্বক পরিদর্শন করিলে, প্রাণিজগতে এবং অন্তর্জগতেও তদনুরূপ ক্রমোন্নতি দেখিতে পাইয়া থাকি। যেরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর, আমাদের দৃষ্টি শক্তির অতীত পরমাণু হইতে, আমাদের ধারণাতীত স্থূল বস্তু সকল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে, যেরূপ জড় ও প্রাণিজগতের মধ্যে উদ্ভিজ্জ-জগৎ শৃঙ্খলস্বরূপ স্থাপিত হইয়া পরস্পরের ক্রমোন্নয়ন দেখাইয়া দিতেছে; সেইরূপ, প্রাণিজগতে মনুষ্য বিশ্বরাজের সৃষ্টিকৌশলের কীর্ত্তিস্তম্ভ হইলেও সামান্য কীটের সহিত সমান শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ডারউইনপ্রমুখ মনীষিগণ বহু পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার পর বহু আয়াস স্বীকার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, জগতে সর্ব্বপ্রথমে মানবের সৃষ্টি হয়

নাই, সামান্য কীটাণু হইতেই পর্য্যায়ক্রমে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। যেরূপ সামান্য পরমাণু হইতে আমাদের ধারণাশক্তির অতীত এই ভূমণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত জড় জগৎ হারের ন্যায় এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেইরূপ সূক্ষ্ম এবং উচ্চ-জ্ঞান-বিরহিত কীটাণু হইতে স্থূলদেহ গজরাজ এবং প্রজ্ঞাশালী মানব পর্য্যন্ত একসূত্রে পর্য্যায়ক্রমে গ্রথিত রহিয়াছে। বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে মানব সর্ব্ব প্রথম বলিয়া সমস্ত প্রাণী ও জড় পদার্থের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, এবং কীটাদি সর্ব্ব নিকৃষ্ট নগণ্য জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মানব উন্নতিশীল ; এক দিন এই মনুষ্যই পর্ব্বতগুহা ও বৃক্ষকোটরে বাস এবং স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূলাদি আহার করিয়া তৃণভোজী পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিত। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় মানব উচ্চজ্ঞান-সম্পন্ন হওয়ায় অদ্য এই উন্নতি-সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে। অদ্যাপিও সহস্র সহস্র মানব ভারতবর্ষ, লঙ্কা, আণ্ডামান ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অরণ্যে আরণ্য পশুর ন্যায় বাস করিতেছে।

কিন্তু মানব উন্নতিশীল বলিয়াই আশা করা যায় যে, এক্ষণে যাহারা আরণ্যপশুবৎ রহিয়াছে, কাল সহকারে তাহারাও আমাদের ন্যায় উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানব যতই কেন অসভ্য হউক না, অরণ্যবাসী নিতান্ত অসভ্য মনুষ্যগণ সামান্য বন্য পশু হইতে যতই কেন অভিন্ন হউক না, তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বাভাবিক বুদ্ধির সহিত সভ্য মানবের বিস্তর সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আমাদের ন্যায় সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে না পারুক, কিন্তু রৌদ্রতাপ, ঝটিকা ও বৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ নহে। তাহারাও সুশিক্ষিত, সুসভ্য মানবমণ্ডলীর ন্যায় আপনাদের অভাব বুঝিতে পারে এবং সাধ্যমতে সেগুলির অপনয়নের চেষ্টা করে; কিন্তু তথাপি আরণ্য ও সুসভ্য মনুষ্যে অসীম প্রভেদ। শিক্ষিত সুসভ্য মানবের সহিত তুলনায় তাহারা সামান্য বন্য পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে আমরা সুসভ্য

ও আরণ্য মনুষ্যের মধ্যে যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই তাহা সর্ব্বব্যাপী। সুসভ্য মানব হইতে সামান্য কীটাণু পর্য্যন্ত সকল জীবেই সে সামঞ্জস্য অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা প্রখর তপনতাপ, ঝটিকা ও বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করি, আরণ্য মানব পর্ব্বত-গহ্বরে কিম্বা তরু-কোটরে বাস করে। কিন্তু ক্ষুদ্র পিপীলিকাগণও সেই উদ্দেশেই মৃত্তি-কাতে ক্ষুদ্র গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া বাস করিয়া থাকে। অট্টালিকাদি দ্বারা আমাদের যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, পিপীলিকার গর্ত্ত দ্বারাও সেই উদ্দেশ্য সমান ভাবে সাধিত হইয়া থাকে। আমরা যখন কোন কার্য্য একাকী সম্পন্ন করিতে না পারি, তখন অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি, পিপালিকাগণকেও ঠিক সেই রূপ করিতে দেখা যায়। মানব যেরূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম, বিশ্বপতি পিপী-লিকাগণকেও সেই রূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। নতুবা

তাহারা কখনই শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে শীত কালের আহার্য্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিত না। আমরা যেরূপ অনেকে একত্রে বাস করিতে ভাল বাসি, পিপীলিকারাও ঠিক সেইরূপ একত্রে বাস করিতে ভাল বাসে। সকলেই বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে, একটী গর্ত্তে বহুসংখ্যক পিপীলিকা একত্রে বাস করে। উইপোকারা বহুসংখ্যক একত্র বাসের জন্য দলবদ্ধ হইয়া সুন্দর সুন্দর উইয়ের ঢিপী প্রস্তুত করিয়া থাকে। মধুচক্র-রচন-কৌশল পরিদর্শন করিলে কাহার মন না বিমুগ্ধ হয়? বোধ হয় মানব সহস্র চেষ্টাতেও সেরূপ সুন্দর সুশৃঙ্খলাবদ্ধ গৃহাবলী কখনই নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম নহে।

কোন আত্মীয় বিপদে পতিত হইলে মনুষ্য যেরূপ অনেকে একত্রিত হইয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে, অনেক ইতর প্রাণীর মধ্যেও এইরূপ চেষ্টা অত্যন্ত প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। শীতপ্রধান উত্তর মহাসমুদ্রে এবং আমেরিকার নিকটবর্ত্তী কোন কোন সমুদ্রে

প্রভূতবলশালী স্থূলদেহ সিন্ধুঘোটক নামক এক প্রকার জলজন্তু বাস করে; তাহারা স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি। তাহাদের চর্ম্ম তৈলাদি মনুষ্যের অনেক উপকারে লাগে বলিয়া, ধীবরেরা নৌকারোহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বধ করিতে যায়। ইহারা বহুসংখ্যক একত্রে বাস করে। ইহাদের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব ও একতা যে, একটী সিন্ধুঘোটক আহত হইবামাত্র জলনিমগ্ন হয়, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুসংখ্যককে সঙ্গে লইয়া ধীবরের নৌকা আক্রমণ করে। সময়ে সময়ে ইহারা সমবেত চেষ্টা দ্বারা নৌকা বিপর্য্যস্ত করিয়া ধীবরদিগকে জলমগ্ন করিয়া ফেলে। ইহাদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং একতা কোন অংশেই মনুষ্যের অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং অনেকাংশে অধিক বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ মানব অসুবিধা দেখিলে আহতদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, কিন্তু ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সঙ্গীকে রক্ষা এবং শত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে যত্ন করিয়া

থাকে। ইহাদিগের সন্তান-স্নেহ আরও বিস্ময়োৎপাদক। বিপদ উপস্থিত হইলে অগ্রে ইহারা শাবকদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, পরে বিপদের সম্মুখীন হয়। কাক, মহিষাদি অপরাপর ইতর প্রাণীর মধ্যেও এইরূপ সন্তান-স্নেহ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যেও বিপৎ-কালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অদ্ভুত অদ্ভুত উদাহরণ সকল দেখা গিয়াছে। মাকড়শা একটী অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। কিন্তু মাকড়শার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া প্রজ্ঞাশালী মনুষ্যও বিস্মিত হইয়া থাকেন। একদিন একটী ক্ষুদ্র জল-রাশির মধ্যে এক গাছি যষ্টি প্রোথিত করিয়া, তাহার অগ্রভাগে একটী মাকড়শাকে স্থাপিত করা হইয়াছিল। তাহার পক্ষে সেই সামান্য জলরাশিই মহাসমুদ্র। সে সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, বারম্বার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জলের নিকটে আসিল, কিন্তু পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতে পাইল না। আলেকজান্দার সেলকার্কের ন্যায় সে তখন অপার জলধি মধ্যে নির্জ্জন মরুময়

দ্বীপে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সে হতাশ হয় নাই। সে স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারিল যে, এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় আছে। সে তৎক্ষণাৎ একটী সূত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক সীমা যষ্টি প্রান্তে আবদ্ধ করিয়া, সূত্র গাছটী বায়ুতে উড়াইয়া দিল, অবশেষে সূত্র তীরের এক স্থানে আবদ্ধ হইলে, সে অক্লেশে সেই সূত্র-সেতু দিয়া সমুদ্র পারে উপস্থিত হইল। ইতর প্রাণীদিগের এই রূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বোধ হয় কোন প্রকারেই মানবের অপেক্ষা হীন নহে। মনুষ্যেতর প্রাণি-জগতে এইরূপ আশ্চর্য্য জীব-বুদ্ধির সহস্র সহস্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা গেল, মানবীয় ও মনুষ্যেতর জীববুদ্ধিতে বিশেষ পার্থক্য নাই, আত্মরক্ষার চেষ্টা ও উপায়-উদ্ভাবন, খাদ্যাখাদ্য-নির্ণয়, বিপদ্-বোধ, জীবনের প্রতি মমতা, সন্তানাদির প্রতি স্নেহ প্রভৃতি জীবমাত্রেরই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান; কিন্তু একটী মাত্র পার্থক্য দ্বারা মনুষ্য বিজেতা, জড় ও প্রাণিজগৎ বিজিত; মনুষ্য এই

জগতের রাজা এবং মানবেতর জীব প্রজা। সে পার্থক্য ধর্ম্ম এবং উন্নতিশীলতা নিবন্ধন; মানব-বুদ্ধি উন্নতিশীল, সেইজন্য উচ্চজ্ঞানযুক্ত; পশুবুদ্ধি উন্নতিহীন, সেই জন্য উচ্চজ্ঞান-বিরহিত। এই উন্নতিশীলতা ও উচ্চ জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য আপনার সামর্থ্য, পদমর্য্যাদা ও অভাব বুঝিতে পারিয়াছে, এবং বুঝিতে পারিয়াই সে যথাযথ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সুখী হইয়াছে। প্রজ্ঞাশালী মানব আপনার উন্নতিশীল উচ্চ জ্ঞানবলে যে দিন দেখিতে পাইয়াছে যে, মনুষ্যেতর প্রাণিজগতের সহিত মানবের বিস্তর সৌসাদৃশ্য আছে, তাহারাও স্বাভাবিক বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক বুদ্ধিতে মানবের তুল্য নহে সত্য, কিন্তু অপরাপর প্রাণী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ; যত্ন করিলে তাহারা মানবের ন্যায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হউক, কিন্তু তাহারা মানবের কার্য্যসম্পাদনের প্রধান সহায়ভূত উপাদান হইতে পারে; সেইদিন হইতে মানব জীবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মানব

আপনার যত্ন ও পরিশ্রমের আশাতীত ফললাভ করিয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

আমরা জীবতত্ত্বের আলোচনা নিষ্ফল এবং ইহাতে বৃথা সময় ও অর্থ নষ্ট হয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। বঙ্গবাসীর নিকট জীবতত্ত্বের কোন সার্থকতা পরিদৃষ্ট না হইতে পারে, কারণ বঙ্গবাসী জীবতত্ত্বের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা অবগত নহে। অধঃপতিত বাঙ্গালিজাতির পক্ষে জীবতত্ত্ব-আলোচনার প্রকৃত উপকারিতা ধারণাতীত। হতভাগ্য বঙ্গবাসীর একবার চক্ষু মেলিয়া দেখা উচিত, যে জেতা ইংরাজ, সুসভ্য ইউরোপায় ও আমেরিক জীব-তত্ত্বের কি প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা তদ্দ্বারা কি আশাপ্রদ সুখময় ফললাভ করিতেছেন। আমরা প্রত্যহই দেখিয়া থাকি যে, গোজাতির দ্বারা আমাদের কৃষিকার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু একবারও মনে ভাবি না যে, যে ব্যক্তি গোজাতির এই মহতী উপকারিতা-শক্তি আবিষ্কৃত করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, তিনি সভ্যজগতের কিরূপ

বন্ধু। তাই বলিতেছিলাম, যে আজি নহে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানব জীবতত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং অদ্য সভ্য জগৎ জীব-তত্ত্বের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা অনু-ভব করিয়া তাহার উন্নতি-বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। উন্নতিশীল, সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে শত শত মনীষী তাঁহাদের অমূল্য জীবন এই মহৎ ব্রত-সাধনে নিয়োজিত করিয়া স্বদে-শের ও জগতের অসীম উপকার করিতেছেন। ভারতীয় আর্য্য মুনিগণও জীবতত্ত্বের উপকা-রিতা বিশদরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে অনেক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষি-পরাসর তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল। কৃষি-পরাসরে যেরূপ কৃষি-কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ গবাদি কৃষি-কার্য্যোপযোগী পশুগণেরও বিশেষ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে।

অতি পুরা কাল হইতেই সভ্য মনুষ্য-জগৎ জানিতেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর সাহায্য বিনা

সভ্য মানব-সমাজ চলিতে পারে না। আমাদের বোধ হয়, কখনই চলিতে পারিবে না। আমরা শত সহস্র যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করি না কেন, কিন্তু তাহাদ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। অনেক বিষয়ে যন্ত্রাদির ব্যবহার অসম্ভব এবং নিকৃষ্ট প্রাণীর সাহায্য অপরিহার্য্য। সকল দেশে গো অশ্ব মহিষাদি দ্বারা কৃষি কার্য্য প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। হইতে পারে, যন্ত্রাদি দ্বারা সে সকল কার্য্য আরও স্বল্পায়াসে ও স্বল্প সময়ে সম্পাদিত হয়; কিন্তু সে যন্ত্র ক্রয় করা আপামর সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। যন্ত্রাদি যেরূপ বহুমূল্য, যন্ত্রের ব্যবহার যেরূপ অর্থ ও আয়াসসাধ্য, তাহাতে কেবল ধনী কৃষকই তাহার ব্যবহার করিতে সক্ষম। কিন্তু কৃষি-ব্যবসায়ীর মধ্যে অধিকাংশই নির্ধন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে গো ও অশ্বাদি নিকৃষ্ট প্রাণী জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান বা একমাত্র সহায়। কৃষিকার্য্য ভিন্ন গো ও অশ্বাদি জাতি দ্বারা আমাদের আরও অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, গোজাতি আমাদের এই সভ্যজগতের অধিকাংশ লোকেরই উপমাতা, আমাদের শৈশবাবস্থায় গোদুগ্ধ জীবন ধারণের একমাত্র উপায়। আরব প্রভৃতি দেশে উষ্ট্র ও গর্দ্দভের দুগ্ধ দ্বারা তদ্দেশবাসীদিগের এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, গো অশ্ব উষ্ট্রাদি জীব সকল দেশেরই প্রধান ভারবাহী পশু। স্থলপথে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন কালে আমরা ইহাদের পৃষ্ঠে বা ইহাদের দ্বারা বাহিত শকটাদি যানে আরোহণপূর্ব্বক দ্রব্যজাত বোঝাই দিয়া পরম সুখে গমনাগমন করি। আমরা ইচ্ছা করিলে অনেক সময় স্থলপথে পদব্রজে গমন করিয়া পশুজাতির বিনা সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি; কিন্তু বহুদূর ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং বহু-দ্রব্যাদি-বহন মানবের পক্ষে অসম্ভব। যখন বালুকাময় দিগন্তপ্রসারী মরুভূমি অতিক্রম করা আবশ্যক হয়, তৎকালে পদব্রজে ভ্রমণ করা একান্ত অসম্ভব, জলপথেও যাইবার উপায় নাই। সেখানে যন্ত্রাদির সাহায্য-লাভেরও কোন সম্ভাবনা দেখা

যায় না। কেবল উষ্ট্রই সেই দুরতিক্রম্য ভয়াবহ স্থানে আমাদের একমাত্র সহায়। এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটী পশু এক একটী দেশের অধিবাসীর পক্ষে জীবনস্বরূপ। গোজাতি যে ভারতবাসীর জীবনস্বরূপ তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আমরা বাল্য-কালে গো-দুগ্ধে পোষিত এবং জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত বৃষোৎপন্ন শস্যে প্রতিপালিত। সেইরূপ আরববাসীর পক্ষে উষ্ট্র, ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতির অধিবাসীর পক্ষে গো ও অশ্ব, এবং ল্যাপল্যাণ্ডবাসীর পক্ষে বল্গা-হরিণ। স্থানে স্থানে মহিষের দ্বারাও এই সমস্ত কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। হস্তী দ্বারা আমরা গমনাগমন এবং ভারবাহন কার্য্য সম্পাদিত করিয়া থাকি। মেষ অতি হীনবল এবং ক্ষুদ্র-কায় পশু, কিন্তু হিমাচল প্রভৃতি স্থানে মেষ দ্বারা ভার-বহন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ছাগ ও মেষের নিকট আমরা আর একটী বিশেষ গুরুতর উপকারী বস্তু প্রাপ্ত হই, সেটী তাহাদের গাত্রলোম; ছাগ ও মেষের লোম-

জাত বস্ত্র সভ্য জগতের বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশের প্রধান পরিধেয়। শীতপ্রধান দেশে শীত ঋতুতে লোমজাত বস্ত্র ভিন্ন কোন প্রকারে ভীষণ শীত-নিবারণের উপায়ান্তর নাই। ছাগ ও মেষ আবার তদ্দেশীয়দিগের প্রধান আহার্য্য।

এই সমস্ত প্রাণীর নিম্নেই কুক্কুর জাতি আমাদের পরম উপকারী। ইহারা আমাদের অবৈতনিক বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং প্রকৃত বন্ধু। সামান্য আহার পাইলেই সন্তুষ্ট। ইহারা মনুষ্য-ভৃত্যের ন্যায় স্বার্থপর ও সদা-অসন্তুষ্ট নহে। সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট; সর্ব্বক্ষণ প্রভুর কার্য্যে তৎপর এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নশীল। অনেক সময় একটী কুকুরের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, শত শত ভৃত্যের দ্বারাও তাহা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

রেশম আমাদের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু সেই রেশম একটী সামান্য কীট হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশ সকল কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে বহুজনা-কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির

বিষয় বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, সভ্য প্রদেশে প্রত্যেক দশ বৎসরে লোক সংখ্যা শত করা প্রায় ১১ জন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত পরিদর্শন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সভ্য জগতের নিত্য আহার্য্যের প্রচুর উৎপত্তির উপায় উদ্ভাবনে বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছেন। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত দেশস্থ কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমির দৈনন্দিন হ্রাস হইতেছে। ইংলণ্ড প্রতি বৎসরেই বহু-সংখ্যক ইংরাজকে জন্ম-ভূমি হইতে অসীম-বারিধি-পারে উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিতেছেন। কারণ দেশে স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব। তথাপি ইংলণ্ডে এক্ষণে যত লোক বাস করিতেছে, তাহাদের খাদ্য উৎপাদন করে এরূপ পরিমাণে কর্ষণোপযোগী ভূমির অসদ্ভাব। শুদ্ধ ইংলণ্ডে কেন, ইউরোপের অনেক দেশেরই এই প্রকার অবস্থা। সুতরাং যদি তদ্দেশীয়দিগের আহারীয় সংগ্রহের উপায়ান্তর না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সকলেই না হউক, অধিকাংশেই অনা-

ছারে প্রাণ পরিত্যাগ করিত। কিন্তু সভ্য পাশ্চাত্যেরা এই বিপত্তি নিবারণের জন্য দুইটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া খাদ্যাভাব রূপ ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতে আপনাদের দেশকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা ভারতাদি শস্যোৎপাদক প্রদেশ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে শস্য আমদানী করিয়া থাকেন। কিন্তু এইটীই প্রধান উপায় নহে। পাশ্চাত্য সভ্য জগতের প্রধান আহারোপায় কতকগুলি নিকৃষ্ট জীব। সেই জন্য তাঁহারা সেই প্রাণীগুলির চাষ (অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধি) করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, শূকর, অশ্ব প্রভৃতি চতুষ্পদ জন্তুর মাংস এবং মৎস্য তাঁহাদের প্রধান আহার্য্য রূপে স্থির হইয়াছে। তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ জীবতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা তাহাদের শারীরিক উন্নতি-বিধানের জন্য নানা প্রকার উপায় অবধারণ করিতেছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, এক একর অর্থাৎ তিন বিঘা পরিমিত স্থানে যে শস্য উৎপন্ন করিয়া যত লোকের আহারীয় সংগৃহীত হইতে পারে, সেই পরিমিত

জলাশয়ে তাহার চতুর্গুণ লোকের আহারোপ-যোগী মৎস্য উৎপন্ন করা যায়।

আমাদের দেশে যদিও অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু যেরূপ লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির বিষয় জন-সংখ্যা-বিবরণী আদি পুস্তক পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়, তাহাতে অচিরাৎ যে সেই দশা উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে অনু-মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে সে দশা উপস্থিত হয় নাই সত্য, কিন্তু সে মহারাক্ষসীর দুষ্ট দূত মধ্যে মধ্যে প্রেরিত হইয়া থাকে। নরধ্বংসকারী দুরন্ত দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস মধ্যে মধ্যে ভারত ভূমিতে খাদ্যাভাবের দূত স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়া থাকে। ১১৭৬ সালের মন্বন্তর আমরা চক্ষে দেখি নাই, কিন্তু পুস্তকাদিতে তাহার বিবরণ পাঠে যাহা অবগত হইয়াছি এবং ১৮৬৪ সালের উড়িষ্যার মন্বন্তর ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গ-দেশের দুর্ভিক্ষ যাহা অবলোকন করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মনে

হয় যে সে রাক্ষস হয়ত আবার আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে ভারতবাসীর ধ্বংস-কার্য্য আরম্ভ করিবে। কিন্তু সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে কৃষিতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের উন্নতি দ্বারা দুর্ভিক্ষ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, সে দেশে আর এ রাক্ষসের প্রবেশাধিকার নাই। তাই বলি-তেছি, বঙ্গবাসীদিগের আর অনুদ্যমশীল হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা ও তন্দ্রায় অতিবাহিত করা বিধেয় নহে। যদি আপনাকে, আপনার প্রাণা-ধিক স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবদিগকে এই দুর্দ্দান্ত নরভোজী রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে এখনই চক্ষু উন্মীলন করা কর্ত্তব্য।

গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পশু জাতির উন্নতিসাধনে ধৃতব্রত হও। ক্রমশঃ যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরাৎ আমাদের মাতৃ-ভূমি চতুর্দ্দিকে হাহাকার রবে পরিপূর্ণ হইবে। অতএব ভারতবাসীর আর অচেতন থাকা কদাচ উচিত নহে। বোধ হয় উন্মত্তের বিলাপের ন্যায় আমাদের এ ক্রন্দনে কেহ কর্ণপাত করি-

বেন না। আমাদের ক্রন্দন কি অরণ্যে রোদন মাত্র হইবে? আজ কাল নাটক নভেলের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ, তাহাতে নীরস জীবতত্ত্বের কথা যে তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইবে, এরূপ আশা হয়ত ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে; আমাদের সহস্র চেষ্টাতেও লোকের মন হয়ত ইহাতে আকৃষ্ট হইবে না। লোকের মন আকর্ষণ করিবার উদ্দেশেই আমরা প্রথমে মীন-তত্ত্ব, ও কিছু দিন পরে গো-তত্ত্ব নামক জীবতত্ত্বের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত করিয়াছি।

আমরা আলোচ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে পুনশ্চ আলোচ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সুসভ্য পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহ চতুষ্পদ জন্তুর উন্নতি-সাধনে সযত্ন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিকৃষ্ট-ভব কীট পতঙ্গাদির প্রতিও উদাসীন নহেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলে সামান্য মধুমক্ষিকা দ্বারাও আপনাদের জন্য সুখাদ্য মধু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত মধুমক্ষিকার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন

এবং তাহাতেও তাঁহারা সমভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রতি বৎসরেই আরণ্য মধুমক্ষিকা দ্বারা অযত্ন-প্রসূত শত সহস্র মন মধু প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা ক্লেশ স্বীকার করিয়া সংগ্রহ করে এরূপ লোক বড় বিরল। হয়ত অনেকে এ কথা কখন কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। আর পাশ্চাত্য প্রদেশে এই মধু-উৎপাদনের নিমিত্ত লোকে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় ও প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন।

দেখা গেল যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর নিকট আমরা যেরূপ নিত্য আহার্য্য খাদ্য প্রাপ্ত হই, সেই রূপ নিত্য পরিধেয় বস্ত্রাদিও প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জীবতত্ত্বের আলোচনা দর্শনাদির আলোচনা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে, বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কারণ আমরা জীব-গণের নিকট যেরূপ অবশ্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিধেয় প্রাপ্ত হই, তদনুরূপ তাহাদের জীবন অনুধাবন পূর্ব্বক পরিদর্শন করিলে অনেক

ব্যবহার্য্য শিক্ষণীয় জ্ঞানও লাভ করিতে পারি। মনুষ্যেতর প্রাণী মনুষ্য অপেক্ষা বুদ্ধিবলে হীন হইলেও অনেক বিষয়ে তাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু। দর্শন, গণিত, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের ন্যায় জীবতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের বুদ্ধি-শক্তি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং মন দেব-ভাবে পরিপূর্ণ হয়। জীবতত্ত্বের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে বিশ্বপতির রচনা-কৌশল কিরূপ অদ্ভুত, তাঁহার দয়া কিরূপ অসীম, এবং তিনি মানব-জাতিকে কি অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন।

আমরা জীবতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছি। এক্ষণে আমাদের দেশের প্রাণিজগতের হীনাবস্থা, তাহাদের শারিরীক উন্নতিবিধান, বৈদেশিকগণ কি উপায়ে তাহাদের উন্নতি করিয়াছেন, ও তাহাদের দ্বারা কিরূপে লাভবান হইয়াছেন তাহাই দেখাইতে চেষ্টা পাওয়া যাইতেছে।

জীব-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

জীবন, চেতনা ও দেহসঞ্চালন শক্তিবিশিষ্ট দেহিমাত্রকেই জীব বলা যায়। যে বিজ্ঞান দ্বারা জীবের নির্ম্মাণ-কৌশল, স্বভাব ও শ্রেণীগত বিভাগ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকেই জীব-তত্ত্ব বলে। জীব বিষয়ক জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিকে জীবতত্ত্ববিৎ বা প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলা হইয়া থাকে।

প্রাণীমাত্রেরই এক একটী শরীর আছে, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অদ্ভুত বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন প্রাণীর একটী মস্তক, কোনটীর বা বহু মস্তক; কোন জীব একচক্ষু, কেহ দ্বিচক্ষু; আবার কোন কোন জীবের বহু চক্ষুও দেখিতে পাওয়া যায়। জগদীশ্বরের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল, দেখ কোন প্রাণীর দুইটী হস্ত, কোন জীবের চারি হস্ত, কাহারও বা হস্ত নাই, কিন্তু

হস্তাভাবেও তাহারা হস্তের কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ। কোন কোন জীবের পদ নাই, কিন্তু তাহারা গতিশক্তিহীন নহে। কোন প্রাণীর দুই পদ। কাহারও বা চারিটী। আবার কতকগুলিকে বহুপদবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি আবার হস্তপদাদি-বিহীন। কিন্তু কে বলিবে এই বৈষম্যের কারণ কি?

কোন কোন প্রাণীর লাঙ্গুল আছে, কাহারও বা পুচ্ছ আছে, এবং অপরগুলি লাঙ্গুল পুচ্ছ বিহীন। কোন কোন জীবের পক্ষ আছে। প্রাণিমাত্রেরই গাত্রাবরণ আছে। কিন্তু তাহা জাতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। মানব-দেহ পাতলা এবং কোমল চর্ম্মে আবৃত। হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি তৃণাহারী চতুষ্পদ পশুর আবরণচর্ম্ম বন্ধুর, স্থূল এবং অল্প বা অধিক পরিমাণে লোমযুক্ত। পক্ষিজাতির দেহ পালকে আবৃত। আবার বাদুড় এবং চামৃচিকা প্রভৃতির শরীরে পালক নাই।

মৎস্য-দেহ শল্কে আবৃত। সরীসৃপের মধ্যে কতকগুলির দেহ অতিশয় দৃঢ় ও চূর্ণময় পদার্থ-

নির্ম্মিত অস্থি দ্বারা আবৃত, যথা কচ্ছপ, শম্বূক, শঙ্খ। অপরগুলির দেহ কঠিন চর্ম্মে আচ্ছাদিত। যথা বহুরূপী, গিকো (তক্ষক)। কাহারও বা শরীরাবরণ পাতলা চর্ম্মে আচ্ছাদিত; যথা আঞ্জনি, টিকটিকি, ভেক।

আহা! জগৎ-পিতার এই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, এবং অপার মহিমা দর্শনে কে না আনন্দিত ও বিমোহিত হয়েন। সৌর জগতে অসংখ্য গ্রহাদি, ভূপৃষ্ঠে বহুজাতীয় অগণ্য জীব এবং উদ্ভিজ্জ, বারিমধ্যে অসংখ্য জাতীয় জলচর প্রাণী পরম সুখ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া সেই অচিন্ত্য, অনাদি লোকনাথের অখিল বিশ্ব-রচনার মহিমা গান করিতেছে। বিশ্বরাজ্যে সৃষ্টির যে কোন অংশ অবলোকন করা যায়, তাহাতেই সেই পরম পিতার অনির্ব্বচনীয় শক্তির পরিচয় পাইয়া সততই তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে মন ধাবিত হয়।

জীবতত্ত্বানুসন্ধানে স্বার্থ-সিদ্ধির সহিত মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় হয়, এই জন্য পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত

হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ ও জগতের মহৎ উপকার সাধন করিয়া থাকেন।

প্রাণিজগতের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানব-জাতির সহিত অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে মনুষ্য প্রাণিরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিরাজিত। সকল প্রাণীর অপেক্ষা মানবের উৎকৃষ্ট ও বহুবিধ কার্য্যক্ষম অঙ্গ প্রতঙ্গ আছে। মানবেতর প্রাণীর মধ্যে যে গুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মানবের সহিত যেরূপ সৌসাদৃশ্য আছে সে গুলি তদনুরূপ উচ্চ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কোন কোন প্রাণিবেত্তার মতে জীব সকল ক্রমানুসারে যেরূপ ক্ষুদ্র শরীর বিশিষ্ট, তাহার বুদ্ধি ও সংস্কার তদনুরূপ ক্রমান্বয়ে হীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কঠোর অধ্যবসায়, গবেষণা এবং চেষ্টা করিয়া যে সকল জীবরহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে সে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমাদের যত্ন, অধ্যবসায়

এবং গবেষণার প্রতি নির্ভর করিলে কত দিনে যে এ সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য রিষয়ে আমাদের মন ধাবিত হইত, তাহা নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। প্রাণীগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হইলে এক একটী পৃথক শ্রেণীর প্রাণীকে এক একটী বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করিতে হয়।

সাধারণতঃ যে জীবগুলি বারি মধ্যে বিচরণ করে, আমরা সে গুলিকে মৎস্য বলিয়া থাকি। যে গুলি শূন্যমার্গে গমনাগমন করে, সে গুলিকে পক্ষিজাতি মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের চির-বদ্ধমূল সংস্কারের বিপরীত সত্য বিশ্বাস করিতে মন কদাচ ধাবিত হয় না। প্রাণিবিদ্যার বিশেষ আলোচনা ব্যতীত এ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদূরিত করা যায় না। এরূপ শত শত বিষয় অবগত হওয়া যায় যাহা স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না, অথচ প্রাণিবেত্তা পণ্ডিতগণ বহু আয়াসে তাহা সপ্রমাণ করিয়া জগতের অশেষ হিতসাধন করিয়াছেন।

সামান্যতঃ বাদুড় বা চামচিকাদিগকে আমরা পক্ষিজাতি মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকি, কারণ ইহারা পক্ষ সাহায্যে শূন্যপথে গমনাগমন করিয়া থাকে। শূন্যে পরিভ্রমণ জন্য ইহারা পক্ষিজাতি মধ্যে পরিগণিত হইলেও ইহাদের শরীরগত প্রভেদ দৃষ্ট হয়, এজন্য শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে স্তন্যপায়ী জন্তুশ্রেণী মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। মার্জ্জারাদি চতুষ্পদ পশুর ন্যায় ইহারা স্বীয় শাবকগুলিকে স্তন্যদুগ্ধ পান করায়, ইহা পক্ষিজাতির লক্ষণ নহে।

তিমি মৎস্য অগাধ জলধি মধ্যে বিচরণ করিয়াও স্বীয় শাবকগণকে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় স্তন পান করায়, সুতরাং মৎস্যাকৃতি জলচর হইয়াও তিমি অণ্ডজ মৎস্য জাতির অন্তর্নিবিষ্ট নহে। শুশুক ও ডল্‌ফিন নামক জল জন্তুরাও তিমির ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট।

প্রাণিমণ্ডলী দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। মেরুদণ্ডী এবং নির্ম্মেরু। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ এই সমস্ত প্রাণীকে আবার বহুবিধ বর্গ, গণ ও জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন।

১। মেরুদণ্ডী। যে সকল জন্তুর শরীরে অস্থি, শিরা, মস্তকের খুলি বা খাপ্‌রা (Skull) এবং (Vertebral column) মেরু দণ্ড আছে ; সেই সকল প্রাণীকে মেরুদণ্ডী বা কশেরু-জাতীয় প্রাণী বলে।

২। নির্ম্মেরু। যে সকল জীবের দেহে মস্ত-কের খাপরা কিম্বা মেরু দণ্ড নাই, তাহাদিগকে নির্ম্মেরু বা অকশেরুজাতীয় জীব বলা যায়।

এই উভয় বিভাগস্থ প্রাণিগণকে আবার বিভিন্ন উপবিভাগে বিভাজিত করা হইয়াছে।

১। মেরু দণ্ডী।

(ক) স্তন্যপায়ী, (খ) পক্ষী, (গ) সরীসৃপ এবং (ঘ) মৎস্য।

এই চারি উপবিভাগস্থ জীব গুলি আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত।

(ক) স্তন্যপায়ী জন্তুগণ দ্বাদশ বর্গে বিভক্ত। আকৃতি এবং প্রকৃতি অনুসারে তাহা-দের নামকরণ হইয়াছে।

(১) দ্বিহস্ত—মনুষ্য।

(২) চতুর্হস্ত—বানর, বন মানুষ।

(৩) করপক্ষ—বাদুড়, চামচিকা।

(৪) কীটভুক্—ছুঁচা।

(৫) মাংসাশী—সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুক্কুর, হায়েনা।

(৬) তিমিজাতীয়—শুশুক, ডলফিন।

(৭) স্থূলচর্ম্মী—হস্তী, গণ্ডার।

(৮) একশফ—অশ্ব, গর্দ্দভ।

(৯) রোমন্থক—গরু, ছাগল।

(১০) দন্তহীন—পিপীলিকাভুক্।

(১১) তীক্ষ্নদন্ত—শজারু, কাঠ বিড়াল।

(১২) দ্বিগর্ভ—কঙ্গারু, অপোসম্।

(খ) পক্ষিজাতি আবার ছয় বর্গে বিভক্ত।

(১) হিংস্র—চিল, শ্যেন্, পেচক, শকুনি।

(২) দণ্ডোপবেশী—কাক, শুক, দধিয়াল, শালিক, শ্যামা।

(৩) কর্ষক—কুক্কুট, কপোত, ময়ূর, ঘুঘু।

(৪) ধাবক—সামোরগ, ইম্যু, ক্যাসোয়ারি।

(৫) দীর্ঘ-জঙ্ঘ—হাড়গিল, ক্রেণ, ডাক পক্ষী, জলপিপি।

(৬) সন্তরক—হংস, সারস, পানকৌড়ি।

(গ) সরীসৃপ জাতি সাধারণতঃ চারিবর্গে বিভক্ত।

(১) কুম্ভীরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; গো-ধিকা প্রভৃতি।

(২) ভেকজাতীয়।

(৩) কচ্ছপ জাতীয়।

(৪) সর্পজাতীয়।

(ঘ) মৎস্য জাতি প্রধান দুই জাতিতে বিভক্ত।

(১) উপাস্থিক—বোদাল, বেলে, চিতল, কুঁচে।

(২) দৃঢ়াস্থিক। চাঁদা, রোহিত, গাগরা, মাগুর, শৃঙ্গী।

২। নির্ম্মেরু বা অকশেরু জাতীয় জীব। নির্ম্মেরু জীবগণ তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) কোমলাঙ্গ—যাহাদের শরীর অত্যন্ত কোমল, এবং একখানি কঠিন ত্বক্ দ্বারা আবৃত। যেমন শঙ্খ, শম্বূক ইত্যাদি।

(খ) গ্রন্থিল—যাহাদের শরীর পর্ব্বে পর্ব্বে বিভক্ত, যেমন সপর্ব্বদেহী। বৃশ্চিক, মক্ষিকা, প্রজাপতি, কর্কট ইত্যাদি।

(গ) অংশুকায়—যে সকল প্রাণীর দেহের

শিরা সকল অংশু রেখার ন্যায় একটী কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে বিকীর্ণ হইয়াছে, যথা পুরুভুজ, তারা মৎস্য।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পদার্থ-দর্শন-বেত্তা লামার্ক সাহেব বলেন, যে কোন কোন জীবের করোটি (মাথার খাপরা বা খুলি) আছে, কিন্তু মেরুদণ্ড নাই। আবার কোন কোন জীবের পৃষ্ঠাস্থি বা মেরুদণ্ড আছে অথচ করোটি নাই। তাঁহার মতে শুদ্ধ এই এই অঙ্গের বিদ্যমানতা অনুসারেই প্রাণিরাজ্য বিভাগ করা কর্ত্তব্য।

বেরণ কুভিয়ার সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, করোটি এবং পৃষ্ঠাস্থি যুক্ত স্তন্যপায়ী জন্তুর মধ্যেও বিস্তর গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

দেহের গঠনই এই জাতি এবং বর্গবিভাগের মূল অবলম্বন। এক বা ততোধিক অবয়বের লক্ষণ অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট অবয়বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া প্রাণিমণ্ডলকে বিভাগ করিতে চেষ্টা পাইলে উক্ত শ্রেণী-বিভাগ সম্পূর্ণ হয় না। জীবদেহের অন্তরে

এবং বাহিরে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয়, সে গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া পরীক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেণীগত ঘনিষ্ঠতা সুব্যক্ত আছে, তাহাদিগকেই এক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

অংশুকায় এবং সরল-রেখা-বিশিষ্ট জীবের মধ্যস্থল হইতে হস্ত পদ স্বরূপ অনেকগুলি সরল রেখা চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন একটী চক্র বেড়িয়া কতকগুলি তার সরল রেখায় প্রলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। এই শ্রেণীভুক্ত যে জীবগুলিতে ধমনী-শিরার (Nervous system) সঞ্চার আছে, সে সমস্ত প্রাণীর দেহে সম্পূর্ণ বা কিয়ৎ পরিমাণে সরল রেখাবৎ গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আবার কতকগুলি জীবের বাহ্য অঙ্গ বা চর্ম্ম ঐরূপ সরল রেখায় পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়।

কতকগুলি প্রাণীর শরীরে ধমনী-শিরা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে গুলিকেও এই শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। সে

সমস্ত জীবের দেহ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ও রীতি প্রকৃতি বিষয়ে মানবের যে পরিমাণে জ্ঞান উত্তরোত্তর পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, সেই পরিমাণে এই শ্রেণী-বিভাগেরও বিশুদ্ধতা-প্রাপ্তি হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবী আদি কালে বাষ্প, পরে উষ্ণ তরল পদার্থময় উপাদানে সংগঠিত হয়। সেই সময় ইহাতে কোন প্রকার প্রাণী বাস করিত না। কালক্রমে স্বভাবের নিয়মানুসারে যখন এই ভূমণ্ডল শীতল হইল, তৎকাল হইতে এখানে প্রাণিজগতের আবির্ভাব হইতে লাগিল। বসুন্ধরা জীবগণের বাসোপযোগী হইলে, সর্ব্ব প্রথমে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষিগণের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বভাবের এই প্রকার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাল সহকারে জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির উৎপত্তি হইল। এই

বিশাল ভূমণ্ডলে যে কত জাতীয় জীব এক্ষণে বসতি করিতেছে তাহা অবধারণ করা প্রকৃত প্রস্তাবে মানবের পক্ষে অসাধ্য ; কিন্তু সম্পূর্ণ সংখ্যা নির্দ্ধারিত না হইলেও প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ব পণ্ডিতগণের কঠোর অনুশীলন, অমানুষ অধ্যবসায় এবং গবেষণা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে পুরাকালে পৃথিবী অন্যূন আড়াই লক্ষ জাতীয় জীবের আবাসস্থান ছিল। আবার আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে অদ্যাপিও আড়াই লক্ষ প্রকার জীব এখানে পরম সুখে অবস্থান করিতেছে।

বিশ্বপিতা বহুবিধ জীব সৃজন করিয়া মানবের অশেষপ্রকার হিতানুষ্ঠান করিয়া দিয়াছেন। জগৎপিতার কি অসীম করুণা, তাঁহার সৃষ্ট এমত পদার্থ নাই, যাহা দ্বারা মনুষ্যের বিশেষ উপকার সাধিত না হয়। স্থির ভাবে এতদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, এই অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশাল বিশ্বরাজ্যে প্রতি বস্তুই যেন আমাদের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

জগতীস্থ অসংখ্য প্রকার প্রাণীর মধ্যে যে গুলিকে আমরা স্থূল দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট, অপ্রয়োজনীয় এবং ঘৃণেয় বলিয়া বিবেচনা করি, ধীশক্তিসম্পন্ন জীববেত্তা পণ্ডিতগণের সূক্ষ্মতর দর্শনে সেইগুলিই আবার পরম উপকারী, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের একমাত্র সুহৃৎ বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা অবজ্ঞা ও অজ্ঞতাবশতঃ প্রাণিগণের যথার্থ গুণ, আকৃতি, প্রকৃতি এবং প্রকৃত ব্যবহার ও উপযোগিতা সম্যকরূপে অবগত হই না, অথচ প্রতিদিন ঐ সমস্ত পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী গুলিকে অবলোকন করি। সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রতি অনাদর, অবজ্ঞা এবং অনুপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকি ; পরে যখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া পুনরায় ঐ সমস্ত প্রাণীর আকৃতি, প্রকৃতি, গঠন-তাৎপর্য্য, উপকারিতা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারি, তখন মনে কতই আনন্দ উপভোগ করি, গত কালের অজ্ঞতা জন্য আপনাকে কতই ধিক্কার প্রদান করি এবং এ যাবৎ ঐ সকল প্রাণীর প্রতি অবৈধ, অমা-

নুষিক ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত হই। তখন অবশ্যই আমাদের সভ্যতাভিমান উড়িয়া যায়, আমাদের মনে কতই ঘৃণা উপস্থিত হয়। আমরাও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ঐ সমস্ত জন্তু মধ্যে পরিগণিত হইতে বোধ করি কুণ্ঠিত হই না।

বিশ্বস্রষ্টা এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে যে সমস্ত প্রাণী সৃজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানবজাতিকে অন্যান্য সর্ব্ব প্রকার জীব জন্তুর উপর আধিপত্য করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। মানবজাতিও সেই পরম মঙ্গলাস্পদ, পরমপিতার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে প্রাণিজগতের আকৃতি, প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। কিয়ৎ পরিমাণে প্রাণি-বিদ্যা অবগত না হইলে পাশ্চাত্য সভ্য দেশে কোন ব্যক্তিই সুশিক্ষিতপদবীতে অধিরোহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার বুদ্ধিও পরিমার্জ্জিত হয় না। আমাদের দেশেও পাতঞ্জল, নারদ পঞ্চতন্ত্র, বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ, মহামতি চাণক্যের নীতি-

কথা প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে প্রাণিবিদ্যাবিষয়ক বহুবিধ উদাহরণাদি দৃষ্ট হয়। হিন্দু দেবতারা পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট পশুগুলিকে বাহনপদে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতে যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতেও দেব দেবীগণের পশ্বাদি বাহনের ভূরি ভূরি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং এরূপ বিবরণ পাঠ করা যায় যে "যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা বাহন ভূষণং", দেবতারা রূপের অনুরূপ বাহন জন্তুগুলি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি বৃষভোপরি আরোহণ করিতেন, বিষ্ণু গরুড়োপরি, ব্রহ্মা হংসোপরি গমনাগমন করিতেন। শচীপতি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা; মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী, গজানন মূষিকবাহন, ষড়ানন কার্ত্তিকেয় ময়ূরবাহন, যমরাজ মহিষবাহন, ষষ্ঠী দেবী মার্জ্জারবাহিনী, শীতলাদেবী রাসভবাহিনী, বন্য দেব দেবী ব্যাঘ্রবাহন।

বাহনে গতিবিধি করায় ইতর জন্তুদিগের

মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরমারাধ্য দেব দেবীগণও যুগ যুগান্তরে জীব-দেহ ধারণ করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় আর্য্য পুরাণাদি গ্রন্থে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান নারায়ণ মীন-অবতার হইয়া মহাবিপ্লবান্তে অগাধ বারিধি মধ্য হইতে বেদ উদ্ধার করেন, বরাহ অবতারে সুদৃঢ় দন্ত দ্বারা ভূমণ্ডল উদ্ধার করেন, কূর্ম্ম অবতারে ভূভার ধারণ করেন, নৃসিংহ মূর্ত্তিতে অসুররাজ পামর হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। রাবণ বধ জন্য ৩৩ কোটী দেবতা বানর রূপ ধারণ করেন। ব্রহ্মা ভল্লূক রূপ ধারণ করিয়া যুদ্ধ কালে শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব করেন। বিশ্বকর্ম্মা নল নীল বানর রূপ গ্রহণ করিয়া সেতু নির্ম্মাণ করেন। হনূমান সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার।

কোন কোন প্রাণী আবার দেব দেবীর প্রিয় জীব বলিয়া আর্য্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোন সময় দেবী ভগবতী চিল মূর্ত্তি ধারণ করেন। তিনি কোন সময় শিবা-মূর্ত্তি ধারণ

করেন, এজন্য অদ্যাপিও পল্লী গ্রামে শিবা-ভোগ প্রদান করা প্রচলিত রীতি মধ্যে পরি-গণিত। গোধনগুলি ভগবতী-মূর্ত্তি, হিন্দু-মাত্রেরই ইহাদের সেবা পরিচর্য্যায় কাল হরণ করা অতীব মঙ্গলাস্পদ।

শুক ও সারিকা পক্ষিদিগের মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথনের বিবরণ পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগকে শাপগ্রস্ত মানব মানবী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

আশ্রমত্যাগী অরণ্যবাসী আর্য্য মুনি ঋষি-গণ জনশূন্য স্থানে মৃগাদি পশুগুলির সহিত একত্র বাস করিতেন এবং তাঁহাদিগের শাসনে সে সমস্ত আশ্রম-মৃগাদিকে কেহ উৎপীড়িত করিতে পারিত না। তাঁহারা অপত্যনির্ব্বি-শেষে আশ্রমসমীপস্থ জীবগুলিকে লালন পালন করিতেন। এতদ্ব্যতীত বন্য পশু ভয়-ব্যাকুলিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ জন্য আগমন করিলে, অনতিবিলম্বেই পশু গুলিকে নিরাপদ করিয়া তাঁহারা তাহাদের প্রীতির পাত্র হইতেন। তাহারাও নির্ভীকাবস্থায়

আশ্রমসমীপে বিচরণ করিত। আশ্রমে বা আশ্রমসমীপে গো, অশ্ব, মৃগ, মার্জ্জার, কুক্কুর প্রভৃতি পশুগণ অবস্থান করিত। ঋষিগণও এসমস্ত পশু দ্বারা বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন।

বিষহরী মনসা দেবীর বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। অদ্যাপিও অরন্ধন দিবসে ও অন্যান্য সময়ে সর্প-দেবীর পূজা অর্চ্চনা হইয়া থাকে। অনন্ত বাসুকি সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া এই দুর্ব্বহ ভূভার স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বিষধর অনন্ত-কুলের বিবরণ পৃথক রূপে আলোচনা করিবার বাসনা আছে, এজন্য এস্থলে বহুল রূপে বিবৃত করা হইল না। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কিম্বা গ্রন্থাদিতে প্রাণিবিশেষের সবিস্তর বর্ণনা আছে কি না সে বিষয়ে আমাদের বিস্তর সন্দেহ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রাণিবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে তাহাদের আকার, ২য় আকৃতির পরিমাণ, ৩য় বর্ণ, ৪র্থ তাহারা গ্রাম্য কি বন্য, ৫ম তাহাদের জন্মস্থান, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির উগ্রতা, মৃদুতা প্রভৃতি বিবরণ, ৭ম গর্ভধারণকাল, ৮ম সন্তান-উৎপাদন, অর্থাৎ এক কালে এক বা একের অধিক সন্তান-প্রসবের স্বাভাবিক নিয়ম, ৯ম অপত্য-স্নেহ, ১০ম ইন্দ্রিয় বিলাসের তীব্রতা, ১১শ ইহারা মানবের বশীভূত হয় কি না, অর্থাৎ পোষ মানে কি না, ১২শ মাংস কি উদ্ভিজ্জ-ভোজী, ১৩শ ইহাদের আয়ুপরিমাণ, ১৪শ জীব-দেহের উপাদান সামগ্রী দ্বারা মানবের কোনরূপ উপকার হয় কি না এবং ১৫শ কোন্ প্রাণীর দ্বারা মানবের কি পরিমাণে হিত সাধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত বিষয় মনোযোগ সহকারে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত গ্রাম্য পশু হইলে তাহাদের বংশবৃদ্ধির উপায় এবং চিকিৎসা প্রভৃতি আবশ্যক বিষয় সকল

আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়। প্রাণি-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে কখনই প্রকৃত জ্ঞানী নামের অধিকারী হওয়া যায় না।

আহা; ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে বায়ু দ্বারা নরদেহ জীবিত থাকে এবং বর্দ্ধিত হয়, আবার সেই বায়ু সেবনেই নিকৃষ্ট প্রাণিগণকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ কালে যাহারা আমাদের এক মাত্র সহায়, সম্পত্তি এবং অব-লম্বন, এমত হিতকর, মঙ্গলদায়ক জীবের বিব-রণ অবগত হইতে কে না ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন? যেমন কোন প্রকার জীবদেহ দর্শন মাত্রেই আমাদের মনে কত প্রকার কৌতূহল উদয় হয়, তদ্রূপ জীব-দেহ দর্শন মাত্রেই ভাবু-কের মনে সেই পরমপিতা বিশ্ব পাতার বিচিত্র রচনা এবং বিজ্ঞান-কৌশলের বিষয় উদিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত উপাদানে নরদেহ পরিপোষিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়; তদনুরূপ উপাদানগুলিতেই আবার অন্যান্য জীবদেহ পরিমাণানুসারে, সুসজ্জিত, পোষিত এবং বর্দ্ধিত

হইয়া থাকে। এজন্য সকল জীবের শরীর-বিজ্ঞান জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক, এ বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও মহিমার প্রতি প্রকারান্তরে যে উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি? এরূপ উপেক্ষায় আমাদের আত্মোৎকর্ষেরও সমূহ বিঘ্ন বিঘটিত হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর প্রাণি-জগৎকে মানবের বশবর্ত্তী করিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠপদবীতে অধিরোপিত করিয়াছেন। তাঁহার অপার কৃপায় মানবজাতি সৃষ্টিকাল হইতে জীবগণের উপর অক্ষুণ্ণ ভাবে অসীম প্রভুত্ব পরিচালন করিয়া আসিতেছে। যে জীবগণকে আমরা প্রতিনিয়ত স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিয়া পরম সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছি, যে জীবগণের সাহায্য ব্যতীত মানব জীবনধারণ করিতে অক্ষম, জগৎপিতা তাহাদিগকে মানবের অধীন করিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও লালনপালনের ভার শ্রেষ্ঠ জীব মানবের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। কবিবর পোপ বলেন যে মানব জাতির প্রকৃত বিবরণ অবগত

হইতে পারিলেই লোকে মনুষ্যপদবাচ্য হয়।* মানবের পক্ষে নিকৃষ্ট জীবের সম্বন্ধেও এই রূপ বলা যাইতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে যে জীব ব্যতীত মানবের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্য কোন পদার্থের তত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই এবং মানবেতর জীবের সাহায্য বিনা সভ্য বা অসভ্য অবস্থায় মানবের সংসার চলিতে পারে না, তখন তাহাদের তথ্য অবগত হইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূম্যধিকারীরা যেরূপ প্রতিনিয়তই তাঁহাদের ভূমিগুলির দোষগুণ পর্য্যবেক্ষণে চিন্তিত থাকেন এবং অধিকারস্থ প্রজার হিতসাধনে ধৃতব্রত হয়েন, এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে মানবের পক্ষেও তদ্রূপ ঈশ্বরাদিষ্ট আয়ত্তাধীন জীবগুলির মঙ্গলচিন্তায় রত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নর-শরীর-বিজ্ঞান-শিক্ষা সময়ে নরদেহ অভাবে মৃতপশু-দেহ-চ্ছেদ করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির স্থান, অবয়ব প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ

* The proper study of mankind is man.

প্রদান করা হয়। তৎকালে অনেকের মন জীব-দেহের গঠন-তাৎপর্য্যের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, কিন্তু গৃহান্তরে আগমন করিয়াই তাঁহারা সে সমস্ত বিস্মৃত হয়েন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় বঙ্গে জীবের উপমিতিমূলক শারীর-স্থান-বিদ্যার (Comparative Anatomy) আলোচনা আবশ্যক।

অনেকে হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য সমীপে বাস করায় মাংসাশী জন্তুর স্বভাব অবগত আছেন, কেহ বা এরূপ স্থানে গতি বিধির জন্য ইহাদের প্রকৃতি অবগত হয়েন; কারণ ইহাদের প্রকৃতি জ্ঞাত থাকিলে অনেক সময় ইহাদের সন্নিকটে অবস্থান করিয়াও পরিত্রাণ লাভ করা যায়। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কয় জন জীবতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন? বিশেষ অনুসন্ধান এবং গবেষণা ব্যতীত জীবতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিবার উপায়ান্তর দেখা যায় না। এই কারণে বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থাদি পাঠে আমরা প্রাণিজগতের কোন কোন জন্তুর যে

বিবরণ অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাই যথা-সাধ্য ক্রমান্বয়ে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা ব্যতিরেকে ধরাতলে সামান্য প্রাণিগণের অবস্থা অবগত হওয়া কাহা-রও পক্ষে সম্ভব নহে।

সারমেয় তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

Mastiff says-
"Which is he that killed the deer?"
Sir, It was I"

As you like it:
Shakespeare ---

মানবজাতির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে নিকৃষ্ট জন্তুগণ যে প্রধান সাহায্যকারী এবং অবলম্বন, তদ্বিষয়ে মতান্তর দেখা যায় না। সমস্ত ইতর জন্তু কি পরিমাণে মানবের হিত-সাধন বিষয়ে সহায় হইতে পারে, তদ্বিষয়ের আলোচনা না করিয়া পরম বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত কুকুর জাতির দ্বারা মানবের কত দূর হিত সাধিত হয়, তাহারই আলোচনা এবং কুকুর জাতির বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

কুকুর জাতি মাংসাশী; কিন্তু মানব কর্ত্তৃক পালিত হইলে ইহারা সকল প্রকার জীব অপেক্ষা অধিক বশ্য হইয়া থাকে। ইহারা

বিবিধ প্রকারে পালকের হিত সাধন করে। কুকুর অতিশয় বুদ্ধিমান, সতর্ক, বিশ্বস্ত এবং প্রভুভক্ত। ইহারা প্রতিপালকের সম্পদ ও বিপদ অনুসারে হর্ষ এবং বিষাদ প্রকাশ করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় জীবতত্ত্ববিৎ প্রাচীন বাৎস্যায়ন মুনি কুক্কুরের উৎকৃষ্টতম ৬টী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ষড়েতে বৈ শুনোগুণাঃ॥"

তিনি এই ছয় গুণের উল্লেখ করিয়া পুনশ্চ বলিয়াছেন যে, মনুষ্য কুক্কুরের নিকট ঐ ছয় গুণ শিখিবে।

পূর্ব্বকালের রাজারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কি অন্য কোন বিপৎপাত হইলে কুক্কুরের চেষ্টা দেখিয়া জয়পরাজয়াদি অনুমান করিতেন। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফল জানিতে হইলে গৃহপালিত দুইটী কুক্কুর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। রোগিপ্রশ্নের ভবিষ্যৎফল জানিতে হইলে একটী কুক্কুর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। আগন্তুক-

প্রশ্নের ও মানসিক প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার জন্য উদাসীন অর্থাৎ নিঃসম্পর্কীয় কুক্কুরের চেষ্টা লক্ষ্য করা হইত। বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর এই ব্যাপারটী অতি বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। এ গ্রন্থে সে বিস্তৃত প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই, এই নিমিত্ত তাহা হইতে দুই একটী শ্লোক মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যুদ্ধোদ্যতয়োরাজ্ঞোঃ শুনকাভ্যাং জয়পরাজয়প্রশ্নঃ।
কর্ত্তব্যে বিদ্বদ্ভিশ্চেষ্টা তত্রাপি কথ্যতে।"

"যুদ্ধার্থিনোর্নামযুগেন রাজ্ঞোঃ পৃথক্ পৃথক্ পক্ষযুগং প্রকাল্প্য।
মুক্তেঽত্তভো যো বলিমত্তিজিহ্বা মধ্যাত্তয়ো স্তস্য জয়োনৃপস্য॥"

ইত্যাদি ৫০।৬০ শ্লোক।

প্রভুর বিনা আদেশে কোন অন্যায় কার্য্য করিলে কুকুরে মৃদু শব্দ এবং লাঙ্গুল সঞ্চালনাদি দ্বারা প্রভুসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে; ইঙ্গিতমাত্রেই প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অসাধ্য হইলে প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বিষাদিত চিত্তে অন্য আদেশ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত দারুণ

ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। মন্দ অভিপ্রায়ে অতি সংগোপনে কেহ গৃহস্থের বাটী আগমন করিলে স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে কুকুরে তাহা অবগত হইয়া সাধ্য মতে অনিষ্ট নিবারণ জন্য চীৎকার করিতে থাকে। নিজে অক্ষম হইলে উচ্চ শব্দে প্রভুকে তদ্বিষয় বিজ্ঞাপিত করে। পালিত কুকুরের অবস্থানকালে প্রভুর সামান্য দ্রব্যাদিও কেহ অপহরণ করিতে সক্ষম হয় না।

কুকুরের প্রকৃত ব্যবহার কি, তাহা আমরা জানি না। নতুবা সারমেয়-বংশ জীর্ণশীর্ণ-কলেবর এবং ধ্বংসপ্রায় হইত না। কুকুর দ্বারা আমাদের ধন মান কি, প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইতে পারে। সভ্য দেশে কুকুর জাতির অসীম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহারা ঐ সমস্ত দেশবাসী লোকের অশেষ প্রকারে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। কুকুর আমাদের এক মাত্র অকৃত্রিম বন্ধু এবং প্রিয় অনুচর। বিপৎ কালে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিবার সকলেই পরিত্যাগ করিতে

পারেন, কিন্তু পরম অনুগত, ভক্ত কুকুরে স্বীয় প্রভুকে কদাচ পরিত্যাগ করে না। আহা! এমন প্রভুভক্ত জীব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা কি সাধারণ পরিতাপের বিষয় যে আমরা এ প্রকার হিতৈষী অনুগত ভৃত্যের প্রতি ক্ষণ-মাত্র প্রভুর যোগ্য ব্যবহার করি না? কুকুরের দ্বারা আমাদের সম্পত্তি রক্ষা হইয়া থাকে। এক মুষ্টি অন্নে প্রতিপালিত হইয়া ইহারা মাসিক ৬।৭ টাকা বেতনের এক জন প্রহরীর কার্য্য করে। সার ওয়াল্‌টার স্কট বলেন "জগৎ-পিতা মানবের কল্যাণ এবং আনন্দের জন্যই কুকুর জাতিকে উহাদের সহচর রূপে সৃজন করিয়া, ইহাদিগকে উদার প্রকৃতি এবং অকপটতা প্রদান করিয়াছেন। কুকুরে শত্রু মিত্র জ্ঞাত হইতে পারে। উপকার অপকার নিশ্চিত রূপে স্মরণ করিয়া রাখে। ইহারা মানবের ন্যায় বুদ্ধিমান কিন্তু ছল-গ্রাহী নহে। এক জন সৈনিক পুরুষকে অপরের জীবন নষ্ট করিতে অর্থ দ্বারা প্রলোভিত করা যাইতে পারে, কিম্বা এক জনের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য

দেওয়াইয়া কোন ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত করান যাইতে পারে, কিন্তু কোন প্রলোভন বা উপায় দ্বারা একটী কুকুরকে তাহার প্রভুর জীবন নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত করান যায় না। ইহারা মানবের এক মাত্র বন্ধু, তবে সময়ে সময়ে মানবের দোষেই কুকুর শত্রু হইয়া পড়ে।”

প্রহরী বরং কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি অসদাচরণ করিতে পারে। কিন্তু কুকুরে সাক্ষাতেই হউক, আর পরোক্ষেই হউক প্রতিপালকের সম্পত্তি-রক্ষা-পক্ষে সততঃ যত্নবান, এমন কি, আত্ম-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিতে ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ করে না। আহা! এই কুটিলতা-পরিপূর্ণ জগতে এমত বন্ধু কে আছে যে এইরূপ সাধু ব্যবহারে মানবের হিত সাধন করে?

কুকুর মানব জাতির অনুগত এবং পরম ভক্ত দাসের তুল্য। সে সর্ব্বদাই বিনীত ও বাধ্য ভাবে লাঙ্গুল সঞ্চালনাদি দ্বারা প্রতিপাল-কের চিত্ত আকর্ষণ করিতে যত্ন পায়। ইহা

তাহাদের স্বাভাবিক সংস্কার। ইহারা শৈশবাবস্থা হইতেই প্রভুকে তুষ্ট করিবার এই প্রধান উপায় সততই শিক্ষা করে। কুক্কুর-শাবকেরা যে সময় মাতৃস্তনপান করে, সেই সময় হইতে লাঙ্গুল সঞ্চালন করিয়া স্নেহের পরিচয় প্রদান করিতে অভ্যাস করে। প্রভু বিপদাপন্ন হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিলে, ইহারা প্রাণ দিয়াও তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতেই ইহাদের অনুরাগ প্রভুর প্রতি অপ্রতিহত থাকে।

এইরূপ বিবিধ প্রকার উপকারে যদি প্রভুর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা সঞ্চার না হয়, তবে তিনি পরমহিতৈষী অবৈতনিক কুক্কুর-দাসের কেন, কোন জীবেরই প্রীতি-পাত্র হইতে পারেন না। এই একটীমাত্র গুণের অভাবে তাঁহার অন্যান্য সকল গুণই সহজে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কৃতজ্ঞতার অভাব হইলে, মানবহৃদয়ে তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রীতিরও অভাব হয়। মানব-ভৃত্যকে যেরূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত

করা যায়, কুকুর-ভৃত,ও তদ্রূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। অধিকৃত, আশ্রিত, পার্ষদ এবং অনুগত। যেগুলি প্রতিপালকের নিকটে কোন বিশেষ কার্য্যে ভারার্পিত হইয়া তৎসাধনে নিয়োজিত হয়, তাহারা অধিকৃত। যাহারা স্বয়ং আসিয়া গৃহস্থের শরণাপন্ন হয়, তাহাদিগকে আশ্রিত ও পালিত দাস বলা যায়। যেগুলি নিয়ত প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করে, সে গুলি পার্ষদ। অপর যে সমস্ত কুকুর সকল সময়েই প্রভুর সেবায় অনুরক্ত, পালকের আদেশ সর্ব্বদাই পালন করিয়া থাকে, সেগুলি অনুগত।

অতি অল্প দিন ইহাদিগকে পালন করিলে ইহাদের প্রেম, স্নেহ এবং অনুরাগের পাত্র হওয়া যায়। কুকুরজাতির বশ্যতা, আনুগত্য হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, মানব জাতি সকলেই সমান, জগৎপিতা মানবমাত্রকেই সমান প্রাধান্যসম্পন্ন করিয়া সৃজন করিয়াছেন। কি ধনবান্, কি নির্ধন, কি গুণবান্ কি নির্গুণ, কি সম্ভ্রান্ত, কি মর্য্যাদাবিহীন, সকলেই সেই কৃপাময়ের সন্তান এবং মনুষ্যমাত্রেই তাঁহার

স্নেহের পাত্র। তাহা না হইলে নিকৃষ্ট প্রাণীর উপর সকল সম্প্রদায় মানবের তুল্য প্রভুত্ব কেন? ধনবানের কুকুর যেরূপ প্রভুর অনুগত, পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্রের পালিত সারমেয়ও স্বীয় প্রভুর প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত। সে নিজ জীবন বিসর্জ্জন ব্যতীত কদাচ দীন প্রভুর ছিন্ন বস্ত্রাদি অন্যকে গ্রহণ করিতে দেয় না। মনুষ্য যতই দুরবস্থাপন্ন হউক না কেন, যতই অসভ্য সমাজে আবদ্ধ হইয়া কাল যাপন করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই মানবের ঈশ্বর-প্রদত্ত নৈসর্গিক প্রাধান্যের বিলোপ ঘটে না। কুকু-রের প্রয়োজনীয়তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে যেন সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান মানব-বৃন্দের হিত এবং অবলম্বন জন্য একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর, সম্পদ ও বিপদের সহায় স্বরূপ সারমেয় জাতির সৃজন করিয়াছেন। একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রকার জন্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে গো-জাতির পরে কুকুর জাতিই মানবের একমাত্র বিশ্বস্ত এবং হিতজনক পশু।

বিখ্যাত পরিব্রাজক বরচেল সাহেব বলেন, আফ্রিকা দেশে পরিভ্রমণ কালে তাঁহার কতকগুলি কুকুর ছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহার খাদ্যাদি সংগ্রহ করিত, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ দস্যু, তস্কর এবং হিংস্র জন্তু-দিগের হস্ত হইতে তাঁহার জীবন রক্ষা করিত। তিনি বলেন যে, অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগুলি মানবকে দারুণ শত্রুরূপে ভয় করে, কিন্তু কুকুরে মনুষ্যকে পরম হিতকারী সুহৃৎ এবং সহচর ভাবিয়া মনুষ্যের অনুগমন করিয়া থাকে। মানব নিজ কার্য্যোদ্ধার জন্য কুকুরকে বিবিধ কৌশলে শিক্ষা প্রদান করেন, এবং অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা ইহাদিগকে মনোনীত করিয়া থাকেন, কারণ ইহারা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার বশতঃই আপনাআপনি মানবের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এরূপ না হইলে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব-জাতীয় লোকে অন্যান্য বহুতর আয়ত্তাধীন পশু সত্ত্বে ইহাদিগকে কদাচ সযতনে পালন করিতেন না। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের রুচিভেদে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন পশু

প্রিয় হইত ; দেশ, প্রদেশ কিম্বা মানবের অবস্থা ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন পশু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বা সম্প্রদায়স্থ লোকের প্রিয় অনুচর হইত। কিন্তু সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব ঋতুতে, সকল অবস্থায় কুকুরেরাই মনুষ্যের এক মাত্র গৃহপালিত প্রিয় অনুচর রূপে বিরাজিত। কুকুরে মানবের স্বভাব যেরূপ অবগত হইতে পারে অন্য কোন জন্তুতে তদ্রূপ সক্ষম নহে। অনেক সময় কুকুরে অনেক ব্যক্তিকে উপস্থিত বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে।

ঘোর তমসাবৃত অমানিশিতে, ভৃত্যাদি সকলেই শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হইয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন থাকে, কিন্তু কুকুর সতর্কাবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া প্রভুর সম্পত্তি রক্ষা করিয়া থাকে। ভয়াবহ পথবিহীন মরু ভূমিতে ভ্রমণ কালে অনেক সময় বরচেল সাহেব অনুচরগণের আচরণে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া সে বিপৎ সময়েও কুকুরগুলিকে অকৃত্রিম বন্ধু জ্ঞান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেন যে, তাঁহার অনুচরেরা

স্বার্থপরতার বশীভূত হওয়ায় কুকুরদিগের অপেক্ষা কত নীচ ও ঘৃণেয়।

কুকুরজাতি মানবের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে কাতর হয় না। কিন্তু আমরা কি তাহাদের সহিত প্রভুর ন্যায় প্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি? অনেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বোধ হয় বলিবেন যে, একটা ঘৃণেয়, অস্পৃশ্য জন্তুর বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা হইতেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে কুকুর-সংস্পর্শ সদাচারসম্মত ব্যবহার নহে *। এরূপ হিতজনক পশুর স্পর্শ পর্য্যন্ত নিষেধ বিধি থাকার অভিপ্রায় স্থির করা যায় না। অনুমান হয় যে প্রাচীন ঋষিগণ ভারতবর্ষস্থ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থান করিতেন; তদ্দেশীয় হিমালয় পর্ব্বতে যে সমস্ত কুকুর বাস করিত, তাহারা সাতিশয় উগ্র হিংস্রপ্রকৃতি এবং প্রকাণ্ডশরীর; সেই জন্য ইহা-

---

* অভোজ্য স্থূতিকা ষণ্ড মার্জ্জারাখুশ্চ কুক্কুরান্।
পতিতাপবিদ্ধ চণ্ডালমৃত হারাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ॥
সংস্পৃশ্য শুধ্যতে স্নানাদুদক্যাগ্রামশূকরৌ॥
ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সদাচারাধ্যায়ঃ॥

দিগকে স্পর্শ করিতেও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এসমস্ত উপকারী পশুকে ঘৃণা করা, কিম্বা ইহাদের প্রতি অযথা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি আবশ্যক বিষয় শিক্ষা করা সকলেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। বিজ্ঞান-আলোচনা ব্যতীত কোন দেশ সভ্যপদবীতে আরোহণ করিতে পারে না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশে প্রাণিবৃত্তান্তের সবিশেষ আলোচনা হইতেছে। কি উপায়ে নিকৃষ্ট জন্তুগুলিকে মানবের হিতসাধনে ব্রতী করা যাইতে পারে, তাহার নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবন করা হইতেছে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এই সকল অত্যাবশ্যকীয় পশুর প্রতি অনাদর ও ঘৃণা করিতেছি। ইহাতে এ সমস্ত পরম হিতৈষী পশুর বংশ ক্রমে ক্রমে অবসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতেছে। এখন হইতেও বিশেষ রূপে উন্নতি চেষ্টা না হইলে, কালসহকারে সারমেয়বংশ যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

বটুক ভৈরব স্তব পাঠে অবগত হওয়া যায় ভৈরব আপনার ধবল বর্ণের * সারমেয়গণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ-কালে প্রাণোপম কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে হারাইয়া পরে অশেষগুণশালিনী সহধর্ম্মিণী পাঞ্চালীর শবদেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও স্বর্গপথাভি-মুখে এক কুক্কুর সহ গমন করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের কৃত মহা-ভারতের অনুবাদ হইতে ইন্দ্র-যুধিষ্ঠিরের কথোপ-কথন উদ্ধৃত করা গেল ;—

যৎকালে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, মহারাজ! তুমি অচিরাৎ এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর, তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অমররাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহু দিন আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে

* দংষ্ট্রা করালবদনং নূপুরাঙ্গদভূষম্।
আত্মবর্ণ সমোপেত সারমেয়সমন্বিতং॥
ইতি বিশ্বসার তন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরব স্তবরাজ।

অনুমতি করুন। ইহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলে, আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! আজি তুমি অতুল সম্পত্তি, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইবে, অতএব অচিরাৎ এই কুকুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করা তোমার বিধেয়। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তোমার কিছুমাত্র নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইবে না। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, সুররাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্র লোকের উচিত নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তিলাভের নিমিত্ত আমাকে এই পরম ভক্ত কুক্কুরকে করিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সম্পদে প্রযোজন কি? ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কুক্কুরের সহিত একত্র অবস্থান করে, তাহার কদাপি স্বর্গবাস হয় না, ক্রোধবশ নামক দেবগণ তদীয় যজ্ঞদানাদির ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন; অতএব তুমি অচিরাৎ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ কর, ইহাতে তোমার কিছু মাত্র নৃশংস ব্যবহার হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! ভক্তজনকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যাতুল্য মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অতএব আজি আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কদাচ এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিব না। ভীত, ভক্ত, অনন্যগতি, ক্ষীণ ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করিয়া থাকি।

ইন্দ্র কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কুক্কুর যজ্ঞ, দান, হোমক্রিয়া দর্শন করিলে, ক্রোধবশ নামক দেবগণ ঐ সমুদায় কার্য্যের

ফল বিনষ্ট করিয়া থাকেন। কুক্কুর অতি অপবিত্র জন্তু, অতএব তুমি অবিলম্বে এই কুকুরকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে অনায়াসে পরম পবিত্র দেবলোক লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যখন তুমি প্রাণাধিকা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মবলে স্বর্গলাভের অধিকারী হইয়াছ, তখন তোমার এই কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিবার বাধা কি? তুমি যখন সর্ব্বত্যাগী হইয়াছ, তখন এরূপ বিমোহিত হইতেছ কেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সুররাজ! ইহলোকে কাহারও সহিত মৃত ব্যক্তিগণের সন্ধি বা বিগ্রহ করিবার সামর্থ্য নাই। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী কালকবলে নিপতিত হইলে আমি তাহাদের জীবনদান করিতে সমর্থ নহি বিবেচনা করিয়াই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি; উহারা জীবিত থাকিতে আমি উহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই। আমার বিবেচনায় ভক্তজনকে পরিত্যাগ করা, শরণাগত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও মিত্রদ্রোহ, এই চারিটী কার্য্যের ন্যায় মহাপাপজনক।"

রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে বর্ণিত আছে যে, ভরত-মাতামহ কেকয়রাজ ভরতকে অযোধ্যা আগমনের সময় দুইটী সদ্‌গুণসম্পন্ন শিক্ষিত ও বৃহদাকার কুক্কুর যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলিতে হইবে যে,

পূর্ব্বকালের ক্ষত্রিয়েরা কুক্কুরকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিতেন না।

আহা! কি হিতগর্ভ উপদেশ। মনোঽভিনিবেশ পূর্ব্বক এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বাল্যকাল হইতে দৃঢ়বদ্ধ অজ্ঞানতাসম্ভূত কুসংস্কারগুলি এক কালে সমূলে উন্মূলিত হয়। ইহা দ্বারা চিন্তাশক্তি প্রগাঢ় এবং নির্ম্মল হইয়া ঘোর তমসাচ্ছন্ন মনকে আলোকিত করিয়া তুলে এবং চিত্তের বিমল সুখ সম্পাদন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কুকুর জাতির বিবরণ।

কোন জন্তুর বিবরণ অবগত হইতে গেলে সাধারণতঃ তাহাদের নাম, আকৃতি, প্রকৃতি, গঠনতাৎপর্য্য প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সকল পরিজ্ঞাত হওয়া বিধেয়। কুক্কুরের নাম যথা।—কুকুর, কৌলেয়ক, সারমেয়, মৃগদংশক, শুনক, ভষক, শ্বা, কুক্কর, শুন, শুনি, শ্বান,

ভষণ, ভল্লুক, বক্রলাঙ্গুল, বৃকারি, রাত্রিজাগর, কালেয়ক, গ্রাম্যমৃগ, মৃগারি, শূর, শয়ালু, কুত্তা।

স্ত্রী কুকুরের নাম যথা।—

কুত্তী, সরমা, শ্বানী, সারমেয়ী, শুনী, ভষী।

এই পুস্তকে কুকুর শব্দে কুকুর এবং সরমা উভয়কেই বুঝাইবে। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কুকুর স্তন্যপায়ী মাংসাশী (Carnivora) জন্তু মধ্যে পরিগণিত। যে যে উপাদানে চতুষ্পদ জন্তুর দেহ গঠিত, ইহাদের শরীরও তদনুরূপ উপাদানে বিনির্ম্মিত। তৃণাহারিপশুদেহের অপেক্ষা ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কিয়দংশ প্রভেদ থাকায় ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ খেলা গেল।

চতুষ্পদ জন্তুর কঙ্কাল দর্শন করিলে তাহাদের দেহের পরস্পর সৌশাদৃশ্য বিশদরূপে প্রতীতি হয় এবং অস্থি সমূহের নির্ম্মাণ এবং যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন কৌশল দর্শন করিলে বিমোহিত হইতে হয়।

কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে স্তন্যপায়ী জন্তুর লাঙ্গুল মানবের এবং পুচ্ছহীন

জীবের কক্‌সিকস বা কৌকিল চঞ্চ্বাস্থির বৃদ্ধি মাত্র। কক্‌সিকস্ নামক অস্থিখানির আকৃতি কোকিল চঞ্চুর ন্যায় এই জন্য ইহাকে কৌকিল চঞ্চ্বাস্থি বলা যায়। চারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড দ্বারা ইহা বিনির্ম্মিত, এবং পৃষ্ঠ বংশের মধ্যে ইহা মৌল অংশ। প্রাণিজগতে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীবগুলিই উন্নতকায় এবং মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয়; এ সমস্ত জীবের কঙ্কাল দৃষ্টি করিলে জানা যায় যে এগুলি এরূপ ভাবে সংবদ্ধ যে ইহা দ্বারা অতি সহজ এবং সুগম উপায়ে অতি দুরূহ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

কুকুর জাতির পদাগ্রভাগ অঙ্গুলি বা নলা বিশিষ্ট। নখরগুলি তীক্ষ্ণাগ্র। কুকুরের পূর্ব্বপদদ্বয়ে পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি আছে, এবং পশ্চাৎ পদে চারিটীর অধিক নাই। কোন কোন কুকুরের চারি পদেই পাঁচটী করিয়া নখর দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস এই বিংশতিনখরবিশিষ্ট কুকুরের নলায় বিষ আছে। নখরগুলির সাহায্যে ইহারা অন্য

বস্তু ধৃত করিতে পারে, শত্রু আক্রমণ করে, খাদ্য দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকে, এবং মৃত্তিকা আঁচড়াইয়া থাকে। কিন্তু ইচ্ছা মতে নলাগুলি কুঞ্চিত বা বিস্ফারিত করিতে পারে না।

বেরণ কুভিয়ার মহোদয় বলেন, কুকুরের তিনটী পেষণ দন্ত উপরে এবং দুইটী টিউবার কিউলাস দন্ত প্রতি কেনাইন (Canine) দন্তের নিম্নে দৃষ্ট হয়।

উপর মাঢ়ীর প্রথম টিউবার কিউলাস দন্ত গুলি বড়। ঊর্দ্ধ কেনাইন দন্তে একটী ক্ষুদ্র-টিউবারকেল এবং নিম্ন কেনাইন দন্তেও একটী মাত্র টিউবারকেল দৃষ্ট হয়। ইহাদের কেনাইন দন্তগুলি সাতিশয় দৃঢ় তীক্ষ্ণ এবং পশ্চাৎ ভাগে ঈষৎ বক্র।

ককুরে পদান্ত দ্বারা গমনাগমন করে, এ জন্য ইহাদিগকে প্লেটীনগ্রেডা (Platingrada) বলা যায়। ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাঙ্গুলি সমূহকে (Dew claws) ডিউক্লাস্ বলা হয়। কুকুরের মস্তকের ক্রোণিয়াল কিম্বা করোটীতে ৮ খানি ক্ষুদ্র অস্থি দৃষ্ট হয়। পুগ্স্ (Pugs) এবং

বুলডগ নামক কুকুরের উভয় মাঢ়ী অত্যন্ত আঁটা ও চাপা, এ জন্য তাহাদের চর্ব্বণশক্তির আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। গ্রেহাউণ্ড জাতীয় কুকুরের মাঢ়ী আল্‌গা, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাদের চর্ব্বণশক্তি অল্প এরূপ বিবেচিত হয় না। কারণ তাহাদের প্রধান প্রধান পেষণ-দন্তগুলি দ্বারা চর্ব্বণকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। বুল-ডগ কিম্বা মাষ্টিফ জাতীয় কুকুরের পেষণদন্ত যে স্থানে সংবদ্ধ, গ্রেহাউণ্ডদিগের উক্ত প্রকার দন্ত সকলও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়।

কেনাইন দন্তের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বল-বান্ কুকুরের আঁটা মাঢ়ীতেই অধিক দেখা যায়।

ফ্রণ্টেল সাইনুসেস কিম্বা নাসাগহ্বর অত্যন্ত প্রশস্ত। যদিচ এ স্থানে অস্থি সকল কিঞ্চিৎ ধনুকাকৃতি, তথাপি নাসিকাস্থ মেম্ব্রেণবিস্তারের জন্য প্রশস্ত স্থান আছে, এই জন্যই ইহা-দের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

উন্মত্ত কুকুরের এই নাসাগহ্বর পূঁযে পরি-পূর্ণ হয়। অনেকে এই মেম্‌ব্রেণস্থ জমা

পূঁয হইতেই রোগ উৎপত্তি হয় এরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

THE SKELETON OF THE DOG.

ডাক্তার ইয়ট সাহেব কুকুরের কঙ্কালে নিম্নলিখিত অস্থিগুলি নির্ণয় করিয়াছেন।

মস্তকে।

1. The Intermaxillary bone.	১। ইণ্টারমেক্সিলারি অস্থি।
2. Nasal bone.	২। নাসাস্থি।
3. Maxilla Superior.	৩। ঊর্দ্ধ মাঢ়ীর অস্থি।
4. Lachrymal bone.	৪। নখাকৃতি অস্থি।
5. Zeygomatic bone.	৫।
6. Orbit.	৬। চক্ষু গহ্বর।
7. Frontal bone.	৭। ললাট অস্থি।
8. Parietal bone.	৮। পার্শ্ব কপালাস্থি।
9. 9. Occipital bone.	৯। ৯। পশ্চাৎকপালাস্থি
10. 10. 10. Temporal bone.	১০। ১০। ১০। শঙ্খাস্থি।
11. 11. 11. Jaw bone.	১১। ১১। ১১। মাঢ়ী অস্থি।

12. 12. Seven Inferior or maxillary molar teeth.	১২। ১২। সাতখানি নিম্নদেশস্থ পেষণ দন্ত।
13. 13. Six molar teeth of the Superior Jaw	১৩। ১৩। উপর মাঢ়ীর ছয়টী পেষণ দন্ত।
14. Canine teeth of the Superior and inferior Jaws.	১৪। উপর এবং নীচের মাঢ়ীর কেনাইন দন্ত।
15. Three incisor teeth of the Superior maxillary bone.	১৫। স্থপিরিয়র মেক্সিলারি অস্থির তিনটী ছেদন দন্ত।
16. The three inferior Ditto.	১৬। ইন্‌ফিরিয়র অস্থিতে তিনখানি।

THE TRUNK : মধ্যকায়া।

a. a. a. The ligamentum mechæ :—

1–7. The Seven Vertebræ of the neck.	১-৭। সাতখানি গ্রীবা কশেরুকা।
13. The thirteen dorsal Vertebræ:	১৩ খানা পৃষ্ঠবংশীয় কশেরুকা

7. The seven lumbar Vertebræ.	৭ খানি কটি-কশেরুকা।
21. Os Sacrum or Rump bone.	ত্রিকাস্থি।
22. 22. Twenty cawdal Vetebræ—Vertebræ of the tail :	২০ খানি কডাল কশেরুকা বা লাঙ্গুলাস্থি।
23. The left os innominatum	বাম আখ্যাশূন্য অস্থি
24. The Right ditto.	দক্ষিণ ঐ
The nine true ribs with their Cartilages.	৯ খানি যথার্থ পরশুকা।
The four false ribs with their Cartilages.	৪ খানি অযথার্থ পরশুকা।
o.o. The Sternum.	বক্ষ্যাস্থি।

THE LEFT ANTERIOR EXTREMITY.

1. The shoulder blade.	স্কন্ধ ব্লেড।
2. The arm bone.	বাহু অস্থি।

3. Radius. The lesser bone of the arm.

4. The Elbow. — কনুই সন্ধি।

7. Pisiform bone. — পাইসিফরম বোন।

10. The third metacarpal bone. — তৃতীয় করভ অস্থি।

11. Fourth metacarpal. — চতুর্থ ঐ

12. Os metacarpal digiti quinti.

13. 13. 13. 13. The first phalanges of the forefeet. — পূর্ব্ব পদের প্রথম অঙ্গুলির অস্থি ৪ খানি।

14. 14. 14. 14. The second ditto . — দ্বিতীয় ঐ

15. The third ditto. — তৃতীয় ঐ

16. The Sesamoid bone. — সেসাময়েড অস্থি

THE RIGHT ANTERIOR EXTREMITY.

1. Radius. — চক্র দণ্ডাস্থি।

2. Ulna. — প্রকোষ্ঠাস্থি।

3. The triangular bone. — ত্রিকোণাস্থি।

5. The semi lunar bone. অৰ্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি

6. The larger multangular bone. বৃহত্তর বহুকোণিক অস্থি।

7. The small multangular bone. ক্ষুদ্র বহুকোণিক অস্থি।

8. The Thumb. বৃদ্ধ অঙ্গুলি।

9. The four bones of the metacarpus. চারিখানি করভ অস্থি।

10. First phalange of the thumb. বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম অস্থি।

11. Third phalange of ditto. বৃদ্ধাঙ্গুলির তৃতীয়ঐ

12. Phalanges of the four toes. পদের চারি বৃদ্ধাঙ্গুলির অস্থি।

THE LEFT POSTERIOR EXTREMITY :

বাম অধঃশাখা

1. 1. Thigh bone. উরুদেশাস্থি।

2. The kneepan. মালাই চাকি।

3\. 3. The shank of the leg পদের অস্থি।

4\. 4. The small bone of ditto ক্ষুদ্র ঐ

5\. The heel. গোড়ালি।

6 One of the seven bones গুল্‌ফদেশস্থ ৭ of the tarsus. খানির ১ খানি অস্থি।

7\. The Naricular bone. নৌকাকৃতি অস্থি।

8\. Cubic bone. কিউবিক বোন।

অপর ৯ খানি অস্থির লাটিন নাম থাকায় লেখা হইল না।

THE RIGHT POSTERIOR EXTREMITY.

1\. The thigh-bone.

2\. The knee-pan.

3\. The shank of the leg.

4\. The heel bone.

5\. One of the seven bones of the tarsus.

7\. Naricular bone.

অপর বারখানি অস্থির লাটীন নাম, এজন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

কুকুর কঙ্কালে পৃষ্ঠবংশ (Spine) বস্তিদেশ (Pelvis) এবং বক্ষঃস্থল (Chest) দৃষ্ট হয়। স্পাইনেল কলমে ৩৯ খানি অস্থি আছে।

সারভিকেল (গলদেশাস্থি)	৭ খানি
ডরসেল (পৃষ্ঠাস্থি)	১৩ ,,
সেক্রাল বার্টিব্রী ত্রিকাস্থি ও কশেরুকা	৫ ,,
কক্কিক্স বা লাঙ্গুলাস্থি	১৪ ,,
	৩৯

লুম্বার বার্টীব্রীয বা কটী কশেরুকার ছয় খানি অস্থি দৃষ্ট হয়।

কুকুরের ১৩ তেরো যোড়া রিবস বা পঞ্জরাস্থি আছে।

ইহাদিগের ওষ্ঠদ্বয়ে দুইটা মাংসবিশিষ্ট ভাঁজ আছে। উহা দ্বারা মুখগহ্বরের ছিদ্র আবৃত থাকে। ওষ্ঠদ্বয়ের বাহিরের দিকে ত্বক এবং ভিতরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (মিউকস মেম্ব্রেণ) আছে। অতি-শ্রান্ত বা জ্বরাক্রান্ত হইলে ইহাদের উক্ত মেমব্রেণ

গুলি আরক্তবর্ণ হয়। নিম্ন ওষ্ঠ উপরের ওষ্ঠের দ্বারা আবৃত।

মুখমণ্ডলের সম্মুখে ওষ্ঠদ্বয়, পার্শ্বে গণ্ডদেশ এবং অধোর্দ্ধ মাঢ়ীর এলিভিওলার প্রোশেস, নিম্ন প্রদেশে মিউকস মেম্ব্রেণ বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং তাহার নিম্নে কোমল তালু বা ফসিস।

মস্তক ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। ইহা জাহাজের মাস্তুলের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট।

চক্ষু।

মানবচক্ষুর ন্যায় ইহাদের চক্ষু গোলাকার। চক্ষুর অগ্রাংশে একটী ক্ষুদ্র এবং উন্নত মণ্ডলাকার খণ্ড স্থাপিত। বৃহৎ স্ক্রিয়ার বা মণ্ডলাকার খণ্ড দ্বারা অক্ষিগোলকের প্রায় পঞ্চ ষষ্ঠ ভাগ বিনির্ম্মিত। টিউনিক বা পর্দ্দাদ্বারা আইবল বা অক্ষিগোলক রক্ষিত, ক্ষুদ্র মণ্ডল দ্বারা চক্ষের অবশিষ্টাংশ নির্ম্মিত, ইহা স্বচ্ছ। ইহাকে কর্ণিয়া বলা যায়।

চক্ষু পাঁচটী স্তরবিশিষ্ট। কর্ণিয়া প্রপার নামক একটী মধ্যবর্ত্তী পুরু ফাইব্রসবিধান।

কঞ্জংটাইভা দ্বারা আবৃত এণ্টিরিয়ার ইলেষ্টিক ল্যামিনা স্তর কর্ণিয়ার সম্মুখে স্থাপিত। পরে আইবল এণ্টিরিয়ার চেম্বরের লাইনিং মেম্ব্রেণ দ্বারা আবৃত পোষ্টিরিয়ার ইলেষ্টিক ল্যামিনা দৃষ্ট হয়।

আইরিসের বর্ণ কুকুরের জাতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা পাতলা, চক্রাকার, সঙ্কুচিত হয় এবং আলোক প্রবেশ জন্য ইহার মধ্য ভাগে নেজেলের দিকে একটী চক্রাকার ছিদ্র আছে। ইহা পরিধির দ্বারা কোরয়েডের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন।

রেটিনার বাহ্য প্রদেশ কোরয়েডের পিগ্‌মেণ্টরি লেয়ার সহিত ভিট্রিস বডি সংযুক্ত এবং পশ্চাৎ ভাগে উহা অপটিক নর্ভ সহিত যুক্ত। ...লতা ক্রমশঃ অগ্রভাগে হ্রাস হইতে দৃষ্ট হয়।

আইলিড বা অক্ষিপুট দুইখানি পাতলা, চলনশীল ভাঁজ, ইহা চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত। আইলিড মুদ্রিত থাকিলে চক্ষু অনিষ্ট হইতে রক্ষিত হয়। ঊর্দ্ধ অক্ষিপুট অধঃ অপেক্ষা বৃহৎ এবং অধিক চলনশীল। ইহারা নিদ্রিত হইলে

ইহাদের ভ্রূ এবং ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া থাকে।

কর্ণ।

কুকুরের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বহির্যন্ত্র মানবকর্ণ সদৃশ। একষ্টারনেল ইয়ার অরিকল এবং মিয়েটস দ্বারা নির্ম্মিত। অরিকল দ্বারা বায়ুর স্পন্দন সঞ্চয় হইয়া শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মিয়েটস দ্বারা সেই স্পন্দন কর্ণস্থ পটহে চালিত হয়। অরিকল কার্টিলেজ নমনশীল, এবং স্থিতিস্থাপক।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের অন্তর্যন্ত্র অডিটরি নর্ভ-বিশিষ্ট। ভেষ্টিবিউল, সেমিলিউনর পথ এবং ককলিয়া দ্বারা নির্ম্মিত। এখানে শ্রেণীবদ্ধ গহ্বর দৃষ্ট হয়। ককলিয়া শম্বুকাকৃতি। ইহা ভেষ্টিবিউলের সম্মুখে স্থাপিত। ইহার বেইস। ইণ্টারনেল অডিটরি মিয়েটসের তলদেশের অভ্যন্তরস্থিত ডিপ্রেশনের সদৃশ এবং অডিটরি ধমনীস্থ ককলিয়ার ব্রেঞ্চে গমন জন্য কতকগুলি ছিদ্র সমন্বিত। ইহাদের শ্রবণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ।

নাসিকা।

কুকুরের ঘ্রাণশক্তি সাতিশয় তীক্ষ্ণ। নাসিকার ক্ষুদ্র শিরা সকল বিশিষ্ট গুণযুক্ত। নাসিকাস্থ স্নায়ুগুলি ফুস্‌ফুস্‌দিগকে দূষিত বায়ু গ্রহণ প… নিবারণ করে।

কুকুরের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উন্নত অংশ ঈষৎ বক্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। ইহার মূল করোটির সহিত সাক্ষাৎ রূপে সংযুক্ত। নাসিকাস্থ অস্থি এবং কার্টিলেইজদিগের ঠাট দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিনির্ম্মিত, বাহিরে ত্বক্ দ্বারা এবং ভিতরে মিউকস মেম্‌ব্রেণ দ্বারা আবৃত, এবং ভেসেল্‌স্ বা ক্ষুদ্র শিরা দ্বারা পরিপুষ্ট।

কুকুরে তীব্র ঘ্রাণশক্তি দ্বারা পলায়িত পশুর অনুসরণ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় শিকারে কৃতকার্য্য হয়। ব্লাড হাউণ্ড জাতীয় কুকুর এক ঘণ্টা পরে স্বীয় প্রভুকে অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারে। হেরিয়ার জাতীয় কুকুরেরা তুষারাবৃত খরগোসকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়া থাকে।

রসনা।

কুকুরে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা জল পান করিয়া থাকে। ইহারা শ্রান্ত হইলে, শরীরের বাষ্প জিহ্বা হইতে বহির্গত হয়। তৎকালে জিহ্বা হইতে অনবরত বিন্দু ২ লালা নিঃসরণ হইতে থাকে। কুকুরে আহার্য্য দ্রব্যের তিক্ততা উষ্ণতা প্রভৃতি রসাস্বাদন যন্ত্র প্রভাবে বিচার করিয়া আহার করে। মুখমণ্ডলের চর্ম্মগুলি রক্তপরিপূর্ণ এবং স্নায়ুবিশিষ্ট। মুখ সর্ব্বদা আর্দ্র এবং লালা বিশিষ্ট থাকে।

কুকুরে গাত্রলেহনাদি দ্বারা স্নেহের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সে সর্ব্বদাই প্রভুর হস্তপদাদি, এমন কি, মুখপর্য্যন্তও লেহন করিতে ভাল বাসে। গাত্রলেহন করিয়া স্বীয় শাবকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করে।

(চতুষ্পদ পশুর গলকোষ এবং রক্তের বিষয় গোতত্ত্বে লেখা গিয়াছে, এজন্য এ স্থানে লেখা হইল না।)

কুকুরের মাংসপেশী রক্তে পরিপূর্ণ এবং অতিশয় দৃঢ় এ জন্য ইহাদের দেহ অত্যন্ত সবল

এবং শক্ত। কুকুরে বিবিধ প্রকারে শয়ন করিয়া থাকে। পশ্চাৎ পাদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া উপবেশন করে। কখন কখন শুদ্ধ পশ্চাৎ পদের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হয়।

কুকুরের আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ এবং গাত্র-লোম শীত আতপের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত দেশ বিশেষে নানা প্রকার হইয়া থাকে।

কুভিয়ার সাহেব বলেন কুকুরে মুদ্রিত চক্ষে জন্ম গ্রহণ করে। ১০।১২ দিবস পরে ইহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। চারি মাসে দন্ত পরিবর্ত্তন হইতে আরব্ধ হয়। দুই বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কুক্কুরী ৬৩ দিবস গর্ভ ধারণ করিয়া ছয় হইতে দ্বাদশটী পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করে।

পঞ্চ বৎসর বয়ক্রম হইলে কুকুরের বল হানি হয় এবং বিংশতি বৎসরের অধিক ইহারা জীবিত থাকে না।

কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে কুকুর নেকড়ে বাঘ জাতীয়। আবার কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে শৃগাল জাতীয় বলিয়া

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই উভয় সিদ্ধান্তই অস্বীকার করেন। কারণ তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে কুকুরে কোন জলশূন্য দ্বীপে বাস জনিত বন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও নেকড়ে ব্যাঘ্র কিম্বা শৃগালের সদৃশ হয় না।

অরণ্যবাসী, এবং নিউহলাণ্ড দেশীয় বন্য লোকের কুকুরগুলির কর্ণ ঊর্দ্ধ; ইহা হইতে এরূপ বিশ্বাস হয় যে ইউরোপীয় কৃষক-কুকুর এবং জল-কুকুরগুলি আদিম জাতীয় কুকুরের বংশ। এই উভয় শ্রেণীর কুকুর কালক্রমে উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার বুলডগ-গুলির দন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দন্তমাঢ়ী অতিশয় দৃঢ়। ক্ষুদ্রকায় গৃহকুকুর, স্পানিয়াল এবং টয়-ডগগুলি (ক্রীড়নক-কুকুর) কাল সহ-কারে অবনত দশা গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

কুক্কুরতত্ত্ববিৎ ব্লেন সাহেব বলেন কুকুর পঞ্চম বর্ষে যৌবন দশা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন কুকুর ৭।৮ বৎসরে এবং কোন কোন কুকুর ১০।১১ বৎসর বয়ঃক্রমে বলহীন হইয়া থাকে। তিনি ২৪

বৎসর বয়ঃক্রমের একটী ফ্রেঞ্চ কুকুর দেখিয়াছিলেন, আবার একটী স্পানিয়াল কুকুর এবং তাহার সন্তানকে বিংশতি এবং এক বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। এই দুইটী কুকুরই মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বেও শিকারে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইত।

ব্লেন মহোদয় অনেক কুকুরের দ্বাদশটীর অধিক সন্তান হইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি এক সময় একটী মৃত শিকারী কুকুরের (Setter) গর্ভ হইতে ১৬টী শাবক বাহির করিয়াছিলেন।

কুকুরতত্ত্ববিৎ ষ্টোনহেঞ্জ বলেন, কুকুরের চর্ম্ম হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। তিনি স্বয়ং একটী পরিষ্কার-চর্ম্ম-বিশিষ্ট কুকুরের গাত্র হইতে গ্রীষ্মকালে কোন এক দিনে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদের জিহ্বা দিয়া অধিকাংশ ঘর্ম্ম লালারূপে নিঃসরণ হইলেও গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বহির্গত হইয়া থাকে। তাঁহার মতে এরূপ ঘর্ম্ম নির্গমণ বন্ধ করা অতিশয় গর্হিত।

প্রথম অধ্যায়।

কুকুর আদিম জাতি কি না?

কুক্কুর পশুসঙ্কর জাতি কি মূল জাতি তাহা পুরাতন আর্য্যেরাও এক সময়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে বিবিধ পশুবংশের বিবরণ আছে। তন্মধ্যে বহ্নিপুরাণের একটী বচন দেখিলে তদীয়মতে কুক্কুর জাতি বর্ণসঙ্কর নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। যথা—

"গোলাঙ্গুলঃকুক্কুরশ্চ চৈত্যাপত্যাস্তথৈবচ।
অপত্যাঃ সরমায়াশ্চ গণোবৈ ভ্রমরাদয়ঃ॥"

গোলাঙ্গুল—কৃষ্ণবানর। ইহারা প্রায় কুক্কুরাকৃতি। সরমা দেবশুনী, দেবতাদের কুক্কুরী, কুক্কুর জাতির আদিমাতা। ইনি কশ্যপপত্নী বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ। বহ্নিপুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে লিখিত আছে যে, কশ্যপ হইতে বিবিধ পশু পক্ষীর জন্মলাভ হইয়াছিল।

মহাভারতে পুঞ্চ বংশের বিবরণ আছে। তাহাতে কশ্যপ হইতে নানা পশুর জন্ম কথা

লিখিত আছে কিন্তু কুক্কুর জাতির উৎপত্তি কথা নাই। সে পক্ষে উহাকে মূলজাতি না বলাই উচিত হয়। ফল কুক্কুর জাতির মৌলিকত্ব থাকুক বা না থাকুক, উহারা যে প্রাচীনজাতি, তৎপক্ষে সংশয় নাই। এবং প্রাচীনকালের কুক্কুর আধুনিক কুক্কুরের অবিকল অনুরূপ না হইলেও হইতে পারে।

কুকুর জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রাণি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মধ্যে বিস্তর মতভেদ পরি-দৃষ্ট হয়।

যে সকল পণ্ডিত কুকুরকে আদিম জাতি মধ্যে পরিগণিত না করেন, তাঁহারা কিন্তু একাল পর্য্যন্ত, কোন্ কোন্ পশুর সংসর্গে এই সঙ্কর জাতির উৎপতি, তদ্বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। যে সমস্ত পণ্ডিত ইহাদিগকে আদিম জাতি বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারা আবার ইহাদের আদিম কালীন অবয়ব নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতবর মোক্ষ মূলর ভট্ট মহাশয় স্বপ্রণীত "ভারতবর্ষ আমা-

দিগকে কি শিক্ষা দেয়" নামক প্রবন্ধে বলেন যে পম্পির ধ্বংসাবশেষে অশ্ব, কুকুর এবং অজ অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। পঞ্চ তন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বিড়াল এবং কুকুরে স্বাভাবিক শাত্রবতা ছিল।

যথা (সারমেয় মার্জ্জারানাম্)।

পাতঞ্জল পাঠে কুকুর এবং বরাহের শত্রুতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। বারাণসীতে কাল ভৈরব কুকুর বাহনোপরি সংস্থাপিত। প্রবাদ এই যে কুকুর তাঁহার বাহন।

বফন মহাশয় কুকুরকে আদিম জাতীয় পশু মধ্যে পরিগণিত করেন, কিন্তু আধুনিক পণ্ডি-তেরা তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্লুমেনবেক্, কুভিয়ার প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে কুকুর একটী স্বতন্ত্র জাতি।

আদিপর্ব্বীয় পৌষ্ঞ পর্ব্বের প্রারম্ভে সরমা ও তৎপুত্র সারমেয়ের একটী ইতিহাস আছে।

যাহা অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবী মণ্ডলে নাই, তাদৃশ ঋগ্বেদেও কুক্কুরের উল্লেখ ও বর্ণন আছে।

প্রাণিবেত্তা ব্লেনের মতে কুকুর জাতি সৃষ্টি কালে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে সৃষ্ট হয়। তিনি বলেন যে যদিচ এই শ্রেণীস্থ অন্যান্য জাতীয় পশুর সহিত কুকুরের স্বভাবের অনেক সাদৃশ্য দেখা গিয়া থাকে, তথাচ ইহার সঙ্গে, লাঙ্গুল-বহন-প্রণালী, বাহ্য আকৃতি, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাদিগকে সঙ্কর জাতি বলা যাইতে পারে না, বরং ইহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কুকুর সর্ব্ব দেশে, সর্ব্বপ্রকার শীত আতপে অবস্থান করিতে পারে। দেশ বিশেষের জল বায়ুর সন্তাপানুসারে ইহাদের বর্ণ ও আকৃতির ইতর বিশেষ হইয়া গিয়াছে। উষ্ণ দেশীয় কুকুরের গাত্রে লোম পাতলা এবং শীতপ্রধান দেশস্থ কুকুরের গাত্রে উহা দীর্ঘ এবং ঘন। মানবের পালনের গুণেও ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিস্তর বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে মানবের অযত্ন এবং অবজ্ঞা প্রযুক্ত

ইহাদিগকে কৃশতনু, ভীরুস্বভাব এবং অধঃপাতিত হইতে দেখা যায়।

কুকুরের আদি জাতিত্ব সম্যক্ প্রকারে প্রমাণিত না হইলেও ইহারা আদিম কাল হইতেই মানবের হিত-সাধনে রত আছে তাহার বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবের বন্য অবস্থাতেই কুকুর তাহাদের প্রিয় সহচর। ইহারা স্বাভাবিক সংস্কার গুণে আপনা আপনিই প্রভুর সম্পত্তি অবগত হইয়া জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত তৎসমস্ত রক্ষণাবেক্ষণে ধৃতব্রত হয়। এই সাধু ব্যবহারে ইহারা কাহারও ভয়ে কিম্বা পারিতোষিক-প্রলোভনে নিয়োজিত হয় না। অকৃত্রিম স্বাভাবিক প্রভু-ভক্তিপরায়ণ বলিয়া এরূপ ব্যবহার করে।

কুকুরের দ্রুতগতি, বল, সহিষ্ণুতা, তীব্রঘ্রাণ-শক্তি প্রভৃতি গুণগুলি যেন মানবের সাহায্য জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। জনশূন্য স্থানে উপনিবেশ স্থাপন কালে মানব হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কুকুর জাতির নিকট বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ইহারা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই মানবের এক মাত্র প্রিয় অনুচর।

জেমস্ উইলসন নামক বিখ্যাত প্রাণিবিদ্যা-বিৎ পণ্ডিত বলেন ইহারা আদিম কিম্বা মিশ্র জাতি তদ্বিষয় এক্ষণে অবধারণ করা সুকঠিন। তবে অধুনাতন প্রাণিবিৎ পণ্ডিতগণের বিস্তর চিন্তা, গবেষণা এবং পরীক্ষা দ্বারা একরূপ সাব্যস্থ হইয়াছে যে ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি মিশ্রজাতীয় পশুর সমতুল্য।

দেশ, ঋতু ও কাল ভেদে কুকুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পুরা কালে বন্যাবস্থায় এ জাতীয় পশুরা কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিল, তদ্বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধুনা পালিত কুকুরের সন্তান সন্ততি গুলি একরূপ মানবের সৃষ্ট পদার্থ। ইহারাও মানব সাহায্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কুকুরের আকৃতি প্রকৃতি এবং বর্ণগত বিভেদ যেরূপ দৃষ্ট হয়, অন্যান্য জন্তুর সেরূপ দেখা যায় না। তিব্বত

দেশীয় মলোসিয়ান (Molossian Dog) কুকুর এবং টেরিয়ারের (Terrier) অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিস্তর বিসদৃশ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতস্থ প্রকাণ্ডদেহ মাস্‌টীফের (Mastiff) আকৃতি অন্যান্য অনেক কুকুরের অপেক্ষা বৃহৎ।

কুকুর জাতির আদিমাবস্থা ত নানা কারণে লোপাপত্তি হইয়াছে। ইহাদের অন্তর্যন্ত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ব্যতীত ইহাদের পরস্পর পৃথক পৃথক বর্ণের মধ্যে এক জাতীয়তা অবধারণ করা দুরূহ ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সন্তাপে মানব কর্ত্তৃক লালন পালন জনিত এবং বিভিন্ন বর্ণের কুকুরের মধ্যে পরস্পরের সংসর্গ জনিত ইহাদের মূল আকৃতি প্রকৃতি মধ্যেও বিস্তর প্রভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের জাতীয় মৌলিকত্ব নিরূপণ পক্ষে বিস্তর বিসম্বাদের হেতু উপস্থিত হয়।

মিঃ গ্রিফিথ্ মহোদয় বলেন যে ফরাসি দেশীয় প্রাণিবেত্তাদিগের মত এই যে "কৃষক-

কুকুরের” (Shepherd's Dog) ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মণী প্রভৃতি শীতোষ্ণ দেশে সুসভ্য সমাজে বাস নিবন্ধন কাল সহকারে বংশানুক্রমে ইহা-দের সন্তান সন্ততিগুলির বন্য প্রকৃতি; ঊর্দ্ধকর্ণ; দীর্ঘ ঘনীভূত এবং কর্কশ লোম গুলি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দেশের জল বায়ু এবং সন্তাপানুসারে এবং খাদ্যাদির গুণেও এ সমস্ত কুকুর কালে ফ্রেঞ্চ মাটিন (French Chatin) ইংলিশ্ মাস্টিফ (English Mastiff) কিম্বা হাউণ্ড Hound জাতিতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। আবার হাউণ্ড বর্গীয় কুকুরকে * স্পেন কিম্বা বারবারী দেশে রপ্তানি করিলে তদ্দেশীয় চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় ইহাদের গাত্রলোম দীর্ঘ এবং কোমল হইয়া পড়ে এবং কালে এই জাতীয় কুকুরই স্থল কি জল স্প্যানিয়াল (Spaniel) বর্গে পরি-ণত হইয়া থাকে।

---

* হাউণ্ড বর্গীয় কুকুর; যথা ;—
Stag-hound, fox-hound or Beagle.

গ্রে মাটীন হাউণ্ড (Grey Matin hound) বর্ণীয় কুকুর উত্তর প্রদেশে রপ্তানি হইলে, তাহারাই কাল সহকারে প্রকাণ্ডদেহ ডানীশ কুকুরের (Danish dog) আকৃতি প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বর্ণীয় কুকুর আবার দক্ষিণ প্রদেশে প্রেরিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গ্রে হাউণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে।

অধুনা যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কিম্বা শ্রেণীর কুকুর দৃষ্ট হয়, পুরা কালে এতদপেক্ষা অল্প সংখ্যক বর্ণীয় কুকুর ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

এরিয়াণ গ্রন্থে সাইনিজেটিকাস্ (Cynigeticus) অনুবাদে প্রাচীনকালীন কুকুরের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থানে তাহার কিয়দংশ সঙ্কলিত করা গেল। প্রাচীন প্রাণিবেত্তা পণ্ডিত গণ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে এক এক দেশীয় চতুষ্পদ পশুর গুণ এবং স্বভাব তত্তদ্দেশস্থ অধিবাসীর স্বভাবানুযায়ী হইয়া থাকে। ষ্ট্রাবো বলেন আইবিরিয়াণ (Iberian) এবং আলবেনীয়ানেরা (Albanian) এবং তাহাদের কুকুর অত্যন্ত

শিকারপ্রিয় ছিল। আলবেনীয়া দেশস্থ কুকুর প্রায় প্রাচীন ইংলিশ গ্রে হাউণ্ডের ন্যায় প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিল। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বকালীন বিলাতি গ্রে হাউণ্ডগুলির আকৃতিগত প্রভেদ ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাক্তার কইয়াস্ নামক এক জন প্রসিদ্ধ প্রাণিবেত্তা কুকুর জাতিকে ষোড়শটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করেন। এস্থলে তাহার বিশেষ বর্ণনা না করিয়া ঊন-বিংশ শতাব্দীতে প্রাণিবেত্তা কুভিয়ার মহোদয়ের কৃত শ্রেণী বিভাগই বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাওয়া গেল।

কুভিয়ার সাহেব কুকুর জাতিকে তিনটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মাটীন (Matin) স্পানিয়াল (Spaniel) এবং ডগস্ (Dogues)।

প্রথম ভাগ।

মাটীন।

এই শ্রেণীর কুকুরের মস্তক দীর্ঘ। মুখাবরণ-চর্ম্ম নিম্নদিকে লম্বিত। নিম্ন মাঢ়ীর দন্ত পংক্তি মোলার বা পেষণদন্ত-পংক্তির সহিত সমভাবে স্থাপিত।

১। ডিঙ্গ কিম্বা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরেরা অত্যন্ত হিংস্র; ইহারা গর্দ্দভ পর্য্যন্ত শিকার করিয়া থাকে। ইহারা এক কালে শিকারের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বেই তাহাকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুমাত্রা-দেশীয় কুকুরের আকৃতি প্রকৃতি এই শ্রেণীর কুকুরের ন্যায়।

২। ঢোল, ইষ্টইণ্ডিস দেশীয় বন্য কুকুর গুলি এই শ্রেণীস্থ। দক্ষিণ আমেরিকায় এরূ কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীস দেশীয় হিরোডোটাস্, এরিষ্টটেল, জেনোফন, ডিও-ডোরাস, সিকিলাস্, ষ্ট্রাবো, প্লুটার্ক, পোলাস্ক, ঈলিয়ান, ফিলী প্রভৃতি পণ্ডিতগণে "ইণ্ডিয়ান কুকুরের" বিবরণ লিখিয়াছেন। ইতালি দেশায়

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লিনী, সেলিসাস্ এবং কুইনটাস কারটুইস প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থাদিতে এ সমস্ত কুক্কুরের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই জাতীয় কুকুরের আকৃতি, বল, দ্রুত-গতি এবং সাহসের বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া জেনোফান ইহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বন্য শূকর এবং মৃগ শিকার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ঈলিয়ান বলেন যে ইহাদের এ সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে তীব্র দৃষ্টি এবং ঘ্রাণশক্তি ছিল। প্লুটার্ক বলেন যে পশুরাজ সিংহ জাতির সহিত এই নির্ভীক কুকুরে যুদ্ধ করিত।

৩। এলবেনিয়া দেশীয় কুকুর। পুরাকালে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষের আকৃতি ম্যাস্টিফের ন্যায় ছিল। অধুনা ইহারা মিশ্র জাতিতে পরিণত হওয়ায় ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ ক্ষীণদেহ এবং ক্ষুদ্রাবয়ব হইয়াছে।

৪। মোলোসিয়ান কুকুর।

ইহারা অত্যন্ত বলবান এবং বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে ভাল বাসিত।

প্লীনি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহাবীর "আলেকজান্দার দি গ্রেট যৎকালে ভারতবর্ষাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন তৎকালে আলবেনিয়া দেশের অধিপতি তাঁহাকে একটী প্রকাণ্ডকায় কুকুর উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার আকৃতি দেখিয়া বীরবর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কুকুরের বল পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রথমে একটী ভল্লুককে তাহার সম্মুখে আনিবার আদেশ করিলেন। ভল্লুক দৃষ্টে কুকুর স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহা দেখিয়া একটী বন্য শূকর উপস্থিত করা হইল, তাহাতেও মহাবল কুকুর বিচলিত হইল না। তখন একটী মৃগকে তাহার সমক্ষে ত্যাগ করা হইল, কিন্তু পরিত্যক্ত মৃগ দলনেও কুকুর স্বীয় বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইল না।

একটা প্রকাণ্ডকায় মাংসাশী জন্তুর এতঅধিক আলস্য এবং উদ্যমশূন্যতা দর্শনে মহাতেজস্বী আলেকজান্দার ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহাকে বধ করিতে আদেশ করিলে, কুকুরের প্রাণ বিসর্জ্জন হইল।

কয়েক দিবস পরে আলবেনিয়া দেশের অধিপতি ঐ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পুনরায় আর একটী এই জাতীয় কুকুর প্রেরণ করিলেন, এবং দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে এই প্রকার মহাবল প্রকাণ্ডদেহ কুকুরকে সামান্য ভল্লুক, মৃগাদি জন্তুর সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতে না দিয়া, তাহাকে সিংহ কিম্বা হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করা বিধেয়। আর রাজার এই জাতীয় কুকুর দুইটী মাত্র ছিল, তাহার একটী বিনষ্ট হইয়াছে অপরটীকে বধ করিলে এ জাতীয় কুকুর আর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। মহাবীর আলেকজান্দার দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বেই একটা মহাবল সিংহ আনয়ন জন্য আদেশ করিলেন। সিংহ উপস্থিত হইলে কুকুর গাত্রাস্ফালন করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল এবং অতি অল্প সময় যুদ্ধ করিয়াই সিংহকে বধ করিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ এবং মহাবীর নিজে বিমোহিত হইলেন।

তার পর আলেক্‌জান্দার একটী হস্তী আনিবার জন্য অনুমতি করিলেন। হস্তী সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্রেই কুকুর সাতিশয় উল্লাসিত হইয়া ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক গাত্র লোম সমূহ ঊর্দ্ধ করিয়া যুদ্ধ জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল। পরে হস্তী সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ সতর্কতা এবং কৌশল সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ যুদ্ধ করিয়া হস্তীকে পরাজিত করিয়া ভূপাতিত করিল। হস্তী ধরাতলে নিপতিত হইলে ভূমি কম্পিত হইল। দর্শকবৃন্দ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

কি ভয়ানক কুকুর! ইহাদের এতাদৃশ বিক্রম যে মহাবলপরাক্রম পশুরাজ সিংহ এবং অতুল বলশালী প্রকাণ্ডদেহ হস্তী পর্য্যন্ত ইহাদের নিকট পরাভূত হইল। অনেকে ইহাদিগকে মোলোসাস্ টীবেটেনাস্ (Molossus Thibatanus) জাতীয় কুকুর বলেন। ভারতবর্ষে এই জীবের আদিবাস, কিন্তু আমরা ভারতবাসী হইয়াও ইহাদের পরিচয় পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানবেত্তা পণ্ডিতের নিকট পরিজ্ঞাত হই-লাম।

ইপিরাস দেশে মোলোসিয়ান জিলায় এই কুকুর পাওয়া যাইত এই জন্যই ইহারা মোলো-সিয়ান কুকুর নামে পরিচিত।

আরিষ্টটেল ইহাদের দুই জাতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একজাতীয় কুকুর সদা সর্ব্বদা শিকার কালে সাহায্য করিত। অপর জাতীয় কুকুরেরা মানবের ধন সম্পত্তি এবং পালিত পশুগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিত। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ইতিহাসা-দিতে এই অসমসাহসী, মহাবল পরাক্রান্ত কুকুরের বিস্তর বিবরণ পাঠ করা যায়। ঈলি-য়ান, ভার্জিল এবং সেনেকা প্রভৃতি গ্রন্থ-কার ইহাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয় স্বস্ব রচিত গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন।

ডাক্তার ওয়ালিক বলেন এই জাতীয় কুকুর ভারতবর্ষস্থ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত প্রদেশ সমূহে অবস্থান করিয়া থাকে। তিব্বত অঞ্চলে এরূপ কুকুর অনেক দেখিতে

পাওয়া যায়। মিং মুর ক্রাফ্‌ট ব্রহ্মার মানস-সরোবর তীর্থ পর্য্যটন কালে এই জাতীয় কুকুর দেখেন। তাহারা উনিয়াস্‌ জাতীয় লোকের মেষ প্রভৃতি পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং অপরিচিত লোক পালের নিকটস্থ হইলেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। আমরা ভারতে বাস করিয়াও এই সকল শ্রেষ্ঠ জাতীয় কুকুরের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি না।

৫। মাটীন জাতীয় কুকুরের লোম অপেক্ষাকৃত কোমল। এগুলি দেখিতে আইরিশ গ্রে হাউণ্ড কুকুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

৬। ডানিশ কুকুর। ইহারা অত্যন্ত দীর্ঘ। ইহাদের গাত্রে চিত্র বিচিত্র চক্রবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মারকোপোলো ইহাদিগকে গর্দ্দভের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বলেন। প্লিনী ইহাদের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। ব্লেনের মতে ইহারা জর্ম্মণ বোর হাউণ্ড জাতীয়।

৭। ডালমাশিয়ান্‌ কুকুরগুলি দেখিতে সুন্দর। গাত্র চক্রবৎ রেখাবিশিষ্ট। ইহাদের আকৃতি হাউণ্ড এবং পাইণ্টার কুকুরের

ন্যায়। কৌণ্ট বফুন বলেন ডানিশ এবং ডালমাশিয়ান কুকুর বঙ্গ দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। গ্রেহাউণ্ড কুকুরেরা Celtic origin ভারটেগাস্ জাতীয় কুকুর হইতে উৎপন্ন। ইহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক) বৃহৎ স্কচ গ্রেহাউণ্ড। Great Scotch grey hound.

(খ) আইরিষ গ্রেহাউণ্ড। Irish grey hound.

(গ) রাচী নামক ক্ষুদ্র স্কচ গ্রেহাউণ্ড। Ratchi, Scotch greyhound or deer dog.

ইহাদের ঘ্রাণশক্তি অতিশয় তীব্র; আকৃতি, সৌন্দর্য্য এবং নম্রতা গুণে ইহারা বিখ্যাত। সার ওয়ালটার স্কটের মাইদা (Maida) নামক বিখ্যাত কুকুর এই জাতীয়।

(ঘ) ইটালিয়ান গ্রেহাউণ্ড। Italian grey hound.

(ঙ) বোরহাউণ্ড। Boar hound

জর্ম্মণি দেশে এই জাতীয় অমিশ্র কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাগ।

স্পানিয়াল। Spaniels.

স্পানিয়াল জাতীয় কুকুরের মস্তকগুলি তাদৃশ দীর্ঘাকৃতি নহে। পেরিএটাল অস্থি টেম্পেলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে। মস্তক এবং সেরিভেরাল কেভিটী প্রশস্ত। ইহারা অতিশয় শান্তপ্রকৃতি, এবং দেখিতে সুন্দর। ইহাদের গাত্রলোম দীর্ঘ এবং রেশমের ন্যায় কোমল। কর্ণ দীর্ঘ এবং লম্বিত, ইহারা শ্বেত, কৃষ্ণ, মিশ্রবর্ণ, পীত, পাঙ্গাস প্রভৃতি বহু বর্ণ বিশিষ্ট। ইহারা অতিশয় প্রভুভক্ত। স্পেন দেশে ইহাদের আদি বাস এজন্য ইহারা স্পানিয়াল নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন রোম রাজ্যে ইহাদের আদি বাসস্থান, কারণ অদ্যাপিও রোমের প্রাচীন মনুমেণ্ট সমূহে ইহাদের মূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা এই জাতীয় কুকুর বহুতর শ্রেণীতে বিভক্ত হই-

য়াছে। শিকারি স্পানিয়াল ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার পালকের নামে বিখ্যাত; যথা, কিং চারলসের পালিত (Breed) কুকুর; ডিউক অব মারল-বরো আর এক জাতীয় স্পানিয়াল পালন করেন, তাহাদিগকে ব্লেনহিম Blenheim স্পানিয়াল বলা যায়। ইহারা দেখিতে অতিশয় সুশ্রী এবং আমোদপ্রিয়। ইহাদিগকে বিলাসী কুকুর বলে, কারণ ইহারা সর্ব্বদাই বৈঠখানায় অবস্থান করে। কতকগুলি আবার বাস স্থানের নামে পরিচিত, যথা মালটীস্ স্পানিয়াল, এক শ্রেণীর আবার আকৃতি অনু-সারে নামকরণ হইয়াছে। যেমন "Lion dog" সিংহ কুকুর।

এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ আকৃতি জল স্পানিয়াল, এবং হারবেট কিম্বা পোওল এই জাতীয়। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর; সেটার এবং আলপাইন স্পানিয়েল কেহ কেহ এই জাতি মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন।

১। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দেশীয় কুকুরগুলি আমেরিকা আবিষ্কার কালে প্রথমে স্পেন হইতে নীত হয়। পরে বিলাতী কুকুরের সংসর্গে এই মিশ্র জাতির উৎপত্তি হয়। এ শ্রেণীর কুকুর মিশ্রজাতি বলিয়াই ইহাদের আকৃতি ও বল পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর এক জাতীয় কুকুর জল স্পানিয়াল নামে পরিচিত। ইহাদের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে যৎকালে ইংরাজেরা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, সে সময় পানিকৌড়ী প্রভৃতি জলচর পক্ষীগুলিকে শিকার করিবার জন্য কতকগুলি বৃহৎকায় এবং বলবান স্পানিয়াল জাতীয় কুকুর তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। সেই সমস্ত জলচর কুকুরে এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরে এরূপ বৃহৎকায়বিশিষ্ট নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড জল কুকুরের উৎপত্তি হইয়াছিল। কাল-সহকারে ইংরাজদিগের পালনগুণে এই জাতীয় কুকুরের ক্রমোন্নতি হইয়াছে। কোন কোন প্রাণিবেত্তার মতে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে অশ্বের

পরিবর্ত্তে এ সমস্ত কুকুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। আলপাইন কুকুর। ইহারা সেণ্ট বার্ণার্ড কুকুর নামে খ্যাত। মিঃ এডউইন ল্যাণ্ডসিয়ার নামক এক ব্যক্তি এই জাতীয় এক বৎসরের একটী কুকুর মাপিয়া দেখেন যে তাহার নাসিকা হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্য্যন্ত ছয় ফিট ৮ ইঞ্চ দীর্ঘ, এবং পূর্ব্ব পদ সমীপে ২ ফিট ৭ ইঞ্চ উচ্চ। প্রাণিবেত্তা ব্লেন মহোদয় এরূপ দীর্ঘাকৃতি রক্তবর্ণ দুইটী কুকুর দেখিয়াছিলেন। ইহারা বৃহদাকার এবং সবলকায়। ইহাদের মস্তক স্থূল, গাত্রের লোম দীর্ঘ এবং লাঙ্গুল বহু-লোম-বিশিষ্ট। ইহাদের প্রকৃতি উদার এবং ইহারা বুদ্ধিমান।

৩। হাউণ্ড। পইণ্টার এবং টেরিয়ার কুকুর এই জাতীয়। টারনস্পিট (Turnspit) কুকুর দেখিতে টেরিয়ারের ন্যায়। ইহাদের পদগুলি ঈষৎ বক্র এবং ক্ষুদ্র। যৎকালে ইংরাজেরা চক্র যন্ত্র দ্বারা মাংস সিদ্ধ করিয়া আহার করিতেন, সে সময় এই জাতীয় কুকুরে পাক-

শালায় উক্ত বায়ু-নির্গমকারী চক্র পরিবর্ত্তন করিত। ইহারা অতি অল্প সময়ে মনুষ্যের ন্যায় চক্র পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা করিত। চক্র পরিবর্ত্তন জনিত বায়ুর নির্গমে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত, তখন পাচক অনায়াসেই একখানি লৌহ-পাত্রোপরি মাংস সিদ্ধ বা ভর্জ্জিত করিয়া লইতেন। রন্ধন চক্রের আকৃতি জল-তোলা চক্রের ন্যায় কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার, শিক্ষার গুণে একটী নিকৃষ্ট জন্তুতেও মানবের ন্যায় কার্য্যদক্ষ হইতে পারে; ইহা দেখা দূরে থাকুক, চিন্তা করিলেও বিমোহিত হইতে হয়। অদ্যাপিও ফ্রান্স এবং জার্ম্মণ দেশস্থ কোন কোন পল্লি গ্রামে এরূপ চক্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক সময় বিলাতে ডিউক দি লেষ্টা কোর্টের পাক গৃহে দুইটী শিক্ষিত চক্র-পরিবর্ত্তনকারী কুকুর ছিল। তাহারা এক দিন অন্তর পর্য্যায়ক্রমে চক্র পরিবর্ত্তন কার্য্যে নিযুক্ত হইত। একদা একটী কুকুর স্বকার্য্যে বিরক্ত হইয়া পালার দিবসে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে

কালাতিপাত করিতেছিল ; বিস্তর অনুসন্ধানেও তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তে তাহার সহচর কুকুরকে চক্রে সংযোজিত করিবার উপক্রম হইল ; সে এই অবৈধ আচরণে সাতিশয় বিমর্ষ হইয়া উচ্চ শব্দে ক্রন্দন এবং লাঙ্গুল সঞ্চালন দ্বারা স্বীয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। এ সময় এরূপ হাব ভাব প্রকাশ করিল যেন পলায়িত কুকুরের অনুসন্ধান সে জ্ঞাত আছে, এবং পাচকগণ তাহার অনুসরণ করিলে সে পলায়িত কুকুরকে ধৃত করিয়া দিতে পারে।

পাচকগণ কুকুরের কাতরতা দর্শনে তাহার ইঙ্গিতানুসারে তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। সে ক্রমশঃ দ্বিতলস্থ একটী গৃহে গমন করিয়া অলস এবং পলায়িত কুকুরকে ধৃত করিয়া ক্রোধে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে বধ করিল।

৪। মেষপালরক্ষকের কুকুর (Shepherd's dog)। জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস জনিত ইহাদের আকৃতিগত বহুতর প্রভেদ লক্ষিত হইলেও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা ইহাদের

একজাতীয়তা অনেকাংশে নিরূপিত হইয়া থাকে। ইহাদের গলদেশে লোমাধিক্য দৃষ্ট হয় ; শীতপ্রধান দেশে উহা রুক্ষ, এবং অল্প কোঁকড়ান। উষ্ণপ্রধান দেশে উহা দেখিতে সুন্দর।

ব্রটেন দ্বীপে সকল দেশীয় কুকুরের ন্যায় এই জাতীয় কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। (Drover's dog) ড্রোভার্স কুকর হাট বাজারে বিক্রেয় পশুগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে।

স্কটলণ্ডদেশীয় কোলী কুকুরগুলির কর্ণ প্রায় ঊর্দ্ধ। এই জাতীয় কুকুরের প্রায় বিলম্বিত কর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। লাঙ্গুলে লোমাধিক্য, এবং উহা ঊর্দ্ধভাগে বক্র।

ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে এই জাতীয় কুকুরের লাঙ্গুল চ্ছেদন প্রথা এত অধিক প্রচলিত ছিল যে অধুনা লাঙ্গুলের অর্দ্ধভাগ লইয়া ইহাদের সন্তান সন্ততি জন্মাইতে পারে না। ইহাদের (Dewclaws) ডিউক্লা নামক অতিরিক্ত অঙ্গুলি আছে। ইহারা প্রায় ১২ ইঞ্চের অধিক উচ্চ হয় না। প্রখর বুদ্ধি, প্রভুভক্তি এবং শ্রমশীলতা জন্য ইহারা বিখ্যাত।

৫। আয়ারলণ্ড দেশীয় গ্রেহাউণ্ড। ইহাদিগকে (Wolf dog) উল্‌ফ ডগ বলা হইত। পূর্ব্বে স্কটলণ্ড দেশে যেরূপ স্কটীস্‌ গ্রেহাউণ্ড দ্বারা চিতাবাঘের উৎপাত নিবারিত হইত, ইহাদের সন্তানসন্ততিগণও এ পর্য্যন্ত সেইরূপ চিতা বাঘের উপদ্রব হইতে মৃগপালের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

৬। স্পানিয়াল জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় কুকুর শ্রেণী আছে, তাহাদিগের নাম কোকর। তাহারা বৃক্ষ লতা গুল্ম পরিপূরিত স্থানে প্রবেশ করিয়া বন্য কুক্কুট এবং ময়ূরাদি শিকার করিয়া থাকে।

৭। জলস্পানিয়াল কুকুরেরা জলে স্থলে বিচরণ করিয়া থাকে। পানিকৌড়ী প্রভৃতি জলচর পক্ষিশিকারে ইহারা বিস্তর সাহায্য করিয়া থাকে। ইহারা উত্তমরূপ সন্তরণ করিতে পারে। ইঙ্গিত মাত্রেই প্রভুর আদেশ পালন করিয়া থাকে। প্রভু জলের উপর কোন পক্ষী শিকার করিলে সন্তরণ করিয়া মৃত পক্ষী প্রভুসমীপে আনিয়া দেয়।

৮। বৃহদাকৃতি জলস্পানিয়াল কুকুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ইহাদের শরীর অত্যন্ত দৃঢ়; গাত্রাবরণ ঘনীভূত-দীর্ঘলোম-বিশিষ্ট। ইহারা জলে অধিক ক্ষণ সন্তরণ করিতে পারে এবং নম্র-প্রকৃতি। ইহারাও গুলিকরা পান্‌কৌড়ী প্রভৃতি জল পক্ষীগুলিকে জল মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া প্রভুসমীপে আনয়ন করে। ধীবরদিগের মৎস্য শিকার কালে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। ডাক্তার উইলিয়ম হণ্টার এক সময় বিলাতে পোর্টস্‌মাউথ বিভাগায় বুস্‌ নামক নদী পার হইতেছিলেন, এমত সময় দেখিলেন যে ধীবরেরা জাল পাতিবার উপক্রম করিল। তখন তিনি এবং অপর কতিপয় ব্যক্তি মৎস্য ধরা দেখিবার উদ্দেশে তথায় অপেক্ষা করি-লেন। পরে দেখিলেন যে ধীবরেরা যেমন জাল পাতিতে লাগিল, অমনি এই জাতীয় কুকুরগুলি আপনা আপনিই জলে নামিতে আরম্ভ করিল এবং সত্বর নদীবক্ষে গমন করিয়া ইতস্ততঃ মৎস্য অনুসন্ধানে দ্রুতবেগে সন্তরণ করিতে লাগিল। এই রহস্যের তথ্য পরিজ্ঞাত হইবার

অভিপ্রায়ে তাঁহারা সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং মনোযোগ সহকারে কুকুরের গতি ও কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অল্প জল বিশিষ্ট স্থানে গমন এবং নদীবক্ষে সন্তরণ করিয়া অবশেষে কুকুরেরা সামন (Salmon) মৎস্যের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইল। হতভাগ্য সামন মৎস্য জল হইতে উদ্ধার পাইবার বাসনায় অল্প জলে আসিয়া সবেগে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল, কুকুরও তাহার অনুসরণ করিল। পরে সামন অধিক জলে গমন করিলে কুকুর সন্তরণ করিতে করিতে তাহাকে তাড়া করিল, তখন সে আরো অধিক জলে পলায়ন করিলে কুকুর উহাকে ধরিতে পারিবে না বিবেচনায় পুনরায় অল্প-জলবিশিষ্ট স্থানে কূল সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিঃশব্দে অন্য মৎস্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে পূর্ব্বে যে সামনকে তাড়া করিয়াছিল সে পুনরায় কুকুর সমীপে সমাগত হইল; কুকুরও পূর্ব্ববৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। বিস্তর চেষ্টা এবং শ্রমের পরে মৎ-

স্থটী সাগর সমীপে নদীগর্ভে প্রস্থান করিল। মৎস্যজীবীরা এসমস্ত কুকুর দ্বারা অশেষ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুবিধা হইলে ইহারা মৎস্য ধৃত করিয়া দেয়, কিম্বা জল নকুলের (ধাড়িয়ার) ন্যায় মৎস্যগুলিকে জলাভিমুখে বিতাড়িত করে।

৯। হারবেট বা পুডল জাতীয় কুকুর জল কুকুরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। এই জাতীয় কুকুরেরা অতিশয় বুদ্ধিমান।

কোন সময়ে এক সৈনিক পুরুষ ফ্রান্স দেশীয় সেইন নামক নদীর উপরিস্থিত সেতু পার হইতেছিলেন। এমন সময় একটী পুডল কুকুর আসিয়া সৈনিকের পরিষ্কার বুট-বিনামা ধূলিধূসরিত করিয়া দিল। তখন অগত্যা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকারকরত নিকটস্থ এক বিনামা পরিষ্কারকের সমীপে গমন করিয়া বিনামা যুগল ব্রুষ করিতে দিতে হইল। ক্রমে অপর দুই জন ভদ্র লোক ঐরূপ দশাগ্রস্ত হওয়ায় তিনি বিস্ময় সহকারে সেই কুকুরটীর গতি বিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে দেখেন যে

কুকুর নদীবক্ষঃস্থ আর্দ্র মৃত্তিকার উপর শয়ন করত আপন গাত্র কর্দ্দমময় করিয়া, পরিষ্কার বুট বিনামাধারী আর এক ভদ্র লোকের বিনামা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তৎপ্রতি ধাবিত হইল। তখন বিনামা-সংস্কারককে কুকুর-স্বামী বিবেচনায় তাহাকে উক্ত কুকুরের বিষয় প্রশ্ন করিলে, সে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে স্বীকার করিল যে "আমিই কুকুরকে এই রূপ কৌশল শিক্ষা দিয়াছি। কারণ এ উপায়ে আমার অনেক খরিদার উপস্থিত হয়।" সৈনিক পুরুষ কুকুরের বুদ্ধিমত্তা দর্শনে বিমোহিত হইয়া বহু মূল্য দিয়া কুকুরটীকে ক্রয় করিলেন এবং লণ্ডন নগরে লইয়া গিয়া তাহাকে কিছু দিন আবদ্ধ রাখিলেন। কিন্তু বন্ধন-মুক্ত হইবার দুই এক দিবস পরেই সে প্রস্থান করিল এবং এক পক্ষ মধ্যেই লণ্ডন নগর হইতে পারিস নগরে পূর্ব্ব প্রভু সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই সেতু সন্নিধানে নিজ কার্য্যে ব্রতী হইল।

স্কটলণ্ড দেশে ষ্ট্রাথ ব্লেন গ্রামের সন্নিকটে এক জন ভদ্রলোকের একটী জল কুকুর

ছিল। সে অনেক সময় জল প্রপাতের নিকটে অবস্থান করিয়া সামন মৎস্য ধৃত করিয়া প্রভুকে আনিয়া দিত।

তৃতীয় ভাগ।

ডোগিউস্। Dogues

এই জাতীয় কুকুরের মুখ এবং নাসিকা ক্ষুদ্র। মস্তকের খাপারি উচ্চ। ফণ্টেল সিনিউসেস অধিক। নিম্ন মাঢ়ীর কনডাইল ঊর্দ্ধ পেষণদন্ত শ্রেণীর উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অন্যান্য জাতীয় কুকুর অপেক্ষা এই জাতীয় কুকুরের মস্তকের গঠনানুসারে ক্রোণিয়াম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

১। বুল ডগ (Bull dog)। বৃষভ কুকুর।

ইহাদের নাসিকা এবং ওষ্ঠদ্বয় বৃষভের নাসা এবং ওষ্ঠের মত, এজন্য ইহাদিগকে বৃষভ কুকুর বলা হয়। ইহারা একাগ্রতা, সাহস এবং শক্তি জন্য বিখ্যাত। সিডেনহাম্ এড্ক-

ওয়ার্ড সাহেব বলেন ইহারা মাসটিফ এবং পিউডগ জাতীয়।

২। মাসটিফ। বফুনের মতে মাসটিফ বুল ডগ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ব্লেন উক্ত মত বিশদ রূপে খণ্ডন করিয়াছেন। বিলাতি মাসটিফের পদগুলি সোজা, ওষ্ঠদ্বয় বুলডগ অপেক্ষা বিলম্বিত। এই জাতীয় কুকুরকে বুলডগের ন্যায় ডিউক্লা বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের লাঙ্গুল দীর্ঘ, ঘন লোম বিশিষ্ট এবং নিম্নে লম্বিত। গ্রেসিয়াস বলেন মাসটিফ বৃটেন দেশের কুকুর, এবং তথা হইতে দেশান্তরে রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরাকালে এই জাতীয় কুকুর বৃটীষ বাণিজ্যের একটী প্রধান উপকরণ সামগ্রী ছিল। যৎকালে বৃটেন দ্বীপ রোম রাজ্যের অধীনে ছিল, সে সময় এই জাতীয় কুকুরের এত অধিক ক্রেতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে প্রোকিউরেটর সিনেজী নামে এক জন কর্ম্মচারী এ সমস্ত কুকুরের বংশ বৃদ্ধি এবং রোমরাজ্যে রপ্তানি জন্য নিয়োজিত

ছিলেন। ব্লেন বলেন এই বিবরণ হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, যে ইহারা ব্রিটনদ্বীপবাসী।

ষ্ট্রাবো বলেন যে এই জাতীয় কুকুরদিগকে যুদ্ধে ব্যবহৃত করা হইত এবং (Gauls) গলেরা শত্রু আক্রমণ কালে ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইত।

কুকুর জাতির বর্ণ বিভাগ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। এরূপ বর্ণগত বিভাগে পাঠকের দূরে থাকুক, আমরাই তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। বিশেষতঃ সারমেয় জাতির মৌলিকত্ব নিরূপণ পক্ষে প্রাণিবেত্তা পণ্ডিতগণের কতকগুলি অসুবিধা দৃষ্ট হয়। কারণ এতদ্বিষয়ে কোন রূপ পুরাকালীন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই; অনেক স্থলে অনুমান এবং যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পূর্ব্বে কুকুরেরা বিক্রম, ঘ্রাণশক্তি এবং দ্রুতগতির তারতম্য অনুসারে বিবিধ জাতিতে বিভক্ত হইত। পুরাকালীন গ্রন্থ-

কর্ত্তারা এ সমস্ত কুকুরের ঐতিহাসিক বিবরণ এরূপ জড়ীভূত করিয়া গিয়াছেন যে সে সমস্ত পুস্তক পাঠে তাহাদের পৃথক জাতীয়তা অবধারণ করা এক রূপ অসাধ্য ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কুকুরের সংসর্গ এবং মানবের বিবিধ প্রকার প্রতিপালন জন্য ইহাদিগকে আবার বহু প্রকার অন্তর্জাতিতে বিভক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কনষ্টান্টিনোপল নগরে কুকুর একরূপ সাধারণের সম্পত্তি; তাহারা রাজ-পথেই অবস্থান করিয়া কালক্ষেপ করে। কিন্তু ঈশ্বরের এমনি কৃপা যে এত শীত, বৃষ্টি, নীহারপাত এবং সহরের রাস্তায় বাস জনিত নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াও এই প্রাণীর বংশ বৃদ্ধি পাইয়েছে। তুর্কীরা এত খাদ্যাবশেষ বাটীর বাহিরে পরিত্যাগ করে যে এই সকল পথবাসী অস্বামিক কুকুরে, এবং শকুনিরা তাহা আহার করিয়া জীবন রক্ষা করে। তথাকার পথগুলিতে এ সমস্ত জীবগণ বাস না করিলে পরিত্যক্ত খাদ্যশেষ দ্বারা পথ গুলি পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

এই স্থানের কুকুরের বুদ্ধি এত প্রখর যে ইহারা স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে নগরকে এক রূপ বিভাগ করিয়া দলে দলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিয়া থাকে। এক দল কুকুরে কদাচ অপর দলের নির্দ্ধারিত সীমানায় গমন করে না। ঘটনা ক্রমে কিম্বা পথ-ভ্রান্ত হইয়া অন্য দলের এলাকায় গমন করিলে, তথাকার কুকুরগণ অপরিচিত নবাগত কুকুরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দেয়। এই কারণে মাংস খণ্ড প্রলোভনেও তাহাদিগকে স্বরাজ্যের সীমা অতিক্রম করান যায় না।

এতদ্বিষয়ে মিং স্লেড নামক এক জন পরিব্রাজক এইরূপ লিখিয়াছেন যে "এই সত্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা এক কুকুরকে প্রত্যহ খাদ্য বস্তু প্রদান করিতাম। কিছুদিন পরে সে স্থূলতনু এবং সবল হইল। সে আপন লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া এরূপ ভাবে গতিবিধি করিতে লাগিল যে তাহাকে আর পূর্ব্বের রাস্তার অস্বামিক কুকুর বলিয়া চেনা যাইত না। কুকুরের শারীরিক সুস্থতার সহিত তাহার

প্রাকৃতিক উন্নতি হইল। তখন সে আর পূর্ব্বের মত রুক্ষস্বভাব রহিল না এবং তাহার প্রতিপালকগণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে সে তাঁহাদের হস্তাদি লেহন দ্বারা কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা বলিয়া সে প্রতিপালকগণের অনুসরণ করিয়া তাহার স্বনির্দ্দিষ্ট সীমা কদাচ অতিক্রম করিত না। সীমার প্রান্ত দেশ পর্য্যন্ত আসিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইত, লাঙ্গুল সঞ্চালন করিত, এবং যে পর্য্যন্ত পালকগণকে দেখা যাইত, সে সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতি উৎসুক নয়নে দৃষ্টি করিয়া পরে আপন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। একটী বার মাত্র সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমাদের প্রলোভনে অন্যূন চল্লিশ হস্ত সীমা অতিক্রম করে, এমত সময় এতদ্বিষয় তাহার স্মরণ হইবামাত্রেই সে দ্রুত বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।"

পৃথিবীস্থ কি শীত প্রধান, কি উষ্ণপ্রধান দেশ সকল স্থানেই কুকুরের অবস্থান পরিদৃষ্ট হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সমূহের কুকুরেরা

কদলীফল ভক্ষণ করে। উত্তর সমুদ্রের দ্বীপ-পুঞ্জ-বাসী কুকুরগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। উত্তর সমুদ্রের তীরস্থ ওবী হইতে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত গ্রীণল্যাণ্ড, কামস্‌কাট্‌কা এবং কোরিয়া দ্বীপ পুঞ্জে কুকুরেরা বহুদূর পর্য্যন্ত মনুষ্য এবং দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ শকট গুলি চালনা করিয়া থাকে। গ্রীষ্ম কালে নদীতে নৌকা গুলি রক্ষা করিয়া থাকে, কোন নৌকা ভাসিয়া গেলে সন্তরণ করত তাহা আবার তীরস্থ করে এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে পর পর সুন্দর কৌশল সহকারে লইয়া যাইতে পারে। কোন নৌকা অপর কূলে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হইলে প্রভুর আদেশ ক্রমে নৌকা-স্থিত রজ্জু দন্ত দ্বারা আকর্ষণ করে, নদী বক্ষে জল অধিক হইলে সন্তরণ দ্বারা স্বল্প-জল-বিশিষ্ট স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং মুখ-স্থিত রজ্জু দ্বারা নৌকা আকর্ষণ করিয়া আনিয়া যথা স্থানে তাহা স্থাপিত করে। পরে সোৎসাহে ভিন্ন আদেশ প্রাপ্তি বাসনায় অপেক্ষা

করিতে থাকে। এই জল-কুকুরের বিবরণ পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। এ গুলি দেখিতে চিতা-ব্যাঘ্রাকৃতি, নাসিকা দীর্ঘ এবং সরু, কর্ণ ক্ষুদ্র এবং ঊর্দ্ধ, লাঙ্গুল দীর্ঘ এবং চামরের ন্যায়। ইহাদের গাত্র-লোম কোমল, বর্ণ বিবিধ প্রকার, রক্ত, হরিদ্রা, শ্বেত, কৃষ্ণ এবং মিশ্র।

ডালমেশীয়ান এবং ডানিষ নামক উভয় জাতীয় কুকুরের গাত্রে চিত্র বিচিত্র গোলাকার রেখা দৃষ্ট হয়।

তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও গ্রেহাউণ্ড জাতীয় কুকুরের গল্প শ্রুত হওয়া যায়। গ্রে-হাউণ্ডের মস্তক ক্ষুদ্র এবং pointer সরু। কর্ণ পাতলা এবং অর্দ্ধ নত; গ্রীবা দীর্ঘ, বক্ষ পুরু; পদগুলি ক্ষীণ এবং দীর্ঘ; পৃষ্ঠ দেশ ধনুকাকৃতি, সমস্ত অবয়ব দেখিতে সুন্দর। অন্য জাতীয় কুকুরের অপেক্ষা ইহারা সাতিশয় দ্রুতগামী। ইহাদের চক্ষু পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল, ঘ্রাণ-শক্তি তীব্র। বিলাতি গ্রেহাউণ্ডে বার মিনিটে আট মাইল পথ দৌড়িতে পারে। ইহারা শিকারপ্রিয়, শিকার অনুসন্ধানে কাতর

না হইয়া শশককেও করতলস্থ করে। অনেক সময় শিকার আশায় এত ধাবিত হয় যে শশক এবং কুকুর উভয়েই কাল গ্রাসে পতিত হয়। গ্রীস-দেশীয় গ্রেহাউণ্ড অপেক্ষা বিলাতি গ্রেহাউণ্ড গুলি দেখিতে সুশ্রী এবং তাহাদের পদগুলি সুগঠিত। এই জাতীয় কুকুরের গাত্র-লোম দেখিলে এরূপ বিবেচিত হয় যে দেশের সন্তাপানুসারে ইহাদের গাত্র-লোমের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

রুসিয়া এবং তাতার দেশীয় কুকুরের লোম দীর্ঘ এবং পুরু। সীরিয়া, জর্ম্মণী এবং হংগেরী দেশীয় গ্রেহাউণ্ডের লোম রুক্ষ।

ভারতের দাক্ষিণাত্য, পারসীয়া, নেটোলিয়া এবং গ্রীস দেশীয় কুকুরের লোম পশমের ন্যায়।

দক্ষিণ ভারতবর্ষ, আরব, ইজিপ্ত, গ্রীক দেশীয় দ্বীপ সকলে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম ইউ-রোপে উহা কোমল।

রৌমেলিয়া প্রদেশে তুর্কীদিগের এক জাতীয় গ্রেহাউণ্ড আছে তাহাদের লোমগুলি

কোমল এবং স্পানিয়াল কুকুরের ন্যায় সলোম দীর্ঘকর্ণ বিশিষ্ট।

পশ্চিম ইউরোপস্থ গ্রেহাউণ্ডগুলির গাত্র-লোম কোমল হইবার এরূপ হেতু নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, ফরাসী ভূপতিগণ কনষ্টাণ্টি-নোপল, ক্রীট এবং আলেক্জান্দরীয়া দেশ হইতে উত্তমোত্তম কুকুর আনাইয়া তাহাদের সংসর্গে তথাকার গ্রেহাউণ্ড কুকুর বংশের সমধিক উন্নতি সম্পাদন করেন।

এথেন্স দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জেনো-ফনের হোরমী নামে একটী দ্রুতগামী, চতুর, প্রভুভক্ত এবং বিশ্বস্ত গ্রেহাউণ্ড ছিল। তিনি স্বয়ং হোরমীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

কুকুরের গুণের বিবরণ।

প্রাচীন কালের হিন্দুরা গৃহে কুক্কুর পুষি-তেন বা রাখিতেন, ইহা তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। কেন না বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর নামক গ্রন্থে এবং বরাহ মিহির কৃত বৃহৎ-

সংহিতা গ্রন্থে কুক্কুর জাতির শুভাশুভ লক্ষণ নির্ব্বাচিত থাকা দৃষ্ট হয়। পাঠকগণের বিশ্বাসার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিলাম।

"পাদোঃ পঞ্চ নখাস্ত্রয়স্তু চরণাঃ ষড্ভি নখৈ দক্ষিণা-
স্তাম্রৌষ্ঠাগ্রনখো মৃগেশ্বর গতিজিঘ্রন্ ভবং যাতি চ।
লাঙ্গূলং সসটঞ্চ তরক্ষু সদৃশং কর্ণে চলম্বৌ মৃদূ
যস্যাস্যাৎ সকরোতি চৈকুরচিতঃ পুংসাংপ্রিয়ং শ্বা গৃহে।"

পাদে পাদে পঞ্চ পঞ্চাগ্র পাদে
বামে যস্যাঃ ষণ্ণনখা মল্লিকাক্ষী।
বক্রং পুচ্ছং পিঙ্গিলাভৌ চ কর্ণৌ
যা সা রাষ্ট্রং কুক্কুরী যাতি পুষ্ট॥

মমহামতি চাণক্য সারমেয় জাতির ছয় গুণের * বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; (১) ইহারা অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারে; (২) সামান্য খাদ্য পাইলে তুষ্ট হয়; (৩) নিদ্রা প্রগাঢ় অথচ অতি মৃদু শব্দ শ্রবণ মাত্রেই জাগরিত হইয়া থাকে; (৫) প্রতিপালকের অতিশয় ভক্ত এবং (৬) অসম সাহস সম্পন্ন। ভিন্ন ভিন্ন

---

* বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চঃ ষড়েতে চ শুনোগুণাঃ
ইতি চানক্য।—

দেশে কুকুরের অন্যান্য গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কুকুরের নাম এস্থানে সংক্ষেপে লেখা গেল।

স্টোন হেঞ্জের কুকুরবিষয়ক গ্রন্থ হইতে এই নাম সংগৃহ করা গেল।

1. Dingo, ডিঙ্গো।
2. Dhol, ঢোল।
3. Pariah, পেরিয়া।
4. Wild dog of Africa, আফ্রিকাদেশীয় বন্যকুকুর।
5. North and South American dogs, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা দেশীয় কুকুর।
7. The smooth English grey hound পরিষ্কার বিলাতি গ্রেহাউণ্ড।
8. Deer hound and Rough grey hound ডিয়ার হাউণ্ড এবং অপরিষ্কার গ্রেহাউণ্ড।
9. Irish grey hound or wolf dog আইরিষ গ্রেহাউণ্ড কিম্বা চিতাবাঘ কুকুর।

10. Gaze hound. গেজহাউণ্ড।

11. French Matin. ফ্রেঞ্চ মাটীন।

12. Hare Indian dog. হেয়ার ইণ্ডিয়ান কুকুর।

13. Albanian grey hound. আলবানিয়ান গ্রেহাউণ্ড।

14. Grecian grey hound. গ্রীস দেশীয় গ্রেহাউণ্ড।

15. Russian grey hound. রুসিয়ান গ্রে-হাউণ্ড।

16. Turkish grey hound. তুর্ক দেশীয় গ্রেহাউণ্ড।

17. Persian grey hound. পারশিয়ান গ্রেহাউণ্ড।

18. Italian grey hound. ইতালী দেশীয় গ্রেহাউণ্ড।

19. Southern hound. দক্ষিণ দেশীয় হাউণ্ড।

20. Blood hound. রক্ত পিপাসু হাউণ্ড বা ডালকুত্তা।

21. Stag hound. ষ্টেগ হাউণ্ড।

22. Fox hound. ফক্স হাউণ্ড।

23. Harier. হেরিয়ার।

24. Beagle. বিগল।

25. Otter hound. ওটার হাউণ্ড।

26. Boar hound or great dane. বোর হাউণ্ড কিম্বা বৃহৎ দেন।

27. Duch shund. ডাকস্থন্দ।

28. Fox terrier. ফক্স-টেরিয়ার।

(a) Rough অপরিষ্কার ঐ।

(b) Smooth. পরিষ্কার ঐ

39. Scotch terrier. স্কচ টেরিয়ার।

30. Irish terrier. আইরিষ টেরিয়ার।

31. Skye terreir. স্কাই টেরিয়ার

32. Dandie dimont. দান্দী ডিমণ্ট।

33 English terrier. ইংলিষ টেরিয়ার।

34. Bedlington বেড্‌লিংটন।

35. Yorkshire terrier. ইয়র্কসায়ার টেরিয়ার।

36. Spanish pointer. স্পানিশ পইণ্টার

37 Modern English pointer. নূতন ইংলিশ পইণ্টার।

38. Portuguese pointer. পর্টুগীস পই-ণ্টার।

39. French pointer. ফ্রেঞ্চ পইণ্টার।

40. Dalmatian দালমাশীয়ান।

41. Setter. সেটার।

(a) English. ইংরাজি।

(b) Irish. আইরিষ।

(c) Black tan or gordon. কাল টান কিম্বা গর্ডন।

(d) Welsh. ওয়েলস।

(e)Russian. রুশিয়ান।

42. Field spanial. ফিল্‌ড স্পানিয়াল

(a) Clumber. ক্লাম্বর।

(b) Susex. সাসেক্‌স।

(c) Norfolk. নরফোক।

(d) Modern cocker নূতন ককার।

43. Water spaniel. জল স্পানিয়াল।

(a) Southern Irish. দক্ষিণ আইরিষ।

(b) Northern. উত্তর আইরিষ

(c) English. ইংরাজি ঐ

44. Poodle পুডল।

45. English sheep-dog. ইংরাজি মেষ-কুকুর।

46. Colie. কোলী।

(a) Rough অপরিষ্কার।

(b) Smooth. পরিষ্কার।

47. Drover's dog. ড্রোভার কুকুর।

48. German sheep dog. জার্ম্মন মেষ কুকুর।

49. Pomeranian. পোমেরেণীয়ান।

(a) Large wolf dog. বৃহৎ চিতাবাঘ কুকুর।

(b) Small or Spitz. ক্ষুদ্র ঐ কিম্বা স্পীটজ।

50. Chinese sheep dog. চীন দেশীয় মেষ কুকুর।

51. Newfoundland or Labradar dog. নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কিম্বা লাবরেদর কুকুর

(a) True Newfoundland. প্রকৃত নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড।

(b) Land sheer Newfoundland. লাণ্ড-সিয়ার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড।

(c) St. Johns or Labrador. সেণ্ট জন্স্ কিম্বা লাবরেদর।

52. Esquimax dog. স্কুইমা কুকুর।

53. Iceland and Laplands. আইসল্যাণ্ড এবং ল্যাপল্যাণ্ড কুকুর।

54. Bull dog. বুল ডগ।

55. Mastiff মাষ্টীফ।

(a) English. ইংরাজি।

(b) Cubian. কিউবিয়ান।

56. Mount St. Bernard. মাউণ্ট সেণ্ট বার্নাড।

(a) Rough. অপরিষ্কার।

(b) Smooth. পরিষ্কার।

57. Thibet dog. তির্ব্বদ্দেশীয় কুকুর।

58. Lion dog. সিংহ কুকুর।

59. Shock dog. শক্ ডগ।

60. King Charles and Blenheim spaniels. রাজা চার্লস এবং ব্লেনহেম স্পানিয়াল।

61. Maltese dog. মল্‌টাদ্বীপজ কুকুর।

62. Toy terriers. ক্রিড়নক টেরিয়ার।

63. Pug dog. পগ ডগ।

64. Retriever. রিট্রীভার।

(a) Curly coated. বক্রকেশ রিট্রীভার

(b) Wavy coated তরঙ্গায়িত কেশ ভার।

65. Bull terrier. বুল টেরিয়ার।

66. Lurcher. লর্চ্চার।

67. Dropper ড্রোপার।

68 Dog and fox cross, কুকুর এবং ফক্‌স্‌ (খ্যাঁক্‌সিয়াল) দুইয়ের সংসর্গ জাত।

কুকুর জাতির মেধা বুদ্ধিমত্তা, এবং পরোপকারিতা প্রভৃতির কয়েকটী উদাহরণ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

এক জন ফরাসিবণিকের স্থানান্তরে কিছু টাকা পাওনা থাকায় তিনি স্বীয় কুকুর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। তথায় প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়া একটী ব্যাগে তাহা আবদ্ধ করিয়া গৃহাভিমুখে

যাত্রা করিলেন। কতিপয় ক্রোশ অশ্বারোহণে গমন করিয়া বণিক কিয়ৎকাল বিশ্রাম জন্য অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একটী তরুচ্ছায়াতে উপবেশন করিলেন এবং ব্যাগটি পার্শ্বদেশে স্থাপিত করিলেন। ক্ষণকাল শ্রমাপনোদন করিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে পুনরারোহণ সময়ে মুদ্রা-পরিপূর্ণ ব্যাগটী গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হই-লেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমত সময় সমভিব্যাহারী কুকুর প্রভুর নিকটে ব্যাগ নাই দেখিয়া তাহা আনিবার জন্য দ্রুত বেগে প্রত্যা-বর্ত্তন করিল। কিন্তু ব্যাগটী বড় ভারী বলিয়া আনয়ন করিতে সক্ষম হইল না।

কুকুর তখন দ্রুত বেগে স্বায় প্রভু-সমীপে উপনীত হইল এবং বিবিধ প্রকার ইঙ্গিত ও তার শব্দে তাঁহার ভ্রমের বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। বণিক্ কুকুরের এরূপ ভাব ভঙ্গি প্রকাশ করিবার কোন হেতু অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরে কুকুর তাঁহার গতি রোধ চেষ্টায় বিকট চীৎকার আরম্ভ

করিল এবং অশ্ব কোন উপায়ে সংযমন না করায় অবশেষে হতাশ হইয়া তাহার পদে দংশন আরম্ভ করিল। এরূপ অবস্থা দর্শনে হতভাগ্য মহাজন তখন অবধারণ করিলেন যে কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়াছে। একটী নদী পার হইবার সময় সে জলপান করে কি না, তদ্বিষয় পরীক্ষা জন্য অশ্বকে দ্রুততর বেগে চালাইয়া দিলেন। কুকুর প্রভুর হিত-কামনায় এত অভিভূত ছিল যে নদীর নিকটস্থ হইয়া বারি-পান বাসনার অপেক্ষা করিল না। বরং সম-ধিক তর্জ্জন গর্জ্জন পুরঃসর অশ্বকে ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ করিল।

কুকুরের এরূপ ব্যাবহার প্রত্যক্ষ করিয়া মহাজনের তখন স্থির প্রত্যয় হইল কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি অনতিবিলম্বেই গাত্রাবৃত বস্ত্র হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহাকে গুলি করিলেন। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে পরমহিতৈষী কুকুরের সর্ব্ব শরীর রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল। প্রভু তাহার অবস্থা দর্শনে অসমর্থ হইয়া বেগে অশ্ব চালনা করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া বণিক আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন "আহা,আমি অতি হতভাগ্য, কুকুরের পরিবর্ত্তে আমার অর্থ নষ্ট হইলেও ক্ষতি ছিল না।" এরূপ অনুতাপ করিতেকরিতে সহসা টাকার অনুসন্ধানে অশ্ব-পৃষ্ঠে হস্ত প্রসারণ করিলেন ; কিন্তু ব্যাগ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন স্বীয় ভ্রান্তি অবগত হইলেন; কুকুর যে তাঁহার চৈতন্যোদয়ের জন্য সঙ্কেত করিয়াছিল এবং তিনি তাহা অবজ্ঞা করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

বণিক অশ্বকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পথিমধ্যে যে স্থানে অবস্থান করেন, তথায় গমন করিলেন। যত দূর গমন করিলেন পথময় কেবল রক্ত চিহ্ন দর্শন করিলেন, কিন্তু প্রভুভক্ত সারমেয়কে দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে বিশ্রামতরুতলে উপনীত হইয়া দেখেন যে অর্থ-পরিপূর্ণ সেই ব্যাগ তথায় রহিয়াছে এবং সারমেয় মৃত্যু যন্ত্রণায় অধীর হইয়াও প্রাণপণে ব্যাগটী রক্ষা করিতেছে।

কুকুর প্রভুর সন্দর্শন মাত্রেই স্বীয় লাঙ্গুলের মৃদু সঞ্চালন দ্বারা আনন্দের পরিচয় প্রদান করিল। গাত্রোত্থানের চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা নিবন্ধন দণ্ডায়মানে সক্ষম হইল না। নিদারুণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রভু তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন জন্য স্বয়ং তাহার গাত্রে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সারমেয় প্রভুর হস্ত জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে লাগিল; এবং লেহন করিতে করিতেই কাল-নিদ্রায় নয়ন মুদ্রিত করিল।

আহা! জগৎ-পিতার কি অসীম মহিমা! এই সামান্য জীবের অকৃত্রিম প্রভু-ভক্তির বিবরণ পাঠে কোন পাষাণ-হৃদয় না প্রেমে বিগলিত হয়। এরূপ হিতৈষী প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ না করিলে লোকালয় অরণ্য তুল্য হয়, জনসমাজ পশুসমাজে পরিগণিত হয়।

২। এক ব্যক্তির একটী সারমেয় ছিল। প্রভু কালগ্রাসে পতিত হইলে সে দেশের রীতি অনুসারে শবদেহ মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করা হইল। তখন অনুগত কুকুর

প্রভু সন্দর্শন বাসনায় গতাসু প্রভুর কবর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল, সেখান হইতে কোন ক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। অনেক সময় প্রভুর কন্যা তৎসন্নিধানে গমন করিয়া কুকুরের মস্তকে হস্ত প্রদান প্রভৃতি দ্বারা স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। অপর কোন কোন সময়ে খাদ্য দ্রব্যাদির প্রলোভন দর্শাইয়া কুকুরকে কবর হইতে গৃহে আনিবার জন্য চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু কোন উপায়েই সে গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইল না। আহা! কি একান্ত প্রভু-অনুরক্তি; বায়ু সমাগমে সমাধি-সমীপস্থ তৃণ সঞ্চালিত হইলে সে উদ্‌গ্রীব হইয়া তথায় প্রভুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিত, কখন বা উৎকর্ণ হইয়া প্রভুর প্রদত্ত আদেশ পালন জন্য ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিত।

অমানিশির বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল সে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর সমাধি-স্থান হইতে মৃত্তিকা পদ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যেন প্রভুর পদ-সেবা জন্য লালায়িত হইত; কিম্বা যেন স্বীয়

জীবন প্রভু পদে অঞ্জলি প্রদান করিবার অভি-প্রায়ে ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিত।

এই রূপে গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু গুলি বালিকাগণ-প্রদত্ত অতি সামান্য আহারে বিগত করিয়া অবশেষে নিদারুণ শোকে অস্থি চর্ম্মাবশেষ হইয়া সেই সমাধি-স্থানেই জীব-লীলা সম্বরণ করিল।

কি অকৃত্রিম প্রভু ভক্তির পরিচয়! এরূপ বিবরণ পাঠে কোন্ কঠিন হৃদয় না ঈশ্বর প্রেমে বিগলিত হইয়া থাকে?

৩। এক সময় হেলভিলিন-পর্ব্বতস্থ গহ্বরের সন্নিকটে একটী কুকুরের আর্ত্তনাদ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এক কৃষক তাহার অনুগমন করিল। ক্ষণিক পরে দেখিল যে কুকুর এক নর-কঙ্কাল সমীপে গমন করিয়া শোক সূচক শব্দ করিতেছে।

নর-কঙ্কাল দৃষ্টি মাত্রেই কৃষকের স্মরণ হইল যে প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে এক পথিককে সেই দুরারোহ পার্ব্বতীয় পথে গমন করিতে দেখিয়াছিল। তখন অনুমান দ্বারা সাব্যস্থ করিল

যে এ পর্য্যন্ত সেই হতভাগ্য পথিকেরই অস্থি গুলি তাহার প্রিয় বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা রক্ষিত হইতেছে।

সারমেয়ের এই অদ্ভুত প্রভুভক্তি এবং তিন মাস সহজ-প্রাপ্য খাদ্যে স্বীয় জীবন ধারণ করিয়া প্রভুর অস্থি পার্শ্বে অবস্থান বিষয় চিন্তা করিয়া কৃষক পরম পিতার অসীম স্নেহের বিষয় ধ্যান করিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল।

৪। লেউইলিন দি গ্রেট নামক এক জন সেনাধ্যক্ষ স্নোডন পর্ব্বত-তলস্থ ভূমির সন্নিকটে বাস করিতেন। তাঁহার কতকগুলি প্রিয় সার-মেয় ছিল। তন্মধ্যে আবার জেলার্ট নামক একটী বলবান গ্রেহাউণ্ড-জাতীয় কুকুরকে তিনি সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, কারণ ১৫২০ সালে বিলাতের রাজা জন তাঁহাকে ঐ কুকুরটী উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। জেলার্ট রাত্রি কালে প্রভুর শয্যা-গৃহ রক্ষা করিত।

লেউইলিন শিকার গমন কালে ভেরী শব্দ করিবা মাত্রেই কুকুরগুলি আসিয়া উপস্থিত

হইত। এক দিবস উক্ত শব্দ শ্রবণে জেলার্ট সমাগত হইল না দেখিয়া তিনি অধিকক্ষণ শিকার অনুসন্ধান না করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহ দ্বারে আগমন করিয়া দেখেন জেল্লার্টের সর্ব্বশরীর রক্তের চিহ্ন, জিহ্বা এবং নখাগ্র রক্তে পরিপ্লুত। কুকুর প্রভুকে দেখিবা মাত্রেই নিকটস্থ হইয়া পদ লেহনাদি দ্বারা স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

লেউইলিন রক্ত-চিহ্ন দর্শণে উৎকণ্ঠিত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কালেও রক্ত বিন্দু দর্শন করিতে লাগিলেন। জেলার্টও প্রভুর অনুসরণ করিল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া লেউইলিন শিশু পুত্রের শয়নাগার এবং শয্যা নবনিঃসৃত রুধিরে প্লাবিত দেখিয়া উচ্চৈঃ স্বরে পুত্রোদ্দেশে আহ্বান করিলেন। কিন্তু শিশুর কোন উত্তর পাইলেন না; পিতার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তখন নিদারুণ শোকোন্মত্ত হইয়া কুকুরে বালকের জীবন নষ্ট করিয়াছে বিবেচনায় সুতীক্ষ্ণ অসি নিষ্কাসিত করিয়া সারমেয়ের শিরশ্ছেদ করিলেন। খড়্গাঘাতে কুকুর

ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ও গতাসু হইল। কুকুরের মৃত্যু কালীন করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। লেউইলিন দেখেন শিশু গৃহ-পার্শ্বস্থ একখানি বস্ত্ররাশিপরিপূর্ণ কৌচের উপর অক্ষত অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং উক্ত কৌচের নিম্নে একটী প্রকাণ্ডদেহ চিত্র-ব্যাঘ্রের ক্ষত বিক্ষত মৃত দেহ পতিত রহিয়াছে।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া লেউইলিন প্রিয়, অনুরক্ত সারমেয়ের শোকে সমাচ্ছন্ন হইলেন; এবং সে ব্যাঘ্র বধ করিয়া স্বীয় শিশু-সন্তানের জীবন রক্ষা করিয়াছে ইহা বিশদ রূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। সারমেয় বধ-জন্য দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া তথায় প্রিয় অনুচরের স্মরণার্থ একটী প্রস্তরময় সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করিলেন। বিলাতের কবিবর স্পেন্সার এতদ্বিষয়ে একটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

৫। বিলাতের কোন নগর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে এক ব্যক্তি বাস করিত। জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য তাহাকে নগরে আসিয়া

চাকরি করিতে হইত। যে পথ দিয়া তাহার বাটী আগমন করিতে হইত, তাহা অত্যন্ত কদর্য্য এবং দুর্গম; এমন কি কৃষ্ণ পক্ষীয় রজনীতে আলোক ব্যতীত উক্ত পথে নিরাপদে গমনাগমন করা সুকঠিন।

এই কারণে সে কার্‌লো নামে একটী সারমেয়কে দণ্ড দ্বারা একটী ক্ষুদ্র লণ্ঠন বহন করিতে শিক্ষা প্রদান করে। একটী বালক যেরূপ লণ্ঠন বহন করিয়া থাকে, তাহাকেও তদ্রূপ স্থির ও দৃঢ় ভাবে বহন করিতে শিক্ষা প্রদান করা হইল।

গমন কালে কার্‌লো কদাচ লণ্ঠন লইয়া অধিক অগ্রসর হইত না। সর্ব্বদাই প্রভু-সমীপে এরূপ ভাবে গমন করিত যেন লণ্ঠনস্থ আলোক দৃষ্টে প্রভু অক্লেশে পাদবিক্ষেপ করিতে পারেন। রাস্তার কোন ভাগে খাদ কি গর্ত্ত দেখিতে পাইলে সে প্রভুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত। ইহাতে এরূপ ভাব প্রকাশ পাইত যেন সে বলিতেছে "সাবধান, এখানে গর্ত্ত আছে।"

অন্ধকার রাত্রিতে কার্‌লো লণ্ঠন সহ

প্রেরিত হইত। "এস, কার্‌লো, প্রভুকে আনিতে যাও" এই আদেশ শ্রবণ মাত্রেই কার্‌লো প্রভুকে আনিবার জন্য যাত্রা করিত। কোথায় প্রভুর দর্শন পাইবে এবং কোন্ পথ দিয়া আগমন করিতে হইবে, সে সমস্ত কার্‌লো বিশদরূপে অবগত ছিল।

কার্‌লো সকল দিন প্রভুর একস্থানে দেখা পাইত না। নগরে আসিয়া সে দ্রুত গতিতে একটী বাটীতে গমন করিয়া প্রবেশদ্বার পূর্ব্ব-পদ দ্বারা আঁচড়াইত, এবং শব্দ করিত, যেন প্রভুকে বলিত "আসুন, গৃহে গমন করি, লণ্ঠন আনিয়াছি।" তাহার শব্দ শ্রবণ করিয়া গৃহস্থিত কেহ বলিত, "কার্‌লো, তোমার প্রভু এখানে নাই।" ইহা শুনিয়া সে বিরক্তি-ভাব বিজ্ঞাপক মৃদু শব্দে যেন বলিত "তবে তিনি স্থানান্তরে আছেন, দেখা যাউক।" এইরূপে বাটী বাটী ভ্রমণ করিয়া প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিত।

শিক্ষা এবং অভ্যাস গুণে নিকৃষ্ট জীবও মানবের বিস্তর হিত সাধন করিয়া থাকে।

৬। কোন সময়ে একটী অষ্টমবর্ষীয় বালক স্থানান্তর হইতে গৃহে আগমন কালে, পথিমধ্যে একটী অপরিচ্ছন্ন, রুক্ষ এবং খঞ্জ কুকুরকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে দেখিল। এমত অবস্থায় অপর একটী নিষ্ঠুর নির্ব্বোধ বালকে উক্ত নিরীহ সারমেয়ের প্রতি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিত। কিন্তু বালকটী শৈশব অবস্থা হইতে নম্রতা এবং দয়া, দাক্ষিণ্য গুণ শিক্ষা করে। এই হেতু সে পীড়িত কুকুরটীর দুরবস্থা দর্শনে তাহার অনুসরণে প্রতিবন্ধক জন্মাইল না।

বালকটী বাটীতে আগমন করিয়া মাতার নিকটে খঞ্জ কুকুরকে আশ্রয় দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। কুকুর যেন ইহা অবগত হইয়াই বিষণ্ণ বদনে উপস্থিত লোক সকলের মুখপানে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কুকুরের বিমর্ষ বদন দেখিয়া বালক বালিকাগণ তাহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহাদের মাতা তখন সেই নিরীহ, ক্ষুধার্ত্ত খঞ্জ কুকুরটীকে বিতাড়িত না করিয়া তাহাকে

স্নানাগারে স্থান দান করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কারণ তিনিই স্বীয় বালক বালিকা-গণকে দয়ার্দ্র হইতে উপদেশ দিতেন। পরে বালকেরা কুকুরকে কিছু খাদ্য প্রদান করিল এবং শয়ন জন্য এক মুষ্টি তৃণ প্রদান করিল। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে কুকুরের ভগ্নপদ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সুস্থ হইল।

কুকুর, অভিনব গৃহে আগমন এবং বাস জনিত পরম সুখে অবস্থান করিতেছে, ইহা সে আকার ইঙ্গিতে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। বাক্‌শক্তি বিহীন সারমেয় দ্বারা যতদূর সম্ভব ইঙ্গিতাদি দ্বারা সে ততদূর কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান পুরঃসর ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্রমে বালক-বন্ধুদিগের হস্তাদি লেহন এবং তাহাদের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

বালক বালিকাগণ তাহার নাম ইলফ রাখিল। ইলফ এক্ষণে বালকদিগের প্রিয় সহচর হইল। সে ক্রমে তাহাদের সহিত

বিদ্যালয় পর্য্যন্ত গমন করিত। পথিমধ্যে কোন দুষ্ট বালক তাহাদিগকে বিরক্ত কিম্বা প্রহার করিবার উদ্যোগ করিলে সে তৎক্ষণাৎ সেরূপ বালককে বিতাড়িত করিয়া দিত। বালকগণ বিদ্যালয় মধ্যে গমন করিলে সে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া প্রাঙ্গণে কুক্কুটগুলির সন্নিকটে অবস্থান করিত। ইলফ উপস্থিত থাকিতে কেহ কুক্কুট অপহরণ করিতে সক্ষম হইত না, কুক্কুটেরা বাটীর বাহিরে আসিতে পারিত না, কিম্বা কখন কোন মন্দপ্রকৃতি বালক তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে পারিত না।

বিদ্যালয় বন্ধ হইবার সময় গৃহিণী বলিতেন, "ইলফ, সন্তানগণকে বাটী আনিবার সময় হইল," সে তখনই বিদ্যালয়াভিমুখে ধাবিত হইত। ইলফকে এই কার্য্য শিখাইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। তাহার সহজ বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, এমন কি কোন দিবস বৃষ্টি হইতে থাকিলে ইলফ ছত্র সহ বিদ্যালয়ে গমন করিত। এ অবস্থায় কখন কখন অন্যান্য বালক পথিমধ্যে

তাহার নিকট হইতে ছত্রটী গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত, তখন সে অধিকতর বেগে ধাবিত হইত। সুতরাং তাহারা কৃতকার্য্য হইত না।

একটী সামান্য ভগ্নপদ কুকুর কত প্রকারে বাল্য বন্ধুদিগের হিত সাধন করিয়া প্রত্যুপকার করিত।

৭। ফ্রান্স দেশের দক্ষিণ ভাগে এক নগরে প্রতিদিন একটী নির্দ্ধারিত সময়ে বিংশতি জন দীন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার প্রদান করা হইত। তথায় একটী কুকুর আহারের সময় উপস্থিত হইয়া ভুক্তাবশেষ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত অতিথিগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে ভুক্তশেষ প্রাপ্তি সম্ভাবনা না থাকায় অগত্যা ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজনের দ্বারা স্বীয় দুরাশার তৃপ্তি সাধন করিত।

কুকুর এই রূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলে পর নিয়ম হইল যে ঘণ্টা শব্দ হইলেই অতিথি অভ্যাগত দীন ব্যক্তিদিগকে আহারীয়

বস্তু প্রদত্ত হইবে। উক্ত ঘণ্টা দ্বিতল গৃহে এরূপ ভাবে স্থাপিত করিয়া তথা হইতে একটী রজ্জু নিম্ন তলে প্রলম্বিত করিয়া রাখা হইল যে নিম্ন হইতে কোন ব্যক্তি রজ্জু আকর্ষণ করিলেই উক্ত ঘণ্টা নিনাদিত হইত; তখন খাদ্য প্রদাতা অপর একটী রজ্জু দ্বারা খাদ্য বস্তু নিম্নে প্রদান করিতেন। সুতরাং খাদ্য প্রদাতার নিম্ন তলস্থ ব্যক্তিকে দর্শন করিবার উপায় ছিল না কিম্বা আবশ্যক হইত না।

এক দিন অতিথিগণ আহার সমাপনান্তে গমন করিলে, উক্ত সারমেয় শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া দন্ত দ্বারা রজ্জু আকর্ষণ করায় দ্বিতলস্থ ঘণ্টার শব্দ হইল। ঘণ্টার শব্দ শ্রবণ মাত্রেই এক ব্যক্তির আহারোপযোগা খাদ্যাদি সমাগত হইল। কুকুর উহা উপহার স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে ভক্ষণ করিল।

এই সুন্দর উপায়ে কয়েক দিন কুকুরের নির্ব্বিবাদে আহার চলিলে এক দিন দৈবক্রমে ধূর্ত্তের চতুরতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তদবধি গৃহ স্বামী কুকুরের বুদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া

আদেশ করিলেন যে সারমেয়কে প্রতিদিন এক ব্যক্তির আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান করা হইবে।

৮। বিলাতের ডরসেট বিভাগে উইম-রোবনে এক পান্থশালা ছিল। তথায় নেপচুন নামে এক কুকুর থাকিত। তাহার সুখ্যাতি অতি দূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। প্রতি দিন প্রাতে নিকটস্থ একটী গিরজায় ঘড়িতে আটটা বাজিলেই, তাহাকে এক খানি চুপড়ি লইয়া রুটী আনিবার জন্য এক রুটীওয়ালার দোকানাভিমুখে গমন করিতে দেখা যাইত। চুপড়িতে রুটীর মূল্য থাকিত এবং নেপচুন প্রত্যহ দোকান হইতে রুটী আনিত।

চুপড়ি সহ নেপচুন দোকানে উপস্থিত হইলে দোকানদার চুপড়ি হইতে অর্থ লইয়া তাহাতে কয়েক খানি রুটি রাখিয়া দিত। রুটী প্রাপ্ত হইবামাত্রেই সে পান্থশালার পাক-গৃহে আগমন করিয়া তাহা যথা স্থানে স্থাপন করিত। রবিবার প্রাতে সে কদাচ চুপড়ির নিকটে গমন করিত না। সে যেন জানিত যে রবিবারে রুটী বিক্রয় হয় না।

এক দিন রুটী আনিবার সময় তাহা অপহরণ মানসে অপর একটী সারমেয় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য তখন চুপড়িখানি ভূমিতে রাখিয়া আক্রমণকারীর সহিত দ্বন্দ্ব আরম্ভ করিল। পরে তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিহিত শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক চুপড়ি সহ গৃহে আগমন করিল।

৯। কয়েক বৎসর হইলে এক খানি জাহাজ ইংলণ্ড হইতে চীন রাজ্যে গমন করিতেছিল। জাহাজে এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহাদের একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালক এবং বোবী নামক একটি নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর ছিল। কুকুরের নম্রতা এবং আমোদপ্রিয়তায় জাহাজস্থ সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত। বিশেষতঃ বালকটীর সহিত সর্ব্বদা সে ক্রিড়া করিত, এজন্য পরস্পরে বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল।

এক দিবস সন্ধ্যাকালে সহসা প্রবল বায়ু-বেগে জাহাজ খানি উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত

হইলে বালকটী সহসা জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রবক্ষে পতিত হইল।

বালকের অগাধ জলধিতে পতন সংবাদ শ্রবণে সেনাপতি মহাশয় উন্মত্তের ন্যায় দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য এবং অতিশয় ব্যস্ত হইয়া জাহাজ হইতে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা সহ বারিধি-বক্ষে অবতরণ করিলেন। অমা-নিশিতে সমুদ্র হইতে বালককে উদ্ধার করা অসম্ভব বিবেচনায় সকলেই বালকের জীবনা-শয় পরিত্যাগ করিলেন। আহা! পুত্রশোকা-তুর পিতা মাতার অবস্থা তৎকালীন কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে কাহার মনে না শোক উপস্থিত হয়? সকলেই বিমর্ষ, বালকের জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এমত সময় ববী বালকটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলধিতে নিমগ্ন হইয়া তাহাকে মুখে করিয়া কালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া জাহা-জস্থ সকলেই সাহসী ববীকে ধন্যবাদ প্রদান পুরঃসর তাহার প্রতি সমধিক যত্ন প্রদর্শন

করিতে লাগিল। পিতা মাতাও ববীর নিকটে মৃত্যুন্মুখ পুত্রের জীবনরক্ষাজনিত চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইলেন।

১০। বিলাতে এক দিন দুই ভ্রাতায় একত্র হইয়া একটী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর সমভিব্যাহারে বন্য কুক্কুট শিকার করিতে গমন করিয়াছিলেন। পরে কুকুরের মেধা পরীক্ষা করিবার জন্য এক স্থানে উভয়ের টুপী রাখিয়া অনতিদূরে এক নদী তীরস্থ নল খাগড়া পরিপূর্ণ গহনবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় কয়েকটী পক্ষী শিকার করিয়া নদী তীরে ক্ষণিক অগ্রসর হইলেন। পরে কুকুরকে আহ্বান করিয়া উভয়ের টুপী আনিবার জন্য ইঙ্গিত দ্বারা আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই কুকুর ত্বরিতপদে টুপী আনিতে গমন করিল।

কুকুর টুপীর নিকট উপস্থিত হইয়া এককালে উভয় টুপী মুখে করিয়া আনয়ন করিবার বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিল। ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে দুইটী টুপি একবারে আনিবার সুবিধা না দেখিয়া একটু স্থির হইয়া দেখিল

একটী টুপী হইতে অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তখন স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় ক্ষুদ্র টুপীটি বৃহৎ টুপার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পদ দ্বারা উত্তম রূপে প্রবিষ্ট করিয়া উভয় টুপী একত্রে মুখে করিয়া আনিল।

১১। স্বইটজারল্যাণ্ড দেশস্থ আল্‌প পর্ব্বতে সেণ্ট বার্ণাড আশ্রমে এক জাতীয় কুকুর থাকে, তাহাদিগকে সেণ্ট বার্ণাড কুকুর বলে। আল্‌প পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বহুতর সঙ্কীর্ণ এবং উচ্চ পথ আছে, ঐ সমস্ত অপ্রশস্ত পথ দিয়া ইটালী দেশে আসিতে হয়।

গ্রীষ্ম কালেও এই পর্ব্বতোপরি হিম-বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। শীত ঋতুতে হিম-বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় এবং পথগুলি অতি-শয় ভয়াবহ হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে পরি-স্কার এবং পরিচ্ছন্ন প্রাতঃকালের পরেও সহসা প্রবল হিম-বায়ু উত্থিত হইয়া থাকে। তখন বায়ু সহযোগে এতাধিক পরিমাণে নীহার পতিত হয় যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পথিক হিমরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়।

শীত ঋতুতে এই হিমগিরি পার হইতে গিয়া অনেক সময় এক কালে প্রায় শতাধিক মনুষ্য অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু সেণ্ট বার্ণাড কুকুরের প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বে এবং সাহায্যে অনেকে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। এসমস্ত কুকুর সেণ্ট বার্ণাড নামক ভজনাগার হইতে সেণ্ট বার্ণাড কুকুর নামে পরিচিত। আল্পাইন পর্ব্বতস্থ গ্রাণ্ড সেণ্ট বার্ণাড নামক একটি অত্যন্ত ভয়াবহ পথের উপরিভাগে এই আশ্রমটি বিরাজিত। আশ্রমে পরম ইষ্ট নিষ্ঠ ভক্তি-পরায়ণ সন্ন্যাসীগণ পথিকের সাহায্যার্থে সম্বৎ-সর কাল অবস্থান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহা-দের কুকুরের সাহায্যে বহুতর মানব জীবন রক্ষা করেন।

ঐ মুমূর্ষু প্রায় পথিকদিগের অনুসন্ধান জন্য কুকুরদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং শীতাগম হইতে প্রতিদিন দুইটি করিয়া কুকুর আশ্রম হইতে পথ গুলিতে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। তাহাদের একটির গলদেশে এক পাত্র খাদ্য এবং ব্রাণ্ডী নামক সুরা, অপরটির পৃষ্ঠ-

দেশে একখানি উষ্ণ গাত্রাবরণ আবদ্ধ থাকে, কারণ মুমূর্ষু ব্যক্তি মাত্রেই অন্ন, পানীয় এবং বস্ত্র সাহায্য এককালে প্রাপ্ত হইতে পারে।

কোন পথিক চলিতে সক্ষম হইলে কুকুর আশ্রমের পথ প্রদর্শন করায় এবং সমস্ত পথ তার স্বরে শব্দ করিতে থাকে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে যদি অন্য কোন রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হয়, কিম্বা আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণ তাহাদের আগমন সম্বাদ পরিজ্ঞাত হইয়া অগ্রসর হইতে পারেন। কাহাকে আবার সমধিক দুর্ব্বল এবং শীত জনিত বিকলাঙ্গ দর্শন করিলে তাহারা সন্ন্যাসীগণকে তৎসম্বাদ বিদিত করিবার জন্য আশ্রমে প্রত্যাগমন করে, এবং মুমূর্ষু ব্যক্তি যে স্থানে আছে তথায় সমভিব্যহারে লইয়া যায়।

যদি কোন সময়ে কোন পথিক তুষার মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়ে; এবং যখন সন্ন্যাসীরা কোন ক্রমে তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে পারেন না, তখন কুকুরগণ তীব্র ঘ্রাণশক্তি দ্বারা মরণোন্মুখ মানবকে নীহাররাশির মধ্য হইতে বাহির করে এবং সন্ন্যাসীর আগমন কাল

পর্য্যন্ত উচ্চরবে চীৎকার ও পদ দ্বারা সে স্থানের তুষার আকর্ষণ করিতে থাকে।

এই উপায়ে একটী কুকুর ৪২টি অমূল্য মানব-জীবন মৃত্যু গ্রাস হইতে রক্ষা করে। সে কুকুটির নাম বারী, সে অত্যন্ত সাহসী এবং চতুর।

এক সময় একটি স্ত্রীলোক স্বীয় শিশু সমভিব্যহারে এই পর্ব্বত আরোহণ কালে হিম রাশি মধ্যে পতিত হয়। বারী উক্ত বালককে অক্ষত অবস্থায় দেখে, কিন্তু তাহার শরীর তখন শীতল, কঠিন এবং স্পন্দহীন হইয়াছিল। সে কৌশল ক্রমে বালককে স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আশ্রম দ্বারে উপনীত হইল। পরে সন্ন্যাসীরা সেই বালকের জীবন রক্ষা করে।

কি অদ্ভুত ঘটনাবলী। ভগবান্ কি অসীম কৃপায় দীন দরিদ্রদিগকে রক্ষা করেন।

আমেরিকার উত্তর প্রান্তে যে আদিম অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদিগের নাম এসকুইমো জাতি। ইহারা অতিশয় দরিদ্রাবস্থায় কাল যাপন করে। কুকুরের দ্বারা এই জাতীয়

লোকে অনেক প্রকারে উপকৃত হয়। মৃগয়া, ভারবহন এবং তুষারাবৃত দুর্গম পথে গমনাগমন জন্য কুকুরেরা তাহাদের প্রধান সহায়। আরবদিগের উষ্ট্র, ভারতবাসীর গো এবং ল্যাপলাণ্ড বাসীদিগের বল্‌গা-হরিণের ন্যায় এসকুইমোর কুকুর ভিন্ন কোন ক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। ইহাদের কুকুরগুলি সর্ব্বদাই প্রভুর আজ্ঞাধীন, তাহারা অল্পমাত্র আহার প্রাপ্ত হইয়াও ইহাদের বিলক্ষণ প্রহার সহ্য করে। আবার সিল-মৎস্য, বল্‌গা-হরিণ ও শ্বেত বরাহ শিকার করিয়া প্রভুকে উপহার প্রদান করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এক একটি কুকুর ১৫ সের পর্য্যন্ত ভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া শিকার কালে প্রভুর অনুসরণ করিয়া থাকে। শীত কালে চক্রহীন শকটে কয়েকটি কুকুর যোজনা করিলে তাহারা ৫।৬ জন ব্যক্তিকে প্রতি ঘণ্টায় ৭।৮ মাইল পথ লইয়া যায়। সময় সময় এইরূপে ৬০ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে কষ্ট বোধ করে না। কুকুরদিগকে অধিক প্রহার করিলে কিম্বা অনাহারে

রাখিলে কোন রূপ বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু তথাপি বিদ্রোহী হয় না। পুরুষদিগের অপেক্ষা এসকুইমো রমণীরা কুকুরদিগের প্রতি সমধিক সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা ক্লান্ত বা পীড়িত হইলে যত্ন ও আদর প্রদর্শন করে, এই জন্য কুকুরেরা স্ত্রীলোকদিগের নিতান্ত বশীভূত। অত্যন্ত ক্ষুধা কিম্বা বিরক্তির সময় পুরুষদিগের নিকটে গমন করে না; কিন্তু স্ত্রীলোকে আহ্বান করিলে স্কন্ধে যোয়াল লইবে এবং শকট টানিয়া লইয়া যাইবে।

সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন প্যারী উত্তর মহাসাগরের পথ আবিষ্কার জন্য যখন দ্বিতীয় বার যাত্রা করেন, তৎকালে তিনি এসকুইমো কুকুরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত বিবরণের কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

এসকুইমোরা চক্রহীন শকটে ১০।১২টী কুকুর শ্রেণী বদ্ধ করিয়া সংযোজিত করে। পরে সিল মৎস্য কিম্বা মৃগ-চর্ম্মের এক প্রকার লাগাম এক গাছি করিয়া প্রত্যেক কুকুরের গলদেশে বদ্ধ করে, এবং অপর এক গাছি

সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের ভিতর প্রদান করে, পরে একটী চর্ম্ম রজ্জু তাহাদের পৃষ্ঠোপরি প্রদান করিয়া লাগাম এবং গাড়ীর সহিত বাঁধিয়া দেয়। কুকুর দলের সম্মুখস্থ একটী বিশেষ তেজস্বী এবং মেধাবী কুক্কুরকে নেতা স্বরূপে স্থাপন করিয়া এক গাছি দীর্ঘ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে। যে দিকে গমন করিতে হইবে, শকট চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই সম্মুখস্থ কুকুর সেই দিকে শকট লইয়া যায়। নেতা স্ত্রী বা পুরুষ উভয় প্রকার সারমেয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার বয়ঃক্রম অল্প বা অধিক হইলেও ক্ষতি নাই; তাহার বুদ্ধির প্রখরতা এবং কার্য্যদক্ষতা দর্শনে তাহাকে উক্ত কার্য্যে মনোনীত করা হইয়া থাকে। শকট সংযোজিত অন্যান্য কুকুরগুলি শিক্ষা এবং মেধা অনুসারে নেতার পশ্চাৎ গমন করে; যে কুকুর তাদৃশ পটু নহে, তাহাকে শকটের নিকটেই যোজিত করা হয়। শকট হইতে দলপতি সারমেয় প্রায় দ্বাদশ হস্ত দূরে অবস্থিতি করে এবং সকলের পশ্চাৎ কুকুর গাড়ী হইতে ৬

হস্ত দূরে থাকে। যৎকালে ১০।১২টী সারমেয় শ্রেণী বদ্ধ হইয়া গমন করিতে থাকে, সে সময় অনেক গুলি পাশাপাশি হইয়া গমন করে। শকট-চালক গাড়ীর সম্মুখে নিম্ন আসনে উপ-বেশন করিয়া থাকে। হস্তে এক গাছি চাবুক থাকে। চাবুকের ছড়ি কাষ্ঠ বা অস্থি নির্ম্মিত, দীর্ঘ এক হস্ত পরিমিত। এবং রজ্জু প্রায় ত্রয়োদশ হস্ত দীর্ঘ, এতাধিক দীর্ঘ হইবার কারণ এই যে উহা কুকুর গুলির গাত্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে। এই রজ্জু শীত কালে নমনীয় হইতে পারে এজন্য স্ত্রীলোকে তাহা চিবাইয়া দিয়া থাকে। চাবুকের ভয়ে কুকুর গুলি শাসনে থাকে, তাহা না হইলে, তাহারা স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। সময়ে সময়ে চাবুক চালনায় গতির ব্যতিক্রম ঘটে; কোন কুকুরকে প্রহার করিলে সে পশ্চাৎ পদ হইয়া লাগাম শ্লথ করিয়া দেয়, এবং অপর কুকুরের গাত্রোপরি পতিত হয়, সে আবার অন্যের উপর পতিত হয়, এইরূপে যোজিত কুকুরগুলির মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া

তাহাদের চিৎকার ধ্বনি ও দন্ত পংক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পরে সকলে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া পুনরায় দ্রুতবেগে গমন করে।

শকট চালনার জন্য সর্ব্বদাই চাবুক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে গাড়োয়ানেরা যেরূপ গো বা অশ্বযান চালনা কালে বিবিধ প্রকার শব্দ করিতে থাকে, এই সমস্ত শকট চালকও তদ্রূপ শব্দ করে। সুশিক্ষিত নেতা কুকুর, চালকের স্বর অবগত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সহকারে দ্রুত পাদবিক্ষেপে গমন করিতে থাকে এবং প্রয়োজন মতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে। যে পথে একবার গতিবিধি করিয়াছে কিম্বা যাহার উপর পদ চিহ্ন বা শকট চিহ্ন আছে, কুকুরদিগকে সেরূপ পন্থায় চালনা করা অতি সুগম।

ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশির নীহার-পাত মধ্যেও নেতা তীব্র ঘ্রাণ শক্তি বলে ভূমি আঘ্রাণ করিতে করিতে আশ্চর্য্য চতুরতার সহিত শকট সহ গমন করে, ক্ষণমাত্রও পথ

ভ্রান্ত হয় না। সময় সময় পথে কোনরূপ চিহ্ন না থাকিলে পথের সামান্য ভ্রম হইয়া থাকে। অতিরিক্ত নীহার পতনে যৎকালে পথ নিতান্ত কদর্য্য হয়, তখন চালকের বার বার নিম্নে আগমন করিয়া শকটখানি ঠিক্ করিয়া দিতে হয়। এরূপ শকট চালনা কার্য্যে চালককে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিতে হয়, পদ সঞ্চালন, অবিশ্রান্ত বাক্যব্যয় এবং মধ্যে মধ্যে চাবুক ব্যবহার করিতে হয়। পথ বিসম হইলে বিরামের সময় থাকে না। গাড়ী থামাইবার সময় "ও ওলা" এবং দ্রুত চালাইবার সময় "নেন্নুক" শব্দে সঙ্কেত করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে উক্ত দেশের শ্বেত ভল্লুককে "নেন্নুক" বলে। তাহাদের প্রতি সেথাকার সারমেয়গুলির দারুণ বিদ্বেষ। শ্বেত ভল্লুক দৃষ্টি মাত্রই কুকুর প্রাণপণে দৌড়িয়া তাহাকে আক্রমণ করে। না দেখিলেও "নেন্নুক" নাম শ্রবণেও দ্রুত বেগে গমন করিতে থাকে।

কুকুরদিগকে যৎকালে অধিক ভার বহন

করিতে হয়, তৎকালে এক জন পরিচিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ রমণী, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গমন করিতে থাকে, কখন কখন চর্ম্ম খণ্ড কুকুর দলের সম্মুখে প্রদান করা হয়, তাহারা মাংস খণ্ড ভ্রমে উহা গ্রহণ জন্য ধাবিত হয়। পথ এবং বহনীয় দ্রব্যের গুরুত্বানুসারে তাহারা অল্প বা অধিক পথ গমনে সক্ষম হইয়া থাকে।

পথ সমতল এবং দৃঢ় হইলে ৭ টা কুকুরে ১৩ মণ পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি সহ ঘণ্টায় ৭ মাইল পথ গমন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় প্রতি দিন ৫০।৬০ মাইল ভ্রমণ করিতে ক্লান্ত হয় না।

১৩। একদা মেজী নামক একটী বালিকা তাহার সহোদর এনড্রুর সহিত এক উপসাগর উপকূলে ভ্রমণ জন্য গমন করে। তথায় উপনীত হইয়া দান নামক এক জন মৎস্য-জীবীকে এক খানি কাষ্ঠাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় জাল মেরামত করিতে দর্শন করিল। মেজী বৃদ্ধ দানকে এক পেনী দান করিতে অভিলাষী হইলে, তাহার ভ্রাতা কিঞ্চিৎ

অগ্রসর হইয়া মৃদুস্বরে বলিল "মেজি! ও ত ভিক্ষুক নহে।"

মেজী এই উপদেশ অবহেলা করিয়া পুনরায় দানের নিকটস্থ হইয়া বলিল "দান, আমার প্রদত্ত পেনিটী গ্রহণ কর"। তখন দান স্মিতবদনে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া মেজীকে আশীর্ব্বাদ করিল।

তৎপরে উভয় সহোদর সৈকত ভূমিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেল্ (শম্বুকের চিত্র বিচিত্র আবরণ) সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। এ সময় উভয় ভ্রাতা ও ভগ্নিতে এরূপ ধার্য্য হইল যে উভয়ের খোলা সংগ্রহান্তে দেখা যাইবে কাহার খোলা ভাল হয়, এজন্য উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে আবরণ সংগ্রহে গমন করিল।

মেজী মনোনিবেশ পূর্ব্বক আবরণ সংগ্রহ করায়, কত সময় অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়া এবং সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র পাহাড়োপরি শ্রমাপনোদন জন্য অবস্থান করিল। কিয়ৎ কাল পরেই দানের বৃহৎ কুকুর রোভারের

ভিন্ন একটী পাহাড় হইতে আগমন-শব্দে মেজী চমকিত হইল।

রোভার মেজী সমীপে আগমন করিয়া তাহার হস্ত লেহন করিল এবং মৃদুশব্দ করিয়া সাবধানে তাহার গাত্রাবরণ-বস্ত্র দন্ত দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল।

মেজী তখন রোভারের মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আপনা আপনি বলিল, "বোধ করি রোভার আমাকে গৃহে গমন জন্য অনুরোধ করিতেছে।" পরে পাহাড় হইতে গৃহাভি-মুখে উভয়ে গমন করিতে লাগিল।

আহা! যাহা ভাবিয়া উপসাগর বক্ষে গমন করিয়াছিল, তীরে আগমন কালে পুনরাগমন তাদৃশ সুগম হইল না। উপসাগরস্থ পার্ব্বতীয় গহ্বরে নিম্ন-গমন যেরূপ সুসাধ্য, প্রত্যাগমন তাদৃশ নহে। বিশেষতঃ জোয়ার আসায় প্রস্তর-ময় পথ আর্দ্র এবং পিচ্ছিল হইয়াছিল। বিপদ কালে "বালানাং রোদনং বলং" মেজী তাহাই করিল; কিন্তু জল-কল্লোলের উচ্চতর শব্দে তাহার ক্রন্দন ধ্বনি কাহারও শ্রুতিগোচর

হইল না। এই সময় মেধাবী এবং দয়ার্দ্র কুকুর রোভারের সাহায্য ব্যতীত নিশ্চয়ই মেজীকে জলমগ্ন হইতে হইত।

রোভার তখন আসন্ন বিপদ্‌পাত হইতে উদ্ধারের অনন্যোপায় হইয়া এক খণ্ড উচ্চ প্রস্তরোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তার স্বরে এরূপ বিকট শব্দ করিল যে তাহা জল-কল্লোলের শব্দ হইতেও উচ্চতর হইয়া সকলের শ্রুতি গোচর হইল।

পক্ষান্তরে এন্‌ড্রু আবরণ সংগ্রহে ক্লিষ্ট হইয়া প্রিয় ভগ্নীর অদর্শনে ব্যাকুল হইল এবং ভাবিল, বোধ হয় এতক্ষণ সে বাটী গমন করিয়া থাকিবে। এই রূপ ভাবিয়া গৃহে গমন করিল। কিন্তু মেজীকে দেখিতে পাইল না।

ইত্যবকাশে বৃদ্ধ জালুক জাল শুষ্ক করিবার জন্য পর্ব্বত-শিখরে গমন করিয়া একটী কুকুরের উচ্চশব্দ শ্রবণ করিল। শব্দ শুনিবামাত্রই দান তাহার প্রিয় কুকুর রোভারের বিপদকালীন শব্দ বলিয়া স্থির করিল এবং যে

দিক্ হইতে শব্দ শ্রুত হওয়া যাইতেছিল, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল যে রোভার সাহায্য প্রত্যাশায় চীৎকার করিতেছে এবং হতচেতনা বালিকা তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তখন সে আপনা আপনি বলিল "ভগবান রক্ষা করুন, এই বালিকাটীই অদ্য প্রাতে আমার প্রতি সদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল।" জালুক অনতিবিলম্বে আপন কুটীরাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিয়া পুত্রদিগকে বলিল "বালকগণ, মুহূর্ত্ত মধ্যে নৌকা লইয়া মিছেল উপসাগরে গমন পূর্ব্বক একটী নিঃসহায়া বালিকাকে জলমজ্জন হইতে রক্ষা কর।"

জালুক-বালকগণ তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিয়া মেজী এবং রোভারকে নিরাপদে তীরে আনয়ন করিল।

বৃদ্ধ দান তখন বালিকাকে নৌকা হইতে উত্তোলন করিয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করিল এবং মিসিস্ ওয়াট্সন্‌কে বলিল, মা ঠাকুরাণী! "বালিকা প্রদত্ত পেনি মুদ্রাটীই এই অমূল্য জীবন রক্ষা করিল।" যখন এই

বালিকাটী আমার হস্তে সেই পেনিটী প্রদান করিয়াছিল, তৎকালে দেখিয়াছিলাম রোভার তাহার প্রতি এরূপ ভাবে নিরীক্ষণ করিল, যেন সে বলিতেছিল "সরলে, অদ্য হইতে রোভার তোমার মিত্র হইল।" আমিও ইতিপূর্ব্বে ভাবিতেছিলাম যে রোভার বোধ হয় সমস্ত দিন বালিকাকে রক্ষা করিতেছে, কারণ সে আমার নিকট আইসে নাই।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ওয়াট্‌সন্ নাম্নী রমণী কুকুরটীকে ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ দান তাহার প্রিয় সহচরকে সামান্য অর্থলোভে বিনিময় করিতে সম্মত হইল না।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে রোভার একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা সহ মেজীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে এরূপ লেখা ছিল,—

"মেজী কি এখন হইতে প্রভুহীন রোভারকে লালন পালন করিতে সম্মত আছেন?"

১৪। অডিসাস বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজধানীতে

প্রত্যাগমন করিলে আরগস্ নামক কুকুর স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিয়াছিল। সে বার্দ্ধক্য পীড়া এবং অযত্ন-জনিত ক্লেশে একটী অপ-রিচ্ছন্ন স্থানে শয়ন করিয়াও দেবানুগ্রহে ভিন্না-কৃতি প্রভুকে স্বীয় স্বাভাবিক সংস্কারানুসারে অবগত হইয়াছিল। মুমূর্ষাবস্থাতে কুকুরের প্রভুভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বজ্রহৃদয় বীর-শ্রেষ্ঠ ইউলিসিসের নেত্রবারি বিগলিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

"And when he marked Odysseus in the way
And could no longer to his lord come near,
Fawned with his tail, and drooped in feeble play,
His ears Odysseus turning wiped a tear."

১৫। কোন সময় আদম বিদি তাঁহার জননীর সহিত পরুষবাক্যে কথোপকথন করিয়া স্বীয় অনুচর জীপ নামক কুকুরের প্রতি অমিয় বচনে স্নেহ প্রদর্শন করেন। কবিরা তাঁহার এরূপ প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের এই হেতু নির্দ্দেশ করেন যে, পুরুষ রমণীর প্রেম অপেক্ষা প্রেমিক পশুর প্রেমে অধিকতর কৃপা প্রকাশ

করিয়া থাকে, কারণ তাহারা ভালবাসা এবং মনোভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

১৬। জাপানে কুকুরের সংখ্যা করা যায় না। অসংখ্য কুকুর জাপানের নগরগুলিতে অত্যন্ত উৎপাত করিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের গাত্রে কেহ প্রহার করিতে পারে না। সে দেশে কুকুরদিগের এতাদৃশ সমাদর হইবার হেতু এই যে, জনশ্রুতি আছে, অষ্টা-দশ শতাব্দীতে জাপান রাজ্যে এক সম্রাটের কুকুর-রাশিতে জন্ম হয়। ভারতবর্ষস্থ রাশি চক্রে যেরূপ মেষ, বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশটী চিহ্ন আছে, জাপানীদেরও তদ্রূপ দ্বাদশ রাশি-চিহ্ন আছে এবং কুকুর তাহার মধ্যে এক রাশি। সম্রাটেরা আপন রাশিবিশিষ্ট পশুগুলির উপর সমধিক আদর প্রদর্শন করিতেন। রোম-সম্রাট আগষ্টস্ মেষ রাশিতে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া মেষদিগের প্রতি তাঁহার সাতিশয় ভক্তি ছিল। কুকুর-রাশি-জাত জাপান সম্রাট যৎকালে সিংহাসনে অধিরোহণ করি-লেন, সে সময় হইতেই নিয়ম প্রচার হইল

যে "অদ্য হইতে কুকুরদিগকে পরম পবিত্র জীব বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে হইবে।" সম্রাটের আজ্ঞা প্রজামণ্ডলীর শিরোধার্য্য। সেই জন্য জাপানে যত কুকুর, তুরস্ক ভিন্ন ভূমণ্ডলের আর কোন দেশেও এতাধিক দৃষ্ট হয় না। জাপানী কুকুরগুলি অস্বামিক। তাহারা রাজানুগ্রহে রাজপথসমূহে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে এবং পথিকগণকে বিতাড়িত করে; বিশেষতঃ পথিক, ভিন্ন-দেশবাসী এবং খৃষ্টীয় বেশধারী হইলে, তাঁহার উপর কুকুরের ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। তাহারা যদি দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উচ্চরবে চীৎকার, এবং দারুণ গর্জ্জন করিতে করিতে দন্ত পংক্তি প্রদর্শন করে। জাপানে কুকুরের মর্য্যাদা এত যে তাহারা দংশন করিলেও তাহাদিগকে বধ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কুকুর শত সহস্র প্রকারে ক্ষতি করিলেও তাহাকে বধ করা মহা অপরাধ। প্রতি নগরে রাজ-সরকার হইতে কুকুর-রক্ষক নিযুক্ত আছে। যদি কোন কুকুর কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার কি ক্ষতি করে,

তাহা হইলে রক্ষকদিগকে সংবাদ করিতে হয় এবং তাহারাই তদ্বিষয়ের প্রতিবিধান করে। রাজপথ মাত্রেই কতকগুলি করিয়া কুকুর রাখিতে হয়, অন্ততঃ তাহাদের জন্য খাদ্য দ্রব্যাদি রাখিয়া দিতে হয়। নগরের প্রত্যেক বিভাগে কুকুরের আবাস ভবন ও চিকিৎসালয় নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন সারমেয় রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে তথায় রাখিয়া আসিতে হয়।

কুকুরের মৃত্যু হইলে কোন পর্ব্বতের শিখর দেশে যে স্থানে মানবের সমাধি স্থান, তথায় কুকুরের মৃত দেহ লইয়া সম্মানপূর্ব্বক তাহার কবর দিতে হয়। এই বিষয়ে একটী কৌতুক-জনক গল্প আছে। একজন স্বয়ং একটী কুকুরের মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া পর্ব্বত-শিখরে গমন করে; দুরারোহ পর্ব্বতে উঠিতে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হয় সুতরাং সে ক্রোধে ও দুঃখে সম্রাটের জন্মদিবসের ও স্বেচ্ছাচার আদেশের উপর অভিসম্পাত করে। তখন তাহার সঙ্গী তাহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দিয়া বলিল, "দেখ ভাই অভিসম্পাত না করিয়া দেবতা-

দিগকে ধন্যবাদ প্রদান কর” কারণ সম্রাট কুকুর-রাশিতে জন্মগ্রহণ না করিয়া যদি অশ্ব-রাশিতে ভূমিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে হয়ত আরো কত ভারি দ্রব্যাদি বহন করিতে হইত।

১৭। অসাধারণ ধী-শক্তি-সুম্পন্ন মহানুভব সার আইজাক নিউটনের ডায়মণ্ড (হীরা) নামে একটী ক্ষুদ্র কুকুর ছিল। এক দিবস কোন কার্য্যানুরোধে তিনি পাঠগৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়াছেন, ইত্যবসরে ডায়মণ্ড তাঁহার টেবিলের উপর উঠিয়া অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা জ্বলন্ত বর্ত্তিকাস্তম্ভ হঠাৎ বিপর্য্যস্ত করে। তাহাতে অনতিবিলম্বেই নিউটনের সমুদয় কাগজপত্র ভস্মাবশেষ হয়। ইহাতে তাঁহার বহুকালের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। পরে তিনি পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া এই ব্যাপার অবলোকন করতঃ প্রিয় কুকুরকে প্রহার না করিয়া এইমাত্র বলিলেন “ডায়মণ্ড, তুমি যে আমার কি অনিষ্ট করিয়াছ, তাহার কিছুই তুমি জান না।”

১৮। লেডি ফ্লোরেন্স ডিক্সি নাম্নী কোন রমণী উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তী নিজের বাটীতে

ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় স্ত্রীবেশধারী দুই ব্যক্তি আসিয়া সহসা তাঁহাকে দুইবার আঘাত করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আত্ম-রক্ষা করিবার সময় শুদ্ধ তাঁহার হস্তে আঘাত লাগিয়াছিল, জীবন নষ্ট হয় নাই। তিনি যখন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন সেই সময় তাঁহার একটী কুকুর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

১৯। বিলাতে এক ব্যক্তির কাষ্ঠের আড়তে এক প্রহরী কুকুর (Guard Dog) ছিল। এক দিন রাত্রি কালে এক বক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত তথায় প্রবেশ করিবামাত্র সে ঘোরতর শব্দে আগন্তুক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিল। কুকুরের দংশন ভয়ে পথভ্রান্ত ব্যক্তি ভূতলশায়ী হইয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের বহুবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কোন প্রকারে চতুর ওসতর্ক কুকুরের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এমত সময় অপর এক ব্যক্তি সেই পথে গমন করিতেছিল, পথি-কের দুর্দ্দশা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া গৃহস্থকে জাগ-

রিত করিল। গৃহস্থ স্বয়ং আড়তে আগমন করিলে আগন্তুক কুকুরহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। প্রভুভক্ত সারমেয়ের প্রভুর সম্পত্তি রক্ষার জন্য এতাধিক যত্ন দর্শনে উপস্থিত সকলে পুলকিত হইলেন, এবং কুকুর পথিকের কলেবর দংশন করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে এবং তাহাকে দারুণ ক্লেশ দিয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া পথিকের অঙ্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কুকুর আয়ত্তাধীন ব্যক্তিকে দংশন না করিয়া শুদ্ধ তাহার গাত্রাবরণ প্রভৃতি আকর্ষণ দ্বারা অনবরত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। পথিক তখন কাতর স্বরে কহিল মহাশয়, আমার শরীরের সামান্য গতি কিম্বা অঙ্গসঞ্চালন মাত্রেই সে এরূপ ভাবে শব্দ করিতে লাগিল, যেন নিশ্চয়ই আমাকে দংশন করিল। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে প্রহরিহস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম তজ্জন্য মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

২০। বিলাতের লর্ড মেনাড়ের কয়েকটী

সবল এবং বীর্য্যবান শিকারী কুকুর ছিল। তাহাদের মধ্যে একটী কুকুরকে এক ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ইয়োরোপে লইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর অতীত হইলে অপহৃত কুকুর স্বীয় প্রভুসমীপে পুনরাগমন করিয়া অতুল প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদান করিল।

২১। ইংলণ্ডবাসী মিং সাদের পিতামহ মহাশয়ের একটী বুদ্ধিমান সারমেয় ছিল। সে প্রতি শনিবারে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া এক হাঠে মাংস বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য গমন করিত।

২২। আয়ারল্যাণ্ডবাসী এক ব্যক্তির একটী কুকুর ছিল সে প্রতি শুক্রবারে অনসনব্রত অবলম্বন করিত।

২৩। ইংলণ্ডের নর্দ্দাম্বারল্যাণ্ড বিভাগস্থ হেক্স্হাম গ্রামে এক কসাই আষ্টন বাজারে প্রতিদিন কতক গুলি পশু লইয়া গমন করিত। হেক্স্হাম হইতে বাজার নয় মাইল ব্যবধান। ঐ কসাইয়ের সঙ্গে একটী কুকুর থাকিত। এক দিবস কার্য্যগতিকে

কসাই স্বীয় দোকানে গমন করিতে না পারিয়া বিশ্বস্থ কুকুরসহ বহুবিধ পশু দোকানে প্রেরণ করিল। কুকুর পশুগুলিকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর দোকান সমীপে উপস্থিত হইল এবং উচ্চরবে দোকানরক্ষকের নিকটে পশুগুলি রাখিয়া শ্রম দূর করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আলষ্টনের নিম্নভূমিতে যে সকল পশু বিচরণ করিতেছিল, কুকুর পশুপাল সহ তথায় উপনীত হইয়া তৎসমুদায় পশু বিতাড়িত করিয়া স্বীয় পশুপাল সহ বাজারাভিমুখে গমন করিল।

২৪। প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ ব্লেন মহোদয় বলেন যে এক দরিদ্র ব্যক্তির একটী কুকুর ছিল। এক সময় সে রোগাক্রান্ত হইয়া উত্থান-শক্তি-রহিত ও মুমূর্ষ হইলে তাহার প্রিয় কুকুরই নিত্য তাহার আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত। কুকুর স্বেচ্ছা বিচরণে যে কিছু খাদ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইতে সদ্য মৎস্য বা মাংস খণ্ড প্রভৃতি নিত্য মুমূর্ষ প্রভু-সমীপে আনয়ন করিয়া উপহার প্রদান করিত। এই উপায়ে দরিদ্র ব্যক্তি কালক্রমে নিরাময় ও

স্বাস্থ্য লাভ করিয়া আপন আহার্য্য সংগ্রহে সক্ষম হইল। ব্লেন মহাশয় উক্ত কুকুরটী স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার প্রভু প্রমুখাৎ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন।

২৫। জর্ম্মণী দেশীয় এক জন সম্পন্ন ব্যক্তির একটী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড জাতীয় কুকুর ছিল। তিনি দেশ ভ্রমণকালে পান্থশালায় তাঁহার নিজের আহারের জন্য দৈনিক যে অর্থব্যয় করিতেন, অনুগত কুকুরকে প্রতিদিন তাহার অর্দ্ধমূল্যের আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। হলাণ্ড দেশ পর্য্যটন কালে এক দিবস সন্ধ্যাকালে তিনি একটী হ্রদের উচ্চ তীরভূমি হইতে নিম্ন গভীর প্রশস্ত জলাশয়ে পতিত হইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ধনী সন্তরণ শিক্ষা করেন নাই, সুতরাং সত্বর হতচেতন হইয়া জলমগ্ন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে চেতনালাভ করিয়া দেখেন যে উক্ত হ্রদের যে তীরে তিনি পতিত হন তাহার অপর পারস্থ এক কুটীরে শায়িত আছেন এবং কতকগুলি অপরিচিত লোকে তাঁহার সেবা সুশ্রুষা করিতেছে। সংজ্ঞা লাভানন্তর এরূপ অব-

স্থায় অবস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সুশ্রুষাকারীর মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল যে নিকটস্থ শস্যক্ষেত্র হইতে তাহাদের গৃহে প্রত্যাগমন কালে দূর হইতে দেখে যে একটী কুকুর গভীর হ্রদ-বক্ষে সন্তরণ করিয়া কোন পদার্থ আকর্ষণ করিতেছে। পরে সে ও অপর কৃষকগণ অগ্রসর হইয়া দেখে যে বিস্তর চেষ্টা ও শ্রমে একটী সারমেয় এক জলমগ্ন মানবদেহ তীরে আনয়ন করিয়া তাহার মুখ-মণ্ডল লেহন করিতে লাগিল। তখন আমরা দ্রুতবেগে মৃতপ্রায় নরমূর্ত্তি সন্নিধানে গমন করিয়া নিকটস্থিত সেই কুটীরে আনয়ন করতঃ সেবা পরিচর্য্যায় আপনার জীবনরক্ষা করিয়াছি। তখন ধনীব্যক্তি প্রিয় অনুচর সারমেয় কর্ত্তৃক পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইবার বিবরণ অবগত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন। বারিমধ্য হইতে তাঁহাকে তীরে আকর্ষণ কালে কুকুরের কয়েকটী দন্ত তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ হইয়াছিল এবং অল্প দিবস মধ্যেই উক্ত ক্ষত নিরাময় হইল। দন্তচিহ্নগুলি বিলুপ্ত না হওয়ায় তিনি অনেক

সময় সগর্ব্বে বন্ধুবান্ধবগণকে উক্ত চিহ্নগুলি প্রদর্শন করিতেন।

২৬। কোন সময় নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে এক খানি জাহাজ ইংলণ্ডে আসিতেছিল। জাহাজের উপরে একটী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর ছিল। এক দিবস রাত্রিকালে সহসা সমুদ্রে গর্ভে প্রবল বায়ু উত্থিত হওয়ায় সাগর-তরঙ্গে জাহাজখানি আলোড়িত হইলে কুকুরটী বারিধিগর্ভে পতিত হইল। কুকুর সেই ঘোর রজনীর অবশিষ্ট কাল সাগর বক্ষে সন্তরণ করিয়াও জীবিত ছিল। রজনী প্রভাত হইলে নাবিকগণ জাহাজের উপর হইতে তাহাকে অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাহাকে জাহাজোপরি উত্তোলন করিল।

২৭। ভারতবর্ষস্থ কোন দেশে কতকগুলি বন্য বিড়াল গতিবিধি করিত। এক দিবস সায়ংকালে একটী ক্ষুদ্রকায় Foxterrier কুকুরের সহিত বন্য বিড়ালের যুদ্ধ হয়, প্রায় দশ মিনিট পর্য্যন্ত উভয়ে যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে টেরিয়ার কুকুর জয় লাভ করে। বন্য বিড়ালটী

ওজনে দশসের এক পোয়া এবং কুকুরটী ওজনে দশসের দশ ছটাক হইয়াছিল। কুকুর বিড়াল অপেক্ষা দেড় পোয়া মাত্র ওজনে ভারি ছিল।

২৮। প্লুটার্ক বলেন রুম নগরে মারসেলস থিয়েটরে তিনি একটী প্রসিদ্ধ কুকুর দেখেন। সে রাজাধিরাজ ভেসপাসিয়ানের সম্মুখে এক খানি প্রহসন অভিনয় কালে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। অন্যান্য অভি-নয়ের পরে সে মৃতের ন্যায় অভিনয় দেখাইতে লাগিল। এক খণ্ড রুটী এবং একটী ঔষধ ভক্ষণ করিয়াই প্রথমে সে বিস্ময় সহকারে কাঁপিতে কাঁপিতে চক্ষু পাকাইতে লাগিল। অবশেষে লম্বা ও স্পন্দহীন অবস্থায় শবের ন্যায় শয়ন করিল। তাহাকে স্থানান্তরে টানাটানী করায় সে আপত্তি করিল না। বরং এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন এ গুলি তাহার অভিনয় করিতে হইবে। অবশেষে সময় বুঝিয়া প্রথমে এরূপ ভাবে অল্প অল্প অঙ্গ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল যেন সে

প্রগাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরিত হইল। সে ক্রমে ক্রমে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিয়া সতর্ক ভাবে চতুর্দ্দিকে এরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে তদ্দর্শনে দর্শকমণ্ডলী এককালে বিমোহিত হইয়া গেলেন। ১৮১৭ সালে পারিস মহানগরীতে অনেক কুকুর ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য অভিনয় করিত, তাহার অনেক বিবরণ ইংরাজি গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়।

২৯। এক জন মার্কিণ একটী কুকুর থাকিতে অপর একটী কুকুর পোষেন; নূতন কুকুরটীকে প্রভুর প্রিয়পাত্র হইতে দেখিয়া পুরাতনটী অনেক সময় অসন্তোষ প্রকাশ করিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রভু তাহা কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। অবশেষে সে মনের দুঃখে হতাশ হইয়া রেল শকটের চাকার নীচে পতিত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

৩০। সারমেয় মানবজাতির দেবদত্ত উপহার। মানবেতর জীবরাজ্য জয় করিয়া শাসনে রাখিবার অভিপ্রায়ে জগৎ পিতা মানবকে

এই প্রিয় অনুগত ভৃত্য প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য পশু সহজে সদল পরিত্যাগ করে না। কিন্তু সারমেয় সজাতিস্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবের হিতসাধন জন্য প্রভুর একমাত্র সহচর এবং বন্ধুভাবে সততঃ তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিয়া থাকে। মানব যে কোন অবস্থায়, যে কোন দেশে, যে কোন সমাজে অবস্থান করিয়া কালযাপন করুন না কেন, পুরাকাল হইতে কুকুরই তাঁহার প্রিয় অনুচররূপে সর্ব্বত্রই বিরাজিত। এ স্থলে এতদ্বিষয়ে একটী ইংরাজি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।

" Lo, the poor Indian ! whose untutored mind
Sees God in clouds, or hears him in the wind ;
His soul proud silence never taught to stray
Far as the solar walk or milky way ;
Yet simple nature to his hope has given,
Behind the cloud-topt hill, a humbler heaven ;
Some safer world, in depths of wood embraced,
Some happier Island, in the watery waste ;
Where slaves once more their native land behold ;
No fiends torment, no Christians thirst for gold ;
But thinks, admitted to that equal sky,
His faithful dog shall bear him company !"

৩১। কুকুরের অকৃত্রিম প্রভুভক্তি জন্য পণ্ডিত এবং সমাজস্থ উচ্চশ্রেণীর লোকে তাহাদিগকে প্রিয়ানুচর রূপে পালন করিয়া থাকেন।

ইয়ুরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যদেশীয় রাজা, মহারাজগণ, গুরু, পুরোহিতগণ, অসাধারণ ধী-শক্তি-সম্পন্ন মনিষী মন্ত্রিগণ, বিচারকগণ, সর্ব্বশ্রেণীর ব্যবসায়িগণ, এমন কি, পরম বিলাসবতী সুন্দরী রমণীরা পর্য্যন্ত সারমেয়কে পরম আত্মীয় বন্ধু মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন।

মৃত মহাত্মা লর্ড ইলডন মহোদয়ের পিঞ্চার নামক একটী ক্ষুদ্র কুকুর ছিল, তিনি কুকুরটীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, কালসহকারে সে পিড়ীত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে পেন্সন স্বরূপ নিত্যই খাদ্য প্রাপ্ত হইত!

কবিবর স্কট অত্যন্ত কুকুর ভাল বাসিতেন। মেদিয়া নামক একটী ষ্ট্যাগ হাউণ্ডকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন এবং সে অনেক সময় তাঁহার সহিত অবস্থান করিত।

মহাকবি বাইরণ একটী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের স্মরণার্থ নিম্ন লিখিত পদ্যটী রচনা করেন।

" When some proud son of man returns to earth,
Unknown to glory, but upheld by birth,
The Sculptor's art exhausts the pomps of wo
And storied urns record who rests below;
When all is done, upon the tomb is seen,
Not what he was, but what he should have been,
But the poor dog, in life the firmest friend,
The first to welcome, foremost to defend:
Whose honest heart is still his master's own,
Who labours, fights, lives, breathes, for him alone,
Unhonoured falls, unnoticed all his worth,
Denied in heaven the soul he held on earth;
While man, vain insect! hopes to be forgiven,
And claims himself a sole exclusive heaven,
Oh man!—Thou feeble tenant of an hour,
Debased by slavery, or corrupt by power;
Who knows thee well, must quit thee with disgust
Degraded mass of animated dust!
Thy love is lust, thy friendship all a cheat,
Thy smiles hypocrisy, thy words deceit!

By nature vile, ennobled but by name,
Each kindred brute might bid thee blush for shame,
Ye! who perchance behold this simple urn,
Pass on—it honours none you wish to mourn.
To mark a friend's remains these stones arise;
I never knew but one—and here he lies."

৩২। জেনী নাম্নী একটী স্কচ রমণী স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া সামান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দীনা রমণীর একটী শিশু পুত্র এবং একটী কুকুর ছিল। উভয়েই এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত। সন্তানটী সহসা রোগগ্রস্ত হইয়া কালকবলিত হইল। ষ্টাভলী নগরে সন্তানটীর সমাধি দেওয়া হইলে জেনী অকসফোর্ড গ্রামে গিয়া অবস্থান করেন। শোকাতুরা রমণী উক্ত গ্রামে গমন কালে কুকুরটীর কোন অনুসন্ধান করিলেন না। সন্তানের সমাধির পর হইতে কুকুরটীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, ক্রমে এক পক্ষ মধ্যে তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। শোকসন্তপ্ত মাতা এক দিন ষ্টাভলী নগরের মধ্য দিয়া গমন কালে

পুত্রের সমাধি স্থান দর্শনমানসে গিরজার প্রাঙ্গনে (Church yard) গমন করিয়া দেখেন যে সন্তানের সমাধিক্ষেত্রে একটী গভীর গর্ত্ত করিয়া কুকুরটী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কুকুরটী ক্ষুধা এবং প্রিয়-জন-বিরহ যন্ত্রণায় মুমূর্ষাবস্থাপন্ন।

৩৩। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইয়ুরোপে শীতাধিক্য প্রযুক্ত সীন নদী-বক্ষোপরি প্রায় ১৫।১৬ ইঞ্চি পুরু বরফ জমিয়া গিয়াছিল। কতক গুলি যুবক একত্র হইয়া বরফের উপর Skating স্কেটীং নামক ভ্রমণ ক্রিড়ায় মত্ত হইলে বমেনর নামক একটী ছাত্র পারিস মহানগরীর হোটেল দি মোনের সম্মুখে নদী বক্ষে উক্ত ক্রিড়ায় যোগ দিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি বিংশতি পদ গমন করিতে না করিতেই নদী বক্ষস্থ তুষার রাশি তাঁহার ভারে ভগ্ন হইয়া গেলে তিনি নদী মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। ছাত্রটীর সহিত স্পানিয়াল জাতীয় একটী ক্ষুদ্র কুকুর ছিল। সে প্রভুকে নীহার-মগ্ন হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যে স্থানে এই ঘটনা উপ-

স্থিত হইয়াছিল তথায় উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল।

এ অবস্থায় হতভাগ্য যুবককে কোন রূপে উদ্ধার করা সুকঠিন বিবেচনায় অপর কেহই তথায় আগমন করিল না বটে, কিন্তু কুকুরের অবিরাম ধ্বনিতে সকলেই উক্ত সাংঘাতিক স্থানে আগমনে সতর্ক ও বিরত হইল। কুকুরটী প্রভু বিয়োগ শোকে একান্ত অধীর হইয়া বিকট স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় নদী-বক্ষে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এই ভাবে ক্রন্দন এবং দ্রুত গমনে প্রভুকে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া, অবশেষে যে স্থানে প্রভু জলমগ্ন হইয়াছিলেন তথায় অবস্থান করিয়া সে দিন অতিবাহিত করিল। পর দিবস নিকটবর্ত্তী লোকে শোকার্ত্ত কুকুরটীকে তথায় অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। কুকুরের প্রভুভক্তি দর্শনে, দর্শকবৃন্দের মধ্যে দুই এক জন সকরুণ হৃদয়ে কয়েক মুষ্টি তৃণ দ্বারা একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং কিছু

খাদ্যও প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না। কুকুর প্রভু বিয়োগে এতাধিক বিষণ্ণ হইয়াছিল যে সে সাধু ব্যক্তিদিগের প্রদত্ত দুগ্ধ পর্য্যন্তও পান করিল না। কখন কখন সে দৃঢ় তুষাররাশির উপর ইতস্ততঃ দ্রুতগতিতে গমনাগমন কিম্বা নদীতীরে গমন করিয়া মৃত প্রভুর অনুসন্ধান করিত, কিন্তু সর্ব্বদাই এক স্থানে আসিয়া শয়ন করিত। একদা এক সৈনিকপুরুষ তাহাকে স্থানান্তর করিতে সচেষ্ট হইলে সে সৈনিককে দংশন করিল। তখন বীরপুরুষ তাহাকে ক্ষিপ্ত ভ্রমে তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিয়া আহত করিলেন। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত নিকটবর্ত্তী লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাহার শোক এবং প্রভুপরায়ণতা দর্শন মানসে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। কুকুরের এই অদ্ভুত প্রেমের সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন। এমন সময় তাহার পূর্ব্বপ্রভুর বিয়োগজনিত এতাদৃশ কাতরতা দর্শনে এক রমণী তাহাকে নিজ আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় তাহার অল্প

ক্ষতের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে সুস্থ এবং তাহার পূর্ব্ব-প্রভু-বিয়োগ-শোকাপ-নোদনার্থ বহুবিধ সদয় ব্যবহারে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সেও জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়া প্রভু-ভক্তির যথোচিত পরিচয় প্রদান করিল।

৩৪। সাথোক নগরের একটী ভদ্রলোক এক দিন স্বীয় বন্ধুসহ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। একটী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া উভয়ে সহচর কুকুরের বিষয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। প্রভু স্বীয় সারমেয়ের বিবিধ গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া বন্ধুকে বলিলেন যে সে তাঁহার আদেশানুসারে বহুদূর-পরিত্যক্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম। এই বাক্য প্রমাণ জন্য তিনি একটী সিলিং (আধুলি) চিহ্নিত করিয়া এবং কুকুরটীকে দেখাইয়া পথ-পার্শ্বস্থ এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের নিম্নে তাহা স্থাপন করিলেন। পরে উভয়ে তিন মাইল পথ

অশ্ব পৃষ্ঠে গমন করিয়া প্রস্তর নিম্নস্থ সিলিংটী আনয়ন জন্য প্রিয়ানুচর কুকুরের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। আদেশ মাত্রেই কুকুর প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাঁহারাও অশ্বারোহণে গৃহে উপনীত হইলেন। কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে কুকুরকে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া উভয় বন্ধুই বিস্ময়াপন্ন এবং হতাশ হইলেন। পরে জানা গেল যে কুকুর মুদ্রা সমীপে গমন করিয়া দেখে যে প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তর করা তাহার শক্তির অতীত, সুতরাং সে তথায় অবস্থান করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এমন সময় দুই জন অশ্বারোহী পুরুষ ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। কুকুরের বিমর্ষভাব দর্শনে এবং চীৎকার শ্রবণে অশ্বসংযমনপুরঃসর একজন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটস্থ প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তর করিয়া একটী মুদ্রা তাহার নিম্নে দেখিতে পাইলেন। মুদ্রাটীই যে কুকুরের অনুসন্ধানের বস্তু তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি সেটী পকেট জাত করিতে ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া অবলীলাক্রমে অশ্বারোহণে গন্তব্য পথে গমন করিতে

লাগিলেন। কুকুরও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া বিংশতি মাইল পথ আসিল এবং তাঁহাদের আহারগৃহে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধ-ভাবে অবস্থান করিল। পরে পরিচারিকার অনুগমন করিয়া তাঁহাদের শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী শয্যানিম্নে প্রচ্ছন্ন ভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুদ্রাগৃহীতা গাত্রাবরণ মোচনান্তে শয্যাপার্শ্বস্থ এক আলনায় রাখিয়া শয়ন করিলেন। নিরতিশয় গ্রীষ্মপ্রভাবে শয্যা-গৃহের গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, উভয়ে নিদ্রায় অচে-তন হইলে কুকুর গাত্রাবরণ (কোট) মুখে করিয়া গবাক্ষের মধ্য দিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক প্রস্থানান্তে রাত্রি ৪ টার সময় স্বীয় প্রভুর বাটী আগমন করিল। প্রভু প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে কুকুর এক ব্যক্তির কোট লইয়া বাটী আসি-য়াছে, কোটের ভিতর তাঁহার চিহ্নিত মুদ্রাটী ব্যতীত একটী ঘড়ী এবং অপর মুদ্রাও রহি-য়াছে। তিনি তখন সংবাদপত্রে এতদ্বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলে উভয় পক্ষই সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সারমেয় জাতির সন্তানোৎপাদন।

অন্যান্য স্তন্যপায়ী পালিত পশুর সন্তানোৎপাদনে যে সমস্ত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে, সারমেয়দিগের সন্তান উৎপাদনেও তদনুরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। পালিত পশুগুলির মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কোন গুলির এককালে এক সন্তান, কোন গুলির দুই বা ততোধিক সন্তান জন্মিয়া থাকে। কোন কোন জন্তু অল্প দিবস গর্ভধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে, আবার কোন জাতীয় পশুকে বহু দিবস পর্য্যন্তও গর্ভধারণ করিতে হয়; কিন্তু তথাপি সন্তানোৎপাদন সময়ে এ সমস্ত পশুর প্রতি কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত রীতি অবলম্বন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

গাভী যেরূপ স্থূলদেহ, সুস্থ বৃষের সংসর্গে দুগ্ধবতী এবং সবল সন্তানশালিনী হয়, ঘোটকী যেরূপ উন্নত, দ্রুতগামী, মধুরপ্রকৃতিবংশীয় অশ্ব-সংসর্গে উত্তম জাতীয়, বীর্য্যবান, দ্রুতগামী

সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, সারমেয়ীও তাদৃশ উন্নত, শিক্ষিত, তীব্রঘ্রাণ-শক্তিবিশিষ্ট এবং সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট জাতীয় কুকুরের সংসর্গে আশানুরূপ সুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও প্রখর ঘ্রাণ-শক্তিবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান এবং বীর্য্যবান শাবক সকল প্রসব করিয়া থাকে।

সন্তানোৎপাদন কালে একটী সুস্থ সার-মেয়ীকে পৃথক করিয়া সেই জাতীয় একটী সবল দেহ কুকুরের সহিত সংসর্গ করাইলে সবলকায় সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে।

সন্তানোৎপাদনে উৎপাদকের কয়েকটী নিয়ম অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক।

১। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী কুকুরের আকৃতি, প্রকৃতি অনুসারে শাবক জন্ম গ্রহণ করে, অধিকন্তু সারমেয়ী স্বীয় শাবককে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত গর্ভাধারে পরিপুষ্ট করে এবং ভূমিষ্ঠ হইলেও স্বীয় স্তন্যদুগ্ধে পালন করে। এজন্য শাবকগুলির প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য মাতার প্রকৃতি অনুসারে অধিকতর রূপে ঘটিয়া থাকে।

২। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পিতামাতার শুক্রশোণিতে সন্তানোৎপত্তি হয়, এজন্য যেরূপ পিতামাতার সংসর্গ ঘটনা করান যাইবে, সন্তান-গুলিও তদনুরূপ আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট হইবে।

৩। গ্রেহাউণ্ড জাতীয় সারমেয়ের সহিত মনগ্রেল নামক সঙ্কর জাতীয় পুরুষ কুকুরের সংসর্গে শাবকগুলি দেখিতে প্রায় গ্রেহাউণ্ড জাতীয় কুকুরের ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট হয়।

৪। সমজাতীয় স্ত্রী পুরুষের সংসর্গে উৎকৃষ্ট শাবক জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে এরূপ সন্তান জাতীয় অঙ্গবিকৃতি, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দোষগুলি পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। অনেকে এজন্য সঙ্কর জাতির বিস্ত[illegible] প্রশংসা করেন। তাঁহাদের মতে মিশ্র জাতীয় কুকুরের পরস্পর সংসর্গে শাবক পিতৃজাতীয় গুণ সহ মাতার গর্ভে উৎপন্ন হয়, এবং কালক্রমে পিতামাতা উভয়ের গুণ গ্রহণে মিশ্র জাতীয় কুকুরের বিস্তর উন্নতি সাধন হইয়া থাকে।

কোন কোন জাতীয় কুকুর দ্রুতগতি, বল, সাহস, স্বভাব, আকৃতি, নাসিকা এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত। এজন্য এই জাতীয় কুকুরের ঔরসে ভিন্ন জাতীয় সারমেয়ীর গর্ভে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহা জন্মদাতার ন্যায় অনেকাংশে আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং উক্ত সঙ্কর জাতির আবার উন্নত শাবক সকল জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপে কালক্রমে সঙ্কর জাতীয় কুকুরের পরবংশীয়েরা পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারে।

টেরিয়ার জাতীয় কুকুর শিকার অনুসন্ধানতৎপর, অথচ অতিশয় ভীরুস্বভাব। কিন্তু টেরিয়ারের গর্ভে বুলডগের ঔরসে যে শাবক জন্মান যায়, তাহার নাম বুল-টেরিয়ার। এই জাতীয় কুকুর মাতৃজাতীয় শিকার-অনুসন্ধানের স্বভাব, এবং পিতৃজাতীয় বল, বীর্য্য, ঐকান্তিকতা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট হইয়া শিকার-প্রিয় মানবের বিশেষ হিতসাধন করিয়া থাকে।

উর্ব্বরা ক্ষেত্রে যেরূপ সুপক্ক বীজ পতিত

হইলে বৃক্ষ সতেজ এবং ফলশালিনী হয়, তদ্রূপ এক জাতীয় সারমেয়ীর গর্ভাশয়স্থ শোণিতে ভিন্ন জাতীয় পুরুষের ঔরসে যে শুক্র পতন হইলে এতদুভয় সংযোগে যে শাবকগুলি উৎপন্ন হয়, তাহারা বলবান, বুদ্ধিমান, শিকারপ্রিয়, তীব্রঘ্রাণ-শক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কুকুরের বংশপর্য্যায়ক্রমে আবার পিতা কি মাতার আকৃতি প্রকৃতিগত বিস্তর বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া একটী স্বতন্ত্র সঙ্কর জাতীয় কুকুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরস্পার ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংসর্গে শাবক উৎপন্ন করিতে হইলে উৎপাদকের বিশেষ সতর্কতা এবং যথেষ্ট ধীরতা অবলম্বন করিয়া চলা একান্ত কর্ত্তব্য।

স্ত্রী ও পুরুষ কুকুরের উভয়ে যৌবন প্রাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই পরস্পরের সংসর্গ করাইবার উপযুক্ত সময়। এরূপ যোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা সাতিশয় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ে

বৃদ্ধ হইলে কিম্বা একটী প্রাচীন হইলে তাহাদের সংসর্গে আশানুরূপ শাবক জন্ম গ্রহণ করে না। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে যোনি বিচার দেখা যায় না, ইহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সম্বন্ধ বিচার না করিয়া পরস্পর সংসর্গ করিয়া থাকে, এজন্য উৎপাদকও ইহাদের মধ্যে রক্তের নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও পরস্পরের যোগ সাধনে ক্ষান্ত হয়েন না। সভ্য জগৎ এতদ্বিষয়ে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক উন্নতি করিয়াছেন। আমরা এরূপ জনন বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করি, এজন্য বৈজ্ঞানিক মতানুসারে আত্মীয় সম্বন্ধ এবং এক রক্তে পরস্পরের সংসর্গের বিষয় এস্থলে লেখা গেল না, কারণ সে সকল বিষয় সাধারণের রুচি বহির্ভূত।

৫। কুকুরের আকৃতি অনুসারে তাহারা যৌবন প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্রাবয়ব কুকুরের এক বৎসরেই যৌবনকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। বৃহৎকায় কুকুরের সে সময় বাল্যাবস্থাও উত্তীর্ণ হয় না। ক্ষুদ্রকায় কুকুরের যৌবন প্রাপ্ত হইতে যে কালের আবশ্যক তাহার দ্বিগুণ

সময় ব্যতীত তাহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না।

মাসটীফ জাতীয় কুকুর দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালেও সম্পূর্ণরূপ পূর্ণাবয়ব হয় না। বৃহৎ জাতীয় হাউণ্ড ও গ্রেহাউণ্ড দেড় বৎসরে, পইণ্টার ও সেটার ১৫ মাস হইতে ১৮ মাস মধ্যে এবং টেরিয়ার প্রভৃতি ক্ষুদ্রাবয়ব কুকুর এক বৎসরের মধ্যেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়।

কেহ কেহ স্ত্রী ও পুরুষ কুকুরের মধ্যে পরস্পরের স্বজাতি সংসর্গে স্বীয় কুকুরগুলিকে দুর্ব্বলকায় এবং উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত করিয়া এক প্রকার অব্যবহার্য্য করিয়া থাকে। বিখ্যাত কুকুর-তত্ত্ববেত্তা ষ্টোনহেঞ্জ মহাশয় বলেন যে তিনি কতকগুলি মূল্যবান পইণ্টার কুকুরকে ক্রমান্বয়ে স্বজাতি সংসর্গনিবন্ধন বিংশতি বৎসর মধ্যে তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের দারুণ অধঃপতন দশাগ্রস্ত হইতে দেখিয়াছেন। একাদিক্রমে বহু কাল পর্য্যন্ত স্বজাতি সংসর্গনিবন্ধন সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের পর বংশীয় সন্তানগুলি কাল ক্রমে নিবীর্য্য, অলস এবং বুদ্ধিহীন হইয়াছিল।

মিঃ গ্রেহাম সাহেবের মতে ইহাদের এক বার স্বজাতীয় এবং দুইবার অপর জাতীয় কুকুরের সহিত সংসর্গ করান বিধেয়। তাহা হইলে মিশ্র সহযোগ-জনিত জাতিগত অধঃপতন এবং অবনতি হয় না।

আমাদের দেশে শরৎ কালেই কুকুরেরা সংসর্গ করিয়া থাকে, কিন্তু বিলাত প্রভৃতি হিমপ্রধান দেশে এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহাদের সংসর্গ করান হইয়া থাকে, কারণ সে সময় শীতাধিক্য জনিত কুকুর শাবকেরা কোনরূপ ক্লেশ পায় না, বরং রৌদ্র বায়ুতে তাহাদের দেহ দৈনন্দিন সুস্থ এবং বৃদ্ধি হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন জাতীয় কুকুরের প্রয়োজনীয়তানুসারে পরস্পরের সংসর্গ করান হইয়া থাকে। অর্থাৎ এমন সময়ে সংযোগ করা হয়, যে শাবকগুলি জন্ম গ্রহণ করিয়া এক বৎসর মধ্যেই শিকার কালে শিকারী সমভিব্যাহারে গমন করিতে পারে। এইরূপে উৎপাদকের বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন হয়। ক্ষুদ্রকায় ক্রীড়নক কুকুরগুলিকে

বৎসরের সকল সময়ে স্বেচ্ছানুসারে সংসর্গ করিতে দেওয়া হইয়া থাকে।

সারমেয়ীগণ বৎসরে এক বার মাত্র ঋতুমতী হইয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত উক্ত অবস্থায় কাল যাপন করে। তাহারা দ্বিতীয় সপ্তাহে সংসর্গ অভিলাষিণী হয়, কিন্তু দশম বা একাদশ দিবসে স্ত্রী পুরুষের মিলন করিবার প্রশস্ত কাল। অনেক কুকুরকে বৎসরে দুইবার ঋতুমতী হইতে দেখা যায়। আবার কোন কোন কুকুর পাঁচ মাস অন্তর ঋতুমতী হয়। কেহ কেহ সন্তানোৎপাদনে বিরত হইয়া ঋতুকালে সারমেয়ীকে পুরুষ কুকুরের সহিত সংসর্গ করিতে দেন না। সারমেয়ীকে একা এক ঘরে আবদ্ধ রাখেন, সুতরাং ঋতুকাল ব্যর্থ হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় রাখিলে সারমেয়ী অসুস্থ হয়।

ব্লেন মহোদয় বলেন যে কুকুরের এক সময় এবং এক গর্ভে ভিন্ন জাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয়। তিনি এক সময় একটী গর্ভবতী কুকুরকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট কয়েকটী শাবক প্রসব করিতে দেখিয়াছিলেন।

সারমেয়দিগের সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে কবি-বর সোমারভিল প্রণীত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশায় কুকুরগুলি এইরূপ অধঃপতনদশা-গ্রস্থ হইয়াছে।

Observe with care his shape, sort, colour, size:
Nor will sagacious huntsmen less regard
His inward habits: the vain babbler shun;
Ever loquacious, ever in the wrong:
His foolish offspring, shall offend thy ears,
With false alarms, and loud impertinence.
Nor less the shifting curavoid, that breaks
Illusive from the pack: to the next hedge
Devious he strays: there ev'ry mense he tries,
If haply then he cross the streaming scent,
Away he flies, vain glorious and exults
As if the pack, supreme, and in his speed
And strength unrivall'd. Lo cast far behind
His vex'd associates pant, and lab'ring strain
To climb the steep ascent. Soon as they reach
Th' insulting boaster, his false courage fails
Behind he lags, doom'd to the fatal noose
His master's hate, and scorn of all the field,
What can from such he hop'd but a base brood
Of coward curs, a frantic, vagrant race.

SOMERVILLE.

সরমা গর্ভবতী হইলে তাহাকে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত শ্রমসহ কার্য্যে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু ষষ্ঠ সপ্তাহ পরে পূর্ণগর্ভা সরমাকে আর কোন কার্য্য করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রসবকালে তাহাকে সূতিকা স্থানে রাখা আবশ্যক। সূতিকাগার নির্ম্মাণ বিষয়ে সারমেয়-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ষ্টোনহেঞ্জ বহুবিধ প্রণালী অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সরমা প্রসব করিলে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য প্রদান করা প্রয়োজন। তাহা না দিলে শাবকগুলি স্তন্য দুগ্ধাভাবে পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

সরমা এক কালে বহু শাবক প্রসব করিলে কেহ কেহ শাবকগুলিকে সবল এবং হৃষ্ট পুষ্ট করণাভিপ্রায়ে ১৫।১৬ টী স্থলে ৪।৫ টী রক্ষা করিয়া অবশিষ্টগুলিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। কারণ ৪।৫ টী শাবকে মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া সত্বর হৃষ্ট-পুষ্ট-কলেবর হইলে বহুমূল্যে বিক্রিত হইয়া উৎপাদকের প্রচুর লাভ হইয়া থাকে।

শাবকগুলির পুষ্টি সাধন জন্য প্রয়োজন অনুসারে তাহাদিগকে গো দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধে বহু শাবকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না এবং শৈশবকালে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধাভাবে তাহাদের দেহ সমধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

শাবকদিগের এক মাস বয়ক্রমে (Dew claws) নামক নখর ছেদ করিয়া দিতে হয় কেহ কেহ এই সময়ে তাহাদের লাঙ্গুলাগ্র ছেদন করিয়া থাকেন। হাউণ্ড জাতীয় কুকুরের কর্ণ বক্র করিবার প্রয়োজন হইলে শাবকদিগের চারি মাস বয়ক্রম কালেই তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

স্বীয় নামাঙ্কিত এক খণ্ড লৌহ সাতিশয় উত্তপ্ত করিয়া কেহ কেহ কুকুর শাবকের গাত্রোপরি চিহ্ন দিয়া থাকেন। শৈশবাবস্থাই এইরূপ চিহ্নিত করিবার উপযুক্ত সময়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কুকুরশালা এবং তাহার তত্ত্বাবধান।

কুকুরশালাকে ইংরাজিতে কেনেল বলে। ধনী লোকেরা অশ্বপালন জন্য যেরূপ আস্তাবল এবং গো পালনের জন্য যেরূপ গোশালা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, শিকারপ্রিয় ধনী ব্যক্তিগণও কুকুর পালন জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে তদ্রূপ কেনেল (Kennel) প্রস্তুত করেন এবং উচ্চ বেতনে তাহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। বিলাতে ডিউক অব রিচমণ্ডের (Duke of Richmond) কুকুরশালা নির্ম্মাণে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ডিউক অব বেডফোর্ডের কেনেল ৪৫০ ফুট অর্থাৎ ৩০০ তিন শত হস্ত দীর্ঘ। ইহাতে কত কুকুর অবস্থান করিত তাহা অনুমান করা সুকঠিন।

কুকুর জাতিকে অতিশয় সতর্কতা এবং কৌশল সহকারে শিক্ষা প্রদান করিতে হয়। ইহাদের বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা এবং বিনয় নম্র স্বভাব Discipline শিক্ষা প্রদান করা অতিশয় প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন কুকুরের

প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে সুশিক্ষিত করা, জাতি ভেদে ভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করা এবং আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে বাসস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিলাতে কোয়ারগুন কেনেলে শত যুগল হাউণ্ড জাতীয় কুকুর ছিল। কুকুরশালা নির্ম্মাণ, তাহা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা এবং যে স্থানে তাহা নির্ম্মিত হইবে, তথাকার স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় সকল নির্দ্ধারণ পক্ষে প্রসিদ্ধ কুকুরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

সারমেয়-তত্ত্ব-বেত্তা মিং বেকফোর্ড বলেন যে, হাউণ্ডগুলিকে সুস্থ রাখিতে হইলে দুইটী কেনেল নির্ম্মাণ করা বিধেয়। একটী কেনেল হইলে, গৃহ পরিষ্কার ও সংস্কার কালে, কুকুর শীত আতপে অবস্থান জনিত ক্লেশ পাইতে পারে। কেনেলমধ্যস্থিত ভূমি ইষ্টক বিনির্ম্মিত হইলে ভাল হয়।

ব্লেন মহোদয়ের মতে কেনেলের মেজে প্রস্তরে নির্ম্মিত করা আবশ্যক, কারণ ইষ্টক নির্ম্মিত মেজেতে কুকুরের বাস জনিত মধ্যে ২ গর্ত্ত হইয়া যায় এবং তাহাতে জল প্রবেশ করে ; অপর, কুকুরের মূত্র ইষ্টকের সংযোগ-স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহ পূতিগন্ধময় হয়। কুকুর-শালা এরূপ দুর্গন্ধযুক্ত হইলে কুকুরের গাত্র লোম অপরিষ্কার হইয়া Mange মেনজী নামক চর্ম্মরোগ জন্মে।

কুকুরশালা সন্নিকটে কুকুরের খাদ্য প্রস্তুত জন্য পাকশালা এবং আহার গৃহ প্রস্তুত করা আবশ্যক। কুকুরশালায় তাহাদের শয়ন জন্য শীতকালে তৃণ বিস্তার করিয়া রাখিতে হয়। অনেকে মক্ষিকাদি কীট পতঙ্গের দংশন নিবারণ জন্য তৃণোপরি গন্ধচূর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্লেনের মতে গন্ধ চূর্ণ প্রদানে কুকুরের ঘ্রাণশক্তি হ্রাস হয়, এজন্য তিনি মক্ষিকাদির উৎপাত নিবারণোদ্দেশে ধুনাচূর্ণ Resine প্রদান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কারণ ধুনায় কুকুরের ঘ্রাণ শক্তির কোনরূপ

অনিষ্ট হয় না। গ্রীষ্ম কালে worm wood থাকায় মক্ষিকারা প্রস্থান করে।

কুকুরশালায় হাউণ্ড কুকুরেরা মধ্যে মধ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্ব করে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য এক জন করিয়া পরিচারককে দিবারাত্র গৃহ সমীপে অবস্থান করিতে হয়, দ্বন্দ্বের সূত্রপাতেই তাহার মীমাংসা করিতে হয়। বিলম্ব ঘটিলে অনতিবিলম্বেই তাহা ভীষণ হইয়া উঠে এবং হাউণ্ডগুলি পরস্পরে তুমূল সংগ্রাম করিয়া পরাজিত কুকুরকে সকলে বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করে। মিং কুটীর কাপার নামক প্রিয় হাউণ্ড কুকুরটী এইরূপে অন্যান্য হাউণ্ড কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল। রাত্রিকালে কোন পরিচারককে কুকুরশালায় গমনের আবশ্যক হইলে এক মাত্র সার্ট (পীরান) পরিয়া গমন করা সঙ্গত নহে এবং কুকুরশালায় প্রবেশের পূর্ব্বে তাহাদের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক গমন করা কর্ত্তব্য। এরূপ সতর্কভাবে কেনেলে প্রবেশ না করাতে এক সময় এক জন পরিচারককে রাত্রিকালে হাউণ্ড-

দিগের নিকট আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশে কুকুরের বিশেষ আদর। শিকারপ্রিয় ব্যক্তিগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। ইদানীং বোম্বাই নগরে পঁচিশ জোড়া শিকারী কুকুর আনা হইয়াছিল। তাহাদিগের গ্রীষ্ম নিবারণোদ্দেশে লোহিত সাগর হইতে পাখা টানিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কোন কোন শিকারী বলেন যে কুকুরশালা তৃণাচ্ছাদিত গৃহে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। খড়োঘরে কুকুরগুলিকে রাখিলে তাহারা শীত কি গ্রীষ্ম কালে ক্লেশ পায় না, কারণ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ শীত গৃষ্মে সম সন্তাপ বিশিষ্ট থাকে। ব্লেনের মতে এরূপ গৃহে কুকুর রাখা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঘরের চালে ইন্দুর রাত্রিকালে বিচরণ করে এবং কুকুরগুলি তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হয় এবং ইন্দুর তাড়াতাড়ি করিয়া গৃহ নষ্ট করে।

কুকুরের খাদ্য—কুকুরদিগের খাদ্য প্রদাতা পরিচারকের অনেকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। পরিচারক যুবা, বুদ্ধিমান এবং সদয়হৃদয় হইলে ভাল হয়। এতদ্ব্যতীত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন আহার নির্ব্বাচন ক্ষমতা বিশিষ্ট হওয়া এবং প্রভুর ও শিকারীর আদেশ প্রতিপালন করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

কুকুরের আহার্য্য আমিষ এবং নিরামিষ, (ফল মূল শস্যাদি) উভয় প্রকার দ্রব্য হওয়া আবশ্যক। ইহারা মাংসাশা জাতি হইলেও সম্পূর্ণরূপ মাংসাশী নহে, আবার শুদ্ধ Hercivorous ফল মূল শস্যাহারীও নহে। ইহাদের মাংসচ্ছেদন সুতীক্ষ্ণ দন্ত আছে এবং শস্যাদি (Farnicceus substance) পদার্থ চর্ব্বণ জন্য অন্যান্য দন্তাগ্র আবার প্রশস্ত দৃষ্ট হয়। এজন্য স্থির হইয়াছে যে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যেই ইহারা জীবন ধারণ করিতে পারে। সারমেয়ের শ্রমানুসারে খাদ্য প্রদান করাই প্রশস্ত। আমিষ দ্রব্যাদি পুষ্টিকর, এজন্য শিকার কালে তাহাদের শারীরিক

শ্রমের পরিমাণানুসারে তাহাদিগকে মাংসাদি পুষ্টিকর দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তাহাদের অবকাশ কালে মৃদু পুষ্টিকর নিরামিষ দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতে দেওয়াই বিধেয়। শুদ্ধ নিরামিষ ভোজনে মাংসাশী সারমেয় সুস্থ থাকে না। আবার নিরবচ্ছিন্ন আমিষ ভোজনেও তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং তাহাদিগকে উদ্ধত স্বভাব বিশিষ্ট হইতে দেখা যায়। এ কারণে প্রতিদিন উভয়বিধ আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রদান পক্ষে প্রসিদ্ধ সারমেয়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, তাহাদের প্রয়োজনানুসারে খাদ্য বস্তু প্রদান করাই কর্ত্তব্য। কোন কোন কুকুর অতিভোজন করে। কতকগুলি অল্প ভোজন করে। কতক গুলি বিলম্বে ভোজন করে, এবং অপর গুলি শীঘ্র শীঘ্র আহার করিতে পারে। এজন্য এরূপ কুকুরদিগকে পৃথক পৃথক স্থানে আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। নচেৎ পরস্পরে তুমূল

সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তাহাদের আহার কালে খাদ্যদাতার উপস্থিত থাকিয়া নিয়ম (discipline) রক্ষা পক্ষে যত্ন-শীল হওয়া উচিত।

কোন কোন সারমেয় সুমিষ্ট ফল সকল ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে। ব্লেনের একটী পইণ্টার কুকুর ছিল, সে নিজে বৃক্ষ হইতে (gooseberries) সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিত। Raisines, চিনী এবং অন্যান্য সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ জন্য সে অতিশয় ব্যাগ্রতা প্রদর্শন করিত। Wheat গম, barley যব এবং মটরের শস্য সিদ্ধ কিম্বা তাহার ময়দা সারমেয়-দিগের প্রধান খাদ্য। মেডেনহেডের স্মিথ Smith সাহেবের (dog biscuits) সারমেয় বিস্কুট প্রতি টন ওজনে ১৯ পাউণ্ড (১৯০ টাকা) করিয়া বিক্রয় হয়, তাহা হাউণ্ড জাতীয় কুকুরের প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। আমাদের অন্নেও (ভাতে) বিলাতি কুকুরগুলি পরিপুষ্ট হয়। Oat মটর কলাই দুই বৎসরের পুরাতন হইলে কুকুরদিগের পুষ্টি-

কর খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আলু সিদ্ধ করিয়া অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করান হইয়া থাকে। হাউণ্ডদিগকে কদাচ উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে প্রদান করা বিধি নহে। তাহাদের ভক্ষ্য পদার্থ কদুষ্ণ কিম্বা শীতল করিয়া প্রদান করাই কর্ত্তব্য, কারণ উষ্ণ ভক্ষ্য প্রদানে স্পানিয়েল, পইণ্টার, সেটার প্রভৃতি সারমেয়ের কর্ণে কেঙ্কার (canker) রোগ জন্মে। দিবাভাগে একবার কিম্বা দুই বার মাত্র আহার্য্য প্রদান প্রশস্ত, নচেৎ তাহারা পীড়িত হয়। প্রত্যহ নিয়মিত সময়েই খাদ্য দ্রব্য প্রদান করা বিধি। সাধারণতঃ প্রতি সারমেয়কে তাহার ওজনের বিংশতি ভাগের এক ভাগ হইতে দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত আহার্য্য প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন কোন কুকুর ইহা অপেক্ষা অধিক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট কুকুরের গৃহে অবস্থান কালে অধিক পরিমাণে মাংস ভক্ষণে ঘ্রাণ শক্তি হ্রাস হয় এজন্য তাহা-

দিগকে Oatmeal parridge মটর পিষ্টক; অল্প পরিমাণ মাংসের যূস কিম্বা মাংস খণ্ড মিশ্রিত করিয়া শস্যাদি ভক্ষণীয় প্রদান করা কর্ত্তব্য।

[illegible] অধ্যায়।

সারমেয়ের শিক্ষা।

মানব কর্ত্তৃক সারমেয়গণ শিক্ষিত হইয়া গৃহ, উদ্যান, বন, উপবন, গিরি, গুহা, নদ, নদী, অগাধ জলধি প্রভৃতি সকল স্থানেই মানবের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। বিলাত প্রভৃতি সভ্য দেশে তাহাদের শিক্ষার এতাদৃশ উন্নতি লাভ হইয়াছে যে সম্প্রতি প্রাণিতত্ত্ববিৎ সার জন লুবক কুকুরকে প্রকারান্তরে বিদ্যা ([illegible]) শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তিনি "আহার্য্য" এই শব্দটী এক খণ্ড টিকিটে লিখিয়া যে প্লেটে কুকুরের খাদ্য প্রদান করা হয়, কয়েক দিবস উপর্য্যুপরি সেই প্লেটের উপর উক্ত "আহার্য্য" শব্দবিশিষ্ট টিকিটখানি রাখিয়া দেন, এবং অপর কয়েক খানি প্লেট

উক্ত প্লেটের চতুঃপার্শ্বে স্থাপন করেন, তাহাতে খাদ্য রাখা হয় না, এবং তাহাতে কয়েক খানি অলেখা টিকিট স্থাপন করা হয়। বুদ্ধিমান সারমেয় দুই তিন দিবস মধ্যেই শিক্ষা করিয়া লয় যে লেখা টিকিট দর্শন করাইলে আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার ক্ষুধা হইলে সে উক্ত "আহার্য্য" শব্দবিশিষ্ট টিকিট মুখে করিয়া প্রভুসমীপে উপনীত হইতে হইবে।

শিক্ষা প্রদান করিলে সারমেয়গণ এরূপ অনেক বিষয় সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে। তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে হইলে তাহাদের যথা সময়ে নাম করণ করা প্রয়োজন। নির্দ্দিষ্ট নামে আহ্বান করিবামাত্রেই যেন তাহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইতে পারে তদ্বিষয় শিক্ষিত করা কর্ত্তব্য। তাহাদের বাল্যাবস্থাতেই নামকরণ করা বিধি, নামের শব্দটী তাহাদের কর্ণকুহরে অঙ্কিত করিয়া রাখা আবশ্যক, নচেৎ একটীকে আহ্বান করিলে অপরটী আসিয়া উপস্থিত হয়; কিম্বা কোন একটী নামের শব্দ

শ্রবণেই সে সমাগত হইতে পারে। ৭০।৮০ ঘোড়া কুকুরের ভিন্ন ভিন্ন শব্দের নাম সংগ্রহ করা সুকঠিন। অপর শিকারী এবং পরিচারকবর্গের বিকৃত স্বর কিম্বা অস্ফুট উচ্চারণ জনিত অনেক সময় কুকুরের নামানুসারে প্রভু কি শিকারী প্রভৃতির সমীপস্থ হইবার পক্ষে বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে।

সারমেয়তত্ত্ববিৎ ব্লেনের গ্রন্থ হইতে সারমেয়দিগের কতকগুলি ইংরাজি নাম পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নাম পৃথক রূপে লেখা গেল।

Names of Dogs.	সারমেয়দিগের নাম।
Able	এব্‌ল
Actar	আক্‌তর
Adamant	আডামণ্ট
Adjutant	আডযুটাণ্ট
Agent	এজেণ্ট্‌
Aider	এইডার
Alfred.	এ্যাল্‌ফ্রেড্‌

Ambrose	এমব্রোস
Anxious	এঙ্গসাস্
Arbiter	আরবিটার
Archer	আরচার
Argus	আরগাস্
Arrogant	এরোগাণ্ট
Arsenic	আরসেনিক
Artful	আর্টফুল
Artist	আর্টীষ্ট
Atom	আটম্
Auditor	অডিটার
Awful	অফুল
Bacchanal	বাকানল
Bachelor	বাচিলর
Banger	বানজার
Basker	বাসকর
Bellman	বেলমেন
Bender	বেণ্ডার
Benedict	বেনিডিক্ট
Blackguard	ব্লাকগার্ড

Blueman	ব্লুমেন
Bluster	ব্লষ্টার
Boaster	বোষ্টার
Bonnyface	বোনীফেস
Bouncer	বাউন্সার
Bowler	বাউলার
Brave boy	ব্রেভ বয়
Bravo	ব্রাভো
Captor	কাপ্টর
Carol	কারোল
Castor	কাষ্টর
Censor	সেনসর
Cerberus	সারবিরাস
Champion	চামপিয়ন
Chieftain	চিফটেন
Clamorous	ক্লামরস
Combat	কমবাট
Comfrade	কম্‌ফ্রেড
Comus	কোমাস
Conqueror	কনকারর

Conquest	কনকোয়েষ্ট
Contest	কনটেষ্ট
Coroner	করোনার
Cottager	কটেজার
Courtier	কোরটীয়ার
Coxcomb	কক্সকোম্ব
Critic	ক্রিটীক্
Curfew	কারফিউ
Cypher	ছাইফার
Damper	ডামপার
Danger	ডেনজার
Dapper	ডাপার
Darter	ডারটার
Dasher	ডাসার
Driver	ড্রাইভার
Duncan	ডানকান
Duster	ডাষ্টার
Eager	ইগার
Earnest	আরনেষ্ট
Effort	এফর্ট

Elegant	এলিগাণ্ট
Envoy	এন্‌ভয়
Factor	ফাক্‌টর
Fatal	ফেটাল
Fervent	ফারভেণ্ট
Finder	ফাইণ্ডার
Forester	ফরেষ্টার
Forward	ফরওয়ার্ড
Gabriel	গেবরিয়াল, গাবরেল
Gallant	গালাণ্ট
Gamboy	গাম্বয়
Giant	জাএণ্ট
Glorious	গ্লোরিয়াস
Goblin	গবলীন
Grasper	গ্রাসপার
Gregory	গ্রেগরী
Guardian	গারজিয়ান
Gulliver	গলিভার
Hannibal	হানিবল্‌
Harbinger	হারবিঞ্জার

Hardy	হারডী
Havock	হাভক্
Hearty	হারটী
Hector	হেক্টর
Hercules	হারকিউলিস
Hero	হিরো
Hopeful	হোপফুল
Humbler	হাম্বলার
Hurtful	হার্টফুল্
Impetus	ইম্পিটাস্
Jailor	জেলর
Jackey	জকী
Jolly	জলী
Jovial	জোভীয়ল্
Justice	জস্টীস্
Lictor	লীক্টর
Lucifer	লুসিফর
Lunatic	লুনাটীক
Lurker	লরকার
Lusty	লাষ্টী

Manager	মেনেজার
Marcus	মারকাস
Mariner	মারিনার
Maxim	মাকসিম
Mercury	মারকারী
Monarch	মনার্ক
Monitor	মনিটর
Noble	নোবল্
Novel	নভেল
Noxious	নকসাস্
Pagan	পেগান
Paragon	পারাগন
Pilot	পিলট, পাইলট
Piper	পাইপার
Pityful	পিটীফুল
Plodder	প্লোডার
Premier	প্রীমিয়ার
President	প্রেসিডেণ্ট
Presto	প্রেষ্টো
Primate	প্রাইমেট

Principal	প্রিন্সিপাল
Prophet	প্রফেট
Prosper	প্রসপার
Racer	রেসার
Rager	রেজার
Rambler	রাম্বলার
Rampant	রামপাণ্ট
Random	রাণ্ডম
Ranter	রাণ্টার
Ruler	রুলার
Rural	রুরাল
Salient	সালিয়েণ্ট
Sapient	সাপিয়েণ্ট
Social	সোসিয়াল
Solomon	সলমন
Solon	সোলন
Statesman	ষ্টেটসমান
Steady	ষ্টেডী
Surly	সর্লী
Sylvan	সীলভান

Tackler	টাকলার
Talisman	টালিসমান্
Tamer	টামর, টেমার
Tartar	টার্টর
Terror	টেরর
Tickler	টীকলার
Tracer	ট্রেসার
Tyrant	টাইরাণ্ট
Vagabond	ভাগাবণ্ড
Vagrant	ভাগরাণ্ট
Valiant	ভালিয়াণ্ট
Valour	ভেলর
Vexer	ভেক্সার
Vigour	ভিগর
Viper	ভাইপার
Wanderer	ওয়ানডারার
Warbler	ওয়ার্বলার
Warmer	ওয়ারমার
Wilful	উইলফুল
Wisdom	উইসডম

Worthy	ওয়ারদী
Wrangler	রাঙ্গলার
Wrestler	রেষ্টলার
Xerthippe	জেরটিপী
Yellowboy	জেলোবয়
Yellowly	জেলোলী

Name of Bitches.	সরমাদিগের নাম।
Abig	আবীগ
Accurate	আকুরেট
Actress	আক্টরেস
Agatha	আগাথা
Amity	আমিটী
Angry	এঙ্গ্রী
Animate	আনিমেট
Anodyne	আনোডাইন
Artifice	আর্টীফিস
Baneful	বেনফুল
Beatrice	বেটরীস
Bell maid	বেলমেড

Betsy	বেট্সী
Billingsgate	বিলিংসগেট
Blameless	ব্লেমলেস
Blueless	ব্লুলেস্
Brimstone	ব্রীমষ্টোন
Busy	বীসি
Buxom	বকসম
Capable	কেপেব্ল্
Captious	কাপসাস
Careful	কেয়ারফুল
Carolina	করোলিনা
Charming	চারমিং
Clara	ক্লারা
Clarinet	ক্লরিনেট
Clio	ক্লীও
Comley	কমলী
Comfort	কমফর্ট
Cruel	ক্রুয়েল
Curious	কিউরিয়াস
Dainty	ডেণ্টী

Darling	ডারলিং
Dauntless	ডণ্টলেস্
Delicate	ডেলিকেট
Dian	ডিয়ান
Doubtful	ডাউটফুল্
Document	ডকুমেণ্ট
Dreadful	ড্রেডফুল
Dulcet	ডলসেট
Easy	ইসী
Echo	একো
Eleanor	ইলেনর
Endless	এণ্ডলেস
Energy	এনার্জী
Essay	এসে
Factious	ফাকসাস্
Fashion	ফ্যাসন
Fickle	ফিক্ল্
Fidget	ফিজেট
Frantic	ফ্রাণ্টিক্
Frolic	ফ্রলিক

Furious	ফুরিয়স
Furry	ফুরি
Galley	গেলী
Gambol	গামবল
Gaudy	গডী
Giddy	গীডী
Gladness	গ্লাডনেস্
Gravity	গ্রাভিটী
Guilty	গিল্টী
Handsome	হেণ্ডসম
Harlot	হারলট
Hasty	হেষ্টী
Helen	হেলেন
Heroine	হিরোইন
Hostile	হস্টাইল
Industry	ইণ্ডাষ্ট্রী
Jealousy	জেলাসী
Joyful	জয়ফুল
Lenity	লেনিটী
Levity	লেভিটী

Lofty	লফ্‌টী
Lovely	লভলী
Luma	লুমা
Lunacy	লুনাসী
Luxury	লকসারী
Magic	মাজিক
Malice	মালিস
Mindful	মাইণ্ডফুল
Modesty	মডেষ্টী
Music	মিউসিক
Narrative	নারেটীভ
Nora	নোরা
Notice	নোটীস
Notion	নোসান
Novice	নোভিস
Passion	পেসান
Patience	পেসিয়ান্স
Phœnix	ফিনিক্স
Prudence	প্রুডেন্স
Riot	রায়ট

Rival	রাইভাল
Rosa	রোসা
Ruby	রুবি
Science	সায়েন্স
Selima	সেলিমা
Sloven	শ্লোভেন
Speedy	স্পীডি
Sportful	স্পোর্টফুল
Testy	টেষ্টী
Triffle	ট্রিফল
Trivial	ট্রিভিয়াল
Truelass	ট্রুলাস
Truemaid	ট্রুমেড
Tuneful	টুনফুল
Vanity	ভানিটী
Vanquish	ভানকুইষ
Venus	ভিনাস
Vicious	ভিসাস
Victory	ভিক্টরী
Vigilance	ভিজিলান্স

Vocal	ভোকাল
Wanton	ওয়ানটন
Warlike	ওয়ারলাইক
Wasteful	ওয়েষ্টফুল
Welcome	ওয়েলকম
Welldone	ওয়েলডন
Wildfire	ওয়াইল্ডফায়র
Wrathful	রথফুল
Xanthippe	জানটিপী
Yellowless.	জেলোলেস

গ্রেহাউণ্ড শাবক গুলির গুরুত্ব অনুসারে উত্তমাধম বিচার করা হইয়া থাকে। বিলাতের মুণ্ডে সাহেব ইহাদের শাবক গুলিকে উর্দ্ধ করিয়া তাহাদের পরস্পরের পদের দীর্ঘতানুসারে গতিশীলতার বিচার করিতেন। এতদ্বিষয়ে এক জন কবি এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন।

" You may by its weight, estimate the strength
of the whelps,
And from his heavy body, ascertain the fleetness
of its course."

শাবকগুলির শারীরিক গুরুত্বানুসারে তাহাদের বল পরীক্ষা করা যায় এবং শরীরের দীর্ঘতা অনুযায়ী তাহাদের গতির বিষয় নির্ণয় করা বিধেয়। একটী কিম্বা দুইটী করিয়া শাবককে এক কালে কুকুর-শালা হইতে বহির্গত করিয়া শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক। কতকগুলিকে এক সময়ে বাহিরে আনিলে সে গুলি গতি প্রভৃতি না করিয়া পরস্পরে দ্বন্দ্ব বিরোধে প্রবৃত্ত হয়।

গ্রেহাউণ্ডদিগের শারীরিক সন্তাপ রক্ষা জন্য তাহাদের গাত্রোপরি আবরণ বস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন। উক্ত আবরণ বস্ত্র এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক যেন তাহা গলদেশস্থ হৃদ্ মূলে আসিয়া আবদ্ধ হয়। পুরাকাল হইতে গ্রেহাউণ্ডদিগের গাত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া আসিতেছে। জোনাথান পর্য্যন্ত তাঁহার সময়ে টেরিয়ার জাতীয় কুকুরের গাত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকার বিষয় লিখিয়াছেন।

তাহাদের গলদেশে ধাতব (collar) গল-

বন্ধনী প্রদান করিলে গলদেশে ক্ষত হয় এ জন্য অনেকে চর্ম্মবন্ধনী ব্যবহার করেন।

(Slip) স্লিপ রজ্জু সহ গল বন্ধনী এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকে যে স্বেচ্ছাক্রমে মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয় কিম্বা এক কুকুরকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। বিলাতে (New market slips) নিউমারকেটের স্লিপ গুলি বহু দিবস হইতে ব্যবহার ছিল, কারণ তাহাতে উভয় কুকুর পৃথক ভাবে বিচরণ করিতে পারিত।

গ্রেহাউণ্ডদিগের coursing (গতি)।—বিলাতে ডিউক অব নরফোক্ কর্ত্তৃক মহারাণী আলিজাবেথের রাজত্ব কালে গ্রেহাউণ্ডের গতি বিষয়ক আইন সর্ব্ব প্রথমে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮২৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এস-ডাউন পার্কে কতকগুলি (coursing rules) গতি বিষয়ক বিধানের নিয়ম সংস্থাপিত হয়; পরে ১৮৩৮ সালে গতি বিষয়ক এক আইন প্রচারিত হইয়াছিল।

লর্ড অক্স্ফোর্ডের জারিনা নামে এক প্রিয় গ্রেহাউণ্ড ছিল। এই কুকুর ৪৭ বার দৌড়ে জয়-

লাভ করে। তের বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সে পুরুষের সহিত সংসর্গাভিলাষী হয় নাই, পরে জুপিটার নামক কুকুরের ঔরসে তাহার গর্ভে ৮টী শাবক জন্মায়। সে গুলিও সাতিশয় দ্রুতগতিবিশিষ্ট হইয়াছিল এবং কয়েকবার কুকুর-দৌড়ে জয় লাভ করে।

মেজর টপহামের প্রিয় সরমার গর্ভে ক্লারেট নামক গ্রেহাউণ্ডের ঔরসে (Snowball, Major, and Sylvia) স্নোবল, মেজর এবং সিলবিয়া নামক তিনটী অত্যুৎকৃষ্ট গ্রেহাউণ্ড জন্মায়। বিলাতে এরূপ বিখ্যাত কুকুর অতি কম জন্মাইয়াছিল। তাহাদের খ্যাতি দেশ বিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। দেশ দেশান্তর হইতে শিকারপ্রিয় লোক কুতূহল নিবারণ জন্য তাহাদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইতেন, তাহারাও প্রতিবারেই দৌড়ে জয় লাভ করিয়া প্রভুর অর্থ সার্থক করিয়াছিল। স্নোবল প্রথমে ৫০ গিনি ৫২৫ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। দ্বিতীয়বারে ১০০ গিনি ১০৫০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। গদ্যে এরূপ কুকুরের গুণ চির-

কাল স্মরণ থাকে না এ জন্য বিখ্যাত কবি সার ওয়ালটার স্কট তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত পদ্যটী রচনা করেন।

" 'T was when fleet Snowball's head was waxen grey
A luckless lev'ret met him on his way
Who knowsnot Snowball ? He whose race renowned
Is still victorious on each coursing ground ;
Swaffham, Newmarket, and the Roman Camp,
Have seen them victors o'er each meaner stamp.
In rain the youngling sought with doubling wile
The hedge, the hill, the thicket, or the stile ;
Experience sage the lack of speed supplied,
And in the Gap he sought, the victim died."

অষ্টম অধ্যায়।

সারমেয়ের রোগ ও চিকিৎসা।

মানবের হিতসাধন পক্ষে গো, অশ্ব ব্যতীত অপর কোন পশুকেই কুকুরের ন্যায় প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। সুতরাং ইহাদের চিকিৎসা পক্ষে আমাদের বিশেষ মনোযোগ বিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কুকুর

জাতির অস্বাভাবিক অবস্থায় জীবন যাপন এবং অনেক সময় আবদ্ধাবস্থায় গৃহ মধ্যে অবস্থান জনিত বহুবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। মানব যে সমস্ত রোগাক্রান্ত হয়েন, কুকুরকেও তদনুরূপ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

কুকুরশাবকদিগের Rickets, কৃমি, Convulsion (আক্ষেপ) goitre এবং misenteric tabies হইয়া থাকে। তাহাদের আবার যৌবন গত হইলে Gout (বাতরক্ত) Stone (পাথুরি) Gravel, Rheumatism (বাতব্যাধি) asthma (শ্বাস কাশ) dropsy, (শোথ) chorea, epilepsy, মৃগী, palsy telames ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেক কুকুরকে প্রায় প্রভুর ন্যায় রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। শিকারী কুকুর গৃহ কুকুরের ন্যায় রোগাক্রান্ত হয় না। গৃহ কুকুর গুলিকে অনেক সময় গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকায় মানবের ন্যায় বহুবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

মানব এবং কুকুরের প্রায় একই রূপ রোগাক্রান্ত হওয়ায় বিজ্ঞ নর-বৈদ্য তাহাদের

অনেক রোগের সুচিকিৎসা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু নর-বৈদ্য অশ্ব-বৈদ্যাপেক্ষা ইহাঁদের সুচিকিৎসা করিতে সক্ষম, কারণ অশ্ব-বৈদ্য কুকুরের এবং অশ্বের দেহতত্ত্ব, গঠন প্রণালী প্রভৃতির তারতম্যের বিষয় অনুধাবনা পূর্ব্বক শিক্ষা করেন না। আক্ষেপের বিষয় এই যে নর-বৈদ্য কুকুরের চিকিৎসায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন এবং অশ্ব-বৈদ্য উহা গুরুতর বোধে তাহাদের চিকিৎসায় অগ্রসর হয়েন না, এজন্য কুকুরের চিকিৎসা সাধারণতঃ তাহাদের রক্ষক, শিকারী, এবং কেনেল-তত্ত্বাবধায়কেরাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কুকুরের, অশ্বের কি মানবের শরীরে ঔষধের সমান ক্রিয়া হয় না। একটী মনুষ্যকে পূর্ণ মাত্রায় ১০ গ্রেণ কেলোমেল প্রয়োগ করিলে মানব জীবন নষ্ট হয় না, কিন্তু একটী বৃহৎকায় পইণ্টার কুকুরকে, এক জন প্রসিদ্ধ বহুজ্ঞ চিকিৎসক উক্ত মাত্রায় কেলোমেল প্রয়োগ করাতে, মরিতে দেখা গিয়াছে। এমন কি, ৩।৪ গ্রেণ কেলোমেল সেবনে কুকুর

ভয়ানক বমন করিতে থাকে, কিন্তু তাহার দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহার করিলেও তাহার রেচন হয় না। আবার ৩।৪ গ্রেণ মাত্রার বিংশতি গুণ মাত্রায় একটী অশ্বকে প্রয়োগ করিলে তাহার ভেদ কি বমন কিছুই হয় না। তিন ড্রাম পরিমাণ (মুসব্বর) সেবনে দশ জন মানবের মধ্যে নয় জনের জীবন নষ্ট হয়, কিন্তু অনেক বৃহৎকায় কুকুর উক্ত পরিমাণ ঔষধ অনায়াসে জীর্ণ করিতে সক্ষম হয়।

এক জন মনুষ্যের যে পরিমাণ অহিফেন সেবনে জীবন নষ্ট হয়, একটী কুকুরকে সেই মাত্রায় অহিফেন সেবন করাইলে তাহার কোন রূপ অসুখ হইবে না। আবার সামান্য মাত্রায় নক্সভোমিকা সেবনে একটী কুকুর মরিয়া যায়, কিন্তু সে মাত্রায় এক জন মনুষ্যের কিছুই অনিষ্ট হয় না। অতি অল্প মাত্রায় টারপেন-টাইন প্রয়োগে একটী কুকুর মরে, কিন্তু উহা সর্ব্বদাই মানবের কৃমি নষ্ট জন্য ক্যাষ্টর অএল সহ জোলাপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ অনুসারে কুকুরের রোগ

নির্ণয় করা হইয়া থাকে। তাহাদের নাড়ীর গতি এবং শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়া, প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া পরে সর্ব্ব শরীর স্পর্শ এবং দর্শন দ্বারা রোগানুভব করা কর্ত্তব্য। রোগ পরীক্ষা কালে চক্ষু এবং জিহ্বা পরীক্ষা করা আবশ্যক। চক্ষু রক্তবর্ণ এবং জিহ্বা শ্বেত এবং furred রুক্ষ হইলে inflamation প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। জিহ্বা পীতবর্ণ এবং listed শুষ্ক হইলে liver (লিভার) যকৃৎ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

হৃদ্‌যন্ত্রে কুকুরের নাড়ী পরীক্ষা করা যাইতে পারে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ পদ গুলির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নাড়ী পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাহা হাঁটুর (protuberant callosity) ভিতরের দিকে স্পষ্ট গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষুদ্র অপেক্ষা বৃহৎকায় বিশিষ্ট কুকুর দেহে নাড়ীর গতি বিংশতি অপেক্ষা অধিক নহে। বৃহৎকায় কুকুরের নাড়ীর গতি এক শত বার হইলে ক্ষুদ্রকায় কুকুরের তাহা এক মিনিটে এক শত বিংশতিবার হইবে। এই

গতি অপেক্ষা নাড়ী দ্রুত গতি অনুভূত হইলে তাহাকে প্রদাহ অবস্থার গতি বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে।

কুকুরের রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া তাদৃশ কঠিন operation (অস্ত্র কার্য্য) নহে। Jugular কিম্বা গল দেশস্থ শিরা (ভেইন) এক খানি লেনসেট নামক ছুরিকা দ্বারা (open) কাটিয়া দিলে উক্ত ক্রিয়া অতি সহজে সম্পাদিত হইয়া থাকে। গল দেশ বেষ্টন করিয়া হৃদ্‌যন্ত্রাভিমুখে একটী লিগেচার দ্বারা বন্ধন করিয়া কুকুরের মস্তক ঊর্দ্ধভাবে রাখিলে, উক্ত (ভেইন) শিরা গলনালীর উভয় দিকে আপনা আপনি এক ইঞ্চ পরিমাণে (swell and protrude) ফুলিয়া উচু হইয়া উঠিবে। এ স্থলে ঘনলোম থাকিলে পূর্ব্বে তাহা পরিষ্কার করা আবশ্যক। পরে অস্ত্র-কর্ত্তা কুকুর দেহের উপর নত হইয়া এক খানি সুতীক্ষ্ণ লেন্‌সেট দ্বারা উক্ত (punicture) ছিদ্র সহজে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। রক্ত বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে লিগেচার বন্ধন মুক্ত করিলে রক্ত

নিঃসরণ নিবারিত হইবে। এই জন্য অন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় না। এই কার্য্যে পিল, প্লাষ্টার কিম্বা ব্যাণ্ডেজ প্রয়োজন হয় না। বিশেষ বিশেষ ঘটনায় হঠাৎ রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়ার প্রয়োজন হইলে কুকুরের লাঙ্গুল ছেদন করা যাইতে পারে, কিন্তু বিশেষ সতর্কতা সহকারে উহা নির্ব্বাহ করিতে হয়। লাঙ্গুলাগ্র হইতে অতি অল্প পরিমাণে ছেদন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে একটু অসাবধান হইলে ক্রমে সমুদয় লাঙ্গুল ক্ষত হইয়া পচিয়া যাইতে পারে।

মানবের ন্যায় তাহাদের inflamatory affections রোগে রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া একান্ত আবশ্যক। পাকাশয়, Stomach, Bowels কিম্বা Langus লেঙ্গস্ আক্রান্ত হইলে কুকু-রের অবয়ব অনুসারে কতিপয় আউন্স রক্ত বাহির করিতে পারিলে তাহারা রোগ যন্ত্রণা হইতে আশু প্রতিকার লাভ করে। অধিক মূল্যবান কুকুরের রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া আবশ্যক হইলে সে সময় তাহাকে উষ্ণ জলে স্নান করা-

ইলে বিশেষ উপকার দর্শে। এ উপায়ে রক্তের গতি বৃদ্ধি পায়, বক্ষ এবং আরটারী ধমনী শিরা গুলির প্রদাহিক ক্রিয়া হ্রাস করে, এবং চর্ম্মস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র গুলি (open) পরিস্কার হওয়ায় শরীরের জ্বরের ন্যায় যে সন্তাপ থাকে তাহা শীতল হয়।

বৃহদাকার কুকুরকে ঔষধ সেবন করাইতে হইলে এক খানি চেয়ারে বসিয়া তাহাকে ঔষধদাতার দিকে পৃষ্ঠ করিয়া স্বীয় বাম পদ দ্বারা চাপিয়া রাখা আবশ্যক। পরে বাম হস্তস্থিত বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপরের মাড়ী ঊর্দ্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্তের ঔষধের গুলি মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে হয়। কিয়ৎ-কাল মুখ চাপিয়া রাখিলে ঔষধ উদরস্থ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র কুকুরকে কোলের উপর বসাইয়া সহজে ঔষধ সেবন করান যায়। কোন রূপ তরল ঔষধ সেবন করাইতে হইলে তাহা ক্রমান্বয়ে প্রদান করা আবশ্যক। ব্যগ্রতা সহ ঔষধ সেবন এবং বহুক্ষণ মুখ চাপিয়া রাখিলে কুকুরের শ্বাস বন্ধ ও দম আটকাইয়া

প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। মারকারি, এনটি-মনি প্রভৃতি ঔষধ সকল খাদ্যসহ প্রদান করা যাইতে পারে। রেচন জন্য ক্ষার ঔষধ সেবন করাইবার আবশ্যক হইলে তাহা খাদ্যসহ প্রদত্ত হয়, কারণ ক্ষারের আস্বাদন লবণের ন্যায়, এজন্য লবণ ভ্রমে তাহারা ক্ষার ঔষধ ভক্ষণ করে। খাদ্যের সহিত ঔষধ প্রদান করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা সহকারে তাহা মিশ্রিত করিয়া প্রদান করা আবশ্যক, কারণ কোন গতিকে খাদ্য সহ ঔষধ প্রদানের বিষয় জ্ঞাত হইলে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সে আহার করে না, এবং অনাহারে ক্লেশ পাইয়া থাকে।

শার্ঙ্গধর তাঁহার কৃত পশু চিকিৎসার গ্রন্থ মধ্যে ৩টী কুকুর চিকিৎসা জ্ঞাপক শ্লোক সন্নি-বেশিত করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি পশ্বায়ু-র্ব্বেদ হইতে এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় হিন্দুরা পূর্ব্বে কুক্কুরদিগের রোগ এবং তাহার চিকিৎসা জ্ঞাত ছিলেন। পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা সার্ঙ্গধরোদ্ধৃত বচনত্রয় উদ্ধৃত করিলাম।

"মস্তকে তু ক্ষতে জাতে দধিতত্র প্রদায় চ।
লেহয়েৎ কুকুরৈরন্যৈঃ সপ্তাহাৎ সিধ্যতি ধ্রুবম্॥"

মস্তকে ক্ষত হইলে দধি প্রদান করিবে এবং অন্য কুকুর দ্বারা ৭ দিন লেহন করাইবে।

"বরুণস্য ফলাদ্ধস্ত পীড়িতাৎ গলিতোরসঃ।
সব্রণে পূরিতৈ সোথং ক্রমিজালং নিপাতয়েৎ॥"

বরুণ বৃক্ষের ফল হস্ত দ্বারা পীড়িত করিয়া তাহার রস ব্রণস্থানে প্রদান করিলে সোথ এবং কৃমি নষ্ট হয়।

"অঙ্গারঃ শাক বৃক্ষস্য চূর্ণিতঃ সদ্ঘৃতৈস্ত্র্যাহং।
দত্তৈর্নশ্যত্যতীসার স্তেষাং পানীয় বারণাৎ॥"

অঙ্গার (শাকবৃক্ষ, সেগোন গাছের কয়লা) চূর্ণ করিয়া ঘৃত দ্বারা তিন দিবস পর্য্যন্ত পান করাইলে অতিসার নষ্ট হয়। ঔষধ সেবন কাল পর্য্যন্ত জলপান নিষিদ্ধ।

মনুষ্যকে মত্ত কুকুর দংশন করিলে শরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হয়, তাহার ঔষধও শার্ঙ্গধর লিখিয়াছেন। যথা—

"কর্ণিকা রসনৌ বীরগুপ্তা ত্রিকটু মাধবী
ষষ্টীধান্য গুড়ক্ষীরঃ দষ্টোমত্ত শুনাপিবেৎ।"

কর্ণিকা, রসুন, বীরগুপ্তা, ত্রিকটু, (শুট,

পেপুল, মরীচ) মাধবী, উড়িধান্য, গুড়, একত্র করিয়া মত্ত কুক্কুরে দংশন করিলে পান করিবে।

"বৃক ব্যাঘ্র তরক্ষ্বৃক্ষ শৃগাল দ্বিপবাজিনাং
রুধিরং স্রাবয়েদ্দংশাৎ দহেল্লৌহশলাকয়া।"

নেকড়ে বাঘ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভল্লুক, শৃগাল, হস্তী, ঘোটক, দংশনে রুধিরস্রাব হইলে উত্তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা ক্ষতস্থান দগ্ধ করিতে হইবে।

'শ্যামাস্থরভি জিহ্বাচ নিঃশেষ প্রাণি সম্ভবম্।
নখ দন্তবিষংহন্তি মধুনা সহ লেপতঃ॥"

শ্যামালতা, গোয়ালিয়া লতা, মধু দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রাণিমাত্রের নখদন্তাঘাতের বিষ নষ্ট হয়।

"বিখ্যাত ফরাসী ডাক্তার পাস্তুর সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ক্ষিপ্ত শৃগাল কিম্বা কুক্কুরে কামড়াইবার পরেই যদি ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুক্কুরের মুখের বিষ লইয়া উপর্য্যুপরি তিনবার দষ্ট ব্যক্তির দেহে টীকা দেওয়া হয় তবে তাহার আর জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হয় না। প্রতিকারটী কিন্তু জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই করিতে হইবে।"

শিরীষ বীজ সীজের আটায় বাটিয়া দিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

কুকুরের জোলাপ বহুবিধ।

জোলাপ, গেমবোজ, কেলোমেল অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু এ গুলি সকল সময় সুন্দররূপ ক্রিয়া করে না। Epsom salt, ইপসম সল্ট, (সান্ট লবণ) Syrrup of Buckthorn অনেকে ব্যবহার করেন। ব্লেনের মতে এক ড্রাম হইতে দুই ড্রাম পর্য্যন্ত aloes এলোস (মুসব্বর) ব্যবহারে তাহাদের কোষ্ট পরিষ্কার হয়। ষ্টোনহেঞ্জ তাহাদের কোষ্ট পরিষ্কার জন্য নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। Rhubarb (রুবার্ব, রেউচিনি), Senna, (সোণামুখী), Ipicacuanha (ইপিকাকুয়ানা), এবং ক্রোটন অইল (জায়পাল তৈল)।

মৃদু বিরেচক।

Barbadoes aloes	10 to 15 grains
বারবেডোস মুসব্বর	১০ হইতে ১৫ গ্রেণ
Powdered Jalap	5 to 8 grains.

জোলাপার গুঁড়া ৫-৮ গ্রেণ

Ginger, 2 or 3 grains

শুঁট ২-৩ গ্রেণ

Soap, ১০ grains

সাবান, ১০ গ্রেণ

উল্লিখিত ঔষধগুলি মিশ্রিত করতঃ একটী গুলি করিয়া বৃহৎকায় কুকুরকে এক মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উগ্র বিরেচক।

Calomel কেলোমেল ৩ হইতে ৫ গ্রেণ

Jalap, জোলাপ ১০-২০ গ্রেণ

সিরাপ সহ মিশ্রিত করতঃ একটী বড় পিল করিয়া খাওয়াইলে কোষ্ট পরিস্কার হইবে।

লিভার বিকৃত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

Podophylin ১/৩ গ্রেণ

Compound Extract of Colocynth ১২-১৮ গ্রেণ

Powdered Rhubarb ৩ হইতে ৫ গ্রেণ

Oil of cloves দুই বিন্দু।

মিশ্রিত করিয়া বৃহৎ কুকুরকে এক বটীকা প্রদান করিতে হইবে এবং ক্ষুদ্র কুকুরকে দুই ভাগে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

সহজ উপায়ে মল নিঃসরণ না হইলে

Croton oil	১ হইতে ২ বিন্দু পর্য্যন্ত।
জয়পাল তৈল	
Purified opium	১-২ গ্রেণ
অহিফেন	
Linseed meal	১০ গ্রেণ
মসিনা বাটা	

মসিনা Meal উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া, পরে তৈল মিশ্রিত করিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

সচরাচর কেষ্টর অএল মিকচার।

Castor oil	৩ আউন্স
Syrrup of Buckthorn	২ আউন্স
Syrrup of Poppies	১ আইন্স

উপরি উক্ত ঔষধগুলি মিশ্রিত করিয়া এক টেবল স্পুণ (চামচ) পূর্ণ মাত্রায় মধ্যবিধ আকৃতি বিশিষ্ট কুকুরকে সেবন করান যাইতে পারে।

Alteratives পরিবর্ত্তক ঔষধ।

তক্র (ঘোল) সেবন করাইলে কুকুরের পাঁচড়া ও চুলকণার ন্যায় চর্ম্ম রোগ আরোগ্য হয়, Cutaneous affections (চর্ম্ম রোগ) রোগেও ইহা খাওয়াইলে উপকার দর্শে। Mange (চুলকণা, খোষাদি রোগ) মেঞ্জ রোগে তক্র সেবন করান প্রশস্ত। ৪ গ্রেণ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত Nitrate of Potash সোরা খাওয়াইলে কুকুরের চর্ম্ম রোগ এবং চর্ম্ম লাল হওয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে ক্রিম অব টারটার উক্ত মাত্রায় কিম্বা অধিক পরিমাণে ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বমন কারক ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে না। তাহারা অনেক সময় স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে Dog grass তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া বমন করিয়া থাকে, কিন্তু উদরের পীড়ার অথবা পিত্তাধিক্য জনিত বমনেচ্ছু হইলে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে।

কুকুরের মাঞ্জ (খোষ, পাঁচড়া)।

মানবের খোষ পাঁচড়ার ন্যায় কেনাইন জাতীয় কুকুরদিগের মাঞ্জ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মাঞ্জ কেনাইন নামক মাংসাশী জাতীয় কুকুরের চর্ম্মের পুরাতন প্রদাহ। কোন কোন অংশে শারীরিক ক্রিয়া হইতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা স্পর্শাক্রামক এবং সংক্রামক পীড়া। সর্ব্বদা বদ্ধাবস্থায় থাকিলে এই রোগ উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন লবণাক্ত খাদ্য ভক্ষণেও রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। জাহাজস্থ অধিকাংশ কুকুরকে এই রোগাক্রান্ত হইতে দেখা হয়, কিন্তু যেগুলি ডেকের অর্থাৎ জাহাজের উপরে বিচরণ করে, তাহাদের এই রোগ জন্মে না।

প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করায় এ রোগ উৎপন্ন হয়, আবার অল্প এবং সামান্য খাদ্যেও ইহা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। মাঞ্জ বহুবিধ। তন্মধ্যে Red mange রক্তবর্ণ পাঁচড়া সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

এই রোগ এবং মানবের খোস পাঁচড়ার

অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়বিধ রোগ প্রশমন পক্ষে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। মানবেরা চর্ম্মরোগ হইতে সহজেই আরোগ্য হয় কিন্তু কুকুরের মাঞ্জ রোগ সহজে আরোগ্য হয় না। চিকিৎসকেরা itch পাঁচড়াকে স্থানীয় রোগ বলেন কিন্তু পশু চিকিৎসকেরা মাঞ্জ রোগকে constitutional ধাতু ঘটিত রোগ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। বেন মহোদয় Mange মাঞ্জ রোগে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

Powdered Sulphur		4 Ounces.
Muriate of ammonia (Powdered)		½ an ounce
Aloes (Powdered)		1 dram.
Venice Terpentine		½ an ounce
Lard	চর্ব্বি	6 ounces.

Mix :

Sulphate of Zinc	শ্বেত তুঁতে	1 dram
Tobacco in powder		½ an ounce
Sulphur	,,	4 ounces

Aloes ,, 2 drams
Soft soap 6 ounces
Lime water 4 ounces
Decoction of staves care 2 ounces
Decoction of white hellebore 2 ounces
Corresive sublimate রসকর্পূর 5 grains

Ointment for virulent mange

Green Jadive of Mercury 2 drams
Lard 2 ounces

মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহে এক বার গাত্রস্থ চর্ম্মোপরি এরূপ ভাবে মালিস করিতে হইবে যেন মলম অবশিষ্ট না থাকে।

মৃদু মলম।

Compound sulphur ointment 4 Oz.
Spirit of Turpentine 1 ounce

মিশ্রিত করিয়া একদিন অন্তর মালিস করা আবশ্যক।

রক্তবর্ণ মাঞ্জ রোগের মলম।

Green Iodide of mercury 1½ dram

Spirit of Turpentine	2 drams
Lard	$1\frac{1}{2}$ ounce

মিশ্রিত করিয়া লোমের মূল পর্য্যন্ত উত্তম রূপে লাগাইতে হইবে। এক দিন অন্তর মালিস করা বিধি।

Carbolic acid	কারবোলিক এসিড	১ ভাগ
Water	জল	৩০ ভাগ

একত্র করিয়া ক্ষত ধোয়াইয়া দিলে রোগ প্রশমন হয়। গাত্রোপরি হইতে মক্ষিকা এবং আটালু নিবারণ করিতে হইলে সাবান এবং কারবোনেট অব সোরা একত্র মিশ্রিত করিয়া একটু উষ্ণ জল দিয়া উহা উত্তমরূপে গাত্রে মাখাইয়া দিলে এবং গা ভিজিয়া গেলে মক্ষিকা আটালু থাকিতে পারে না। এই ঔষধ অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কুকুরের গাত্রে বসিলে পরে উষ্ণ জলে কুকুরকে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ধোয়াইয়া গাত্র হইতে সাবান তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। গা ধোয়া হইলে রৌদ্রে গাত্র শুষ্ক করা প্রয়োজন, রৌদ্রাভাবে অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করা বিধেয়।

এইরূপ দুই তিন বার গাত্রস্থ চর্ম্ম ধোয়াইলে চর্ম্মরোগ শান্তি হইয়া থাকে।

গাত্রস্থ আটালু এবং অন্যান্য কীট মারিতে হইলে যৌনহেঞ্জ সাহেব নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন।

Keatings Persian Insect Destroying Powder কিম্বা Acetic acid (Lond : Pharm :) $3\frac{1}{2}$ ounces

Borax $\frac{1}{2}$ dram

Distilled water $4\frac{1}{2}$ ounces

মিশ্র করিয়া গাত্রস্থ লোম মূল পর্য্যন্ত ভিজাইতে হইবে।

কুকুরের কর্ণরোগ।

Internal and External Canker of the Ear :—

কর্ণ মধ্যস্থ কেঙ্কর (ক্ষত) প্রায় মাঞ্জের ন্যায় রোগ। শরীরে রক্ত অধিক হইলে মাংস বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সিক্রিসন সকল শরীরের পুষ্টি জন্য ব্যয় না হইলে বিভিন্ন প্রকারে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহির হইয়া

পড়ে। কর্ণ গহ্বরে সদা সর্ব্বদা জল প্রবেশ করিলে কর্ণ মধ্যে কেঙ্কর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ জন্য পক্ষে, জল স্পানিয়াল, এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের অধিকাংশ সময় এ রোগ জন্মে, কারণ তাহারা অনেক জলে বিচরণ করিয়া থাকে।

কর্ণ রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কার করিলে উপকার দর্শে, এজন্য প্রথমে জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। চারি আউন্স গোলাপজলে অর্দ্ধ ড্রাম পরিমাণ সুগার অব লেড মিশ্রিত করিয়া যে লোসান হইবে তাহার বাহ্য প্রয়োগে বিস্তর উপকার পাওয়া যাইতে পারে। সময়ে সময়ে (verdigris) এসিটেট্ অব কপার, সুইট অইল মিশ্রিত করিয়া কর্ণ মধ্যে প্রদান করিলে রোগ শান্তি হয়। কেলোমেল তৈল সহ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ষ্টোনহেঞ্জ বলেন দীর্ঘ এবং লম্বিত কর্ণ বিশিষ্ট হাউণ্ড, পইণ্টার সেটার, স্পানিয়াল প্রভৃতি কুকুরগুলিকে এই রোগে অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কুকুরের কর্ণরোগ উপস্থিত হইলে

অনেকে কর্ণের কিয়দংশ ছেদন করিয়া উপকার পাইবার আশা করেন, কিন্তু সে উপায়ে উপ-কার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপকার অধিক হইয়া থাকে; কারণ কুক্কুরে রোগ এবং কর্ণাগ্র ছেদন উভয় বিধ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সর্ব্বক্ষণ কর্ণ সঞ্চালন করিতে থাকে এবং তাহাতে ক্ষত ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথচ কর্ণের আভ্যন্তরিক পীড়া সামান্য রূপও প্রশমন হয় না।

প্রথমে কর্ণের মূলদেশে একটী আল্‌সার (ক্ষত) হইয়া ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কেহ কেহ কষ্টীক দ্বারা আল্‌সার দগ্ধ করিয়া দেন, কিন্তু অনেকে প্রিয় অনুচরকে কষ্ট না দিয়া রোগ প্রশমন জন্য ঔষধ বাহ্যে প্রয়োগ রিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

Ointment of Nitrated quick silver and Calamine Cerate এই দুই ঔষধ সম-ভাগে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন এক একবার ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। ঔষধ প্রয়োগ-কালে এবং রোগ শান্তিকাল পর্য্যন্ত কুকুর

যাহাতে কর্ণ সঞ্চালন করিতে না পারে তজ্জন্য (Dog Cap) কুকুরের টুপী কিম্বা বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া রাখা বিধেয়।

কুকুরের কর্ণের লম্বিত চর্ম্মোপরি যে টিউমার হয়, তাহা অতিশয় ক্লেশদায়ক। টিউমার চাকচিক্য বিশিষ্ট এবং স্ফীত হইলে তাহা অস্ত্র করিতে হয় এবং মধ্যস্থিত সিরাম বহির্গত করিয়া দিলে অতি স্বত্বর গ্রানুলেসন উপস্থিত হয় এবং কুকুর রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পায়।

টাইফাস জ্বর বা ডিষ্টেম্পর।

ব্লেন বলেন, কুকুরের এই রোগ ফ্রান্সদেশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং এক শতাব্দী হইল তাহারা এই রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কুকুরগুলির এই রোগে আক্রান্ত হইবার বিশেষ বিরবণ জ্ঞাত হওয়া যায় না।

কুকুরে যদিচ সর্ব্বদা টাইফাস জ্বরে আক্রান্ত না হউক, ইহা সময়ে সময়ে এপিডেমিক আকারে প্রবাহ হইয়া বহুতর মূল্যবান কুকুরের প্রাণনষ্ট করে। ১৮০৫ সালে বিলাতে অনেকগুলি

ডিষ্টেমপার রোগাক্রান্ত সারমেয় স্পাস-মোড়িক (আক্ষেপযুক্ত বেদনা) বেদনায় দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করে। এপিডেমিক উপস্থিত হইলে এক এক বার রোগে নূতন নূতন উপসর্গ প্রবল হইয়া রোগাক্রান্ত জীবগুলির প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। একবার ভয়ানক (ডায়ারিয়া) উদরাময় উপস্থিত হয়। কোন বার এপিলেপ্সী (মৃগী) এবং (Spasm) আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন বার আবার ভয়ানক পচন ধরিয়া রোগগ্রস্ত কুকুরগুলি বিনষ্ট হয়।

রোগের আক্রমণ, বয়ঃক্রম, (Constitution) ধাতু এবং বাসস্থানের উষ্ণতানুসারে ডিষ্টেম্পার রোগের চিকিৎসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই রোগের অবস্থানুরূপ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়। অধিকাংশ সময় এই রোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কুকুরের চক্ষু মুখ হইতে অল্প অল্প বারি নির্গত হইতে দেখা যায়; তাহার দেহ ক্ষীণ, ক্ষুধা মন্দ এবং তাহাকে বিমর্ষ হইতে দেখা যায়। এ অবস্থায়

জোলাপ দ্বারা তাহার কোষ্ঠ পরিস্কার করা আবশ্যক।

এই রোগে এপিলেপ্‌টীক ফিট (মৃগী) উপস্থিত হইলে রোগ কঠিন বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমে একটী ফিট উপস্থিত হইলে চিকিৎসককে সতর্ক হইতে হইবে, কারণ একবার ফিট উপস্থিত হইলে ক্রমান্বয়ে আর দুই এক বার ফিট উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; এজন্য চিকিৎসক অনতিবিলম্বে এক মাত্রা উগ্র বিরেচক প্রদান করিয়া মল না পাইলে পুনরায় বিরেচন ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন। ডাক্তার ইয়ট এ অবস্থায় পূর্ণ মাত্রায় অহিফেণ সহযোগে কেলোমেল প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুই ঘণ্টা অন্তর ১০ হইতে ২০ বিন্দু টিংচার ডিজিটেলিস প্রদান করিলেও উপকার দর্শে। পাড়িত কুকুরকে বিশ মিনিট পর্য্যন্ত উষ্ণ জলে (Warm bath) রাখিয়া ফ্লানেল বস্ত্র দ্বারা আবৃত করতঃ অগ্নি সন্নিধানে রাখা কর্ত্তব্য।

ডিস্‌টেম্পার রোগে যে কন্‌ভাল্‌সান হয়, তাহাকে কোরিয়া বলে, ইহা যদিচ সাংঘাতিক

পীড়া নহে, কিন্তু ইহাতে কুকুরকে জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য অব্যবহার্য্য এবং অসহায় অবস্থায় পরিণত করে।

টাইফস জ্বরাক্রান্ত কুকুরের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলে তাহাকে টনিক (বলকারক) ঔষধ প্রয়োগ করা অতীব কর্ত্তব্য।

ডিসটেম্পার রোগ উপস্থিত হইলে পইণ্টার ও সেটারদিগকে উক্ত রোগ হইতে আক্রমণ নিবারণ জন্য কেহ কেহ গোবীজ দ্বারা টিকা প্রদান করিয়া থাকেন। মসূর্য্যাধানে কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এ জন্য তাহার প্রণালী এস্থলে লেখা হইল না।

উদরাময় (Diarrhœa)

কুকুর অনেক সময় উদরাময় রোগাক্রান্ত হয়। এজন্য আনোডাইন বেদনানিবারক ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হয়। উদরাময় রোগে অল্প অল্প তরল কোষ্ঠ নির্গত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে বিস্তর উপকার দর্শে।

Prepared chalk 2 to 3 drams.
Aromatic confection 1 dram.

Laudanum	3 to 8 drams.
Powder of Gum Arabic	2drams.
Water	7 ounces.

একত্র মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠবন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত দুই টেবল স্পুন পূর্ণ প্রতি বারে সেবন করাইতে হইবে।

কেষ্টর অএল	এক টেবল স্পুন পূর্ণ
লডেনাম্	১ হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত

মিশ্রিত করিয়া এক কি দুই দিবস অন্তর প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পুরাতন এবং কঠিন উদরাময়ে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

Creasote	2 ozs.
Laudanum	6 to 8 drams.
Prepared chalk	2 drams.
Prepared gum arabic	2 drachens.
Tincture of ginger	2 drams.
Peppermint water	6 ounces.

মিশ্রিত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর প্রত্যেক বারে দুই টেবল স্পুন পূর্ণ প্রদান করা ব্যবস্থা।

Astringent bolus foy diabetis or internal hemorrage.

1. Gallic acid 3 to 6 Grains.
   Alum 4 to 7 Grains.
   Purified opium 1 to 2 Grains

Mix with Syerup and Give two or three times a day to a large dog.

2. Nitrate of silver ½ Grain
   Crumb of bread enough to make a pill.

দিনে দুইবার সেব্য।

Astringent wash for the eyes.

1. Sulphate of Zinc 5 to 8 Grains
   Water 2 oz mix.

২ Extract of goulard 1 dra
   Water 1 oz mix.

3. Nitrate of silver. 2 to 5 Grains
   Distilled water. 1 oz. Mix.

Wash for the penis : লিঙ্গ ধৌত করিবার ঔষধ।

Cloride of zinc	½ to 2 Grains
Water	1 oz. Mix.

Astringent application for the pills :
অর্শ রোগে সঙ্কোচক ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ।

Gallic acid	[illegible]0 Grains
Extract of goulard	15 Drops
Powdered opium	15 Grains
Lard	1 ounce.

মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যা কালে ব্যবহার করিতে হইবে।

টিউমার কিম্বা অস্থি বৃদ্ধি হইলে প্রতিদিন টিংচার আওডাইন মালিস করিলে উপকার দর্শে।

Diuretics মূত্রকারক।

প্রস্রাবের পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগে বিস্তর উপকার দর্শে।

Nitre	5 to 8 Grains.
Digitalis	½ Grain.
Ginger	2 to 3 Grains.

মসিনা বাটা এবং জল সহ এইগুলি মিশ্রিত

করিয়া একটী গুলি করিয়া কুকুরের আকৃতি অনুসারে পূর্ণ বা অর্দ্ধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

Iodide of potasium	2 to 4 Grains.
Nitre	3 to 6 Grains.
Digitalis	$\frac{1}{2}$ Grain
Extract of Cammomill	5 Grains.

মিশ্রিত করিয়া সমস্ত কি অংশমতে প্রদান করা বিধি।

Liniment.

কুকুরের, শরীরে মাষ্টার্ড, এমোনিয়া, লডেনাম এবং টারপেনটাইন বাহ্য প্রয়োগে বিস্তর উপকার দর্শে। শরীরের কোন মাস-কিউলার প্রদাহে কিম্বা জয়েণ্টগুলির পুরাতন রিউমাটিক বেদনা নিবারণ জন্য এই ঔষধ গুলি অত্যন্ত হিত জনক।

Best mustard	3 to 5 ounces.
Liquor of ammonia	1 ounce.
Spirit of Purpentive	1 ounce.

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে মালিস করিতে হইবে।

Spirit of purpentive	½ ounce.
Liquor of Amonia	½ ,,
Luadanum	½ ,,

একত্র মিশ্রিত করিয়া মালিস করিতে হইা

Expictorant or Cough Medicines :

কফ নিঃসারক ঔষধি।

Ipicacuanha in powder	½ to 1½ Grains.
Powdered Rhubarb	1 to 2 Grains.
Purified opium	½ to 1½ Grains.
Compound synill pill	1 to 2 Grains.

মিশ্রিত করিয়া দিবসে এবং রাত্রিকালে একবার করিয়া এক এক গুলি খাওয়াইতে হইতে।

নূতন কাশী রোগে নিম্ন লিখিত কফ নিঃসারক ঔষধ এক মাত্রায় ব্যবস্থা করিলে উপকার দর্শে।

Ipicacuanah wine	৫ হইতে ১০ বিন্দু
Common mucilage	২ ড্রাম
Sweet spirit of Nitre	২০ হইতে ৩০ বিন্দু

Paregoric ১ ড্রাম
Camphor mixture অর্দ্ধ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া দিনে দুই তিনবার খাওয়াইতে হইবে।

Fever medicines জ্বরঘ্ন ঔষধ।

সামান্য জ্বরঘ্ন পাউডার।

১। সোরা চূর্ণ ৩ হইতে ৪ গ্রেন
টাটার এমিটীক ½ গ্রেন

মিশ্রিত করিয়া শুষ্কাবস্থায় প্রতিদিন রাত্রে এবং প্রাতে কুকুরের জিহ্বার উপর প্রদান করিলে উপকার হয়। ইহা প্রতিদিন একবার কিম্বা দুইবার প্রদান করিতে হইবে।

জ্বরঘ্ন আরক।

সোরা ১ ড্রাম
সুইট স্পীরিট অব নাইটার ৩ ড্রাম
মিণ্ডারারের স্প্রীট ১ আউন্স
কেম্ফর মিক্‌চার ৬½ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া প্রতি ৬ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় প্রদান করা বিধি।

Tonic বলকারক।

বলকারক পিল।

ছলফেট অব কুইনাইন	১ হইতে ৩ গ্রেন	
একস্‌ট্রাক্ট অব হেমলক	২ গ্রেন	
শুঁট	২ গ্রেন	

মিশ্রিত করিয়া দিলে দুইবার সেব্য।

Worm medicines কৃমিনাশক ঔষধ।

কেলোমেল	২ হইতে ৫ গ্রেন
জোলাপা	১০ হইতে ২০ গ্রেন

এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গুড় দিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করাইতে হইবে।

ইণ্ডিয়ান পিঙ্ক	অর্দ্ধ আউন্স
উষ্ণ জল	৮ আউন্স

অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া বৃহৎ কুকুরকে অর্দ্ধ মাত্রায় প্রদান করা ব্যবস্থা। ঔষধ খাওয়াইবার ছয় ঘণ্টা পরে কাষ্টর অএল খাওয়াইলে উপকার দর্শে।

Powdered glass

গ্লাস চূর্ণ একটী আধুলির উপর যত টুকু থাকিতে পারে তাহা মাখম সহ মিশ্রিত করিয়া

একটী পিল করিয়া খাওয়াইতে হইবে, এবং ছয় ঘণ্টা পরে একবার কাষ্টর অএল সেবন করাইলে কৃমিনষ্ট হইবে।

টারপেনটাইন খাওয়াইলে কুকুরের কৃমি-হয়, এক ড্রাম হইতে ৪ চারি ড্রাম পর্য্যন্ত মাত্রায় টারপিন কাষ্টর অইল সহ ব্যবহারে উপকার দর্শে, কিম্বা পূর্ব্বে টারপিন সেবন করাইয়া কেষ্টার অএল খাওয়াইলেও উপকার হইয়া থাকে।

কুকুরেরা অনেক সময় স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া পত্র, লঙ্কা, তৃণ প্রভৃতি গাছ গাছড়া ঔষধি ভক্ষণ করিয়া থাকে। অনেকে এরূপ বিশ্বাস করেন যে পূরাকালে মানুষেরা এই সমস্ত পালিত পশুগুলির নিকট হইতেই ঔষধ এবং দ্রব্যগুণ-তত্ব অবগত হইয়া কালসহকারে আত্ম বুদ্ধি প্রভাবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন।

বিলাতে এক জন চিকিৎসকের একটী কুকুর ছিল। ঘটনাক্রমে সারমেয় কোন উৎ-কট পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহার উদরে একটী ছিদ্র হয়। ছিদ্রে একটি শোলার ছিপি

দিয়া রাখা হইত, তাহাতেই সারমেয় অক্লেশে আহার ও বিহার করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে উক্ত ছিপিটা এক দিবস সহসা খশিয়া গেলে ছিদ্র হইতে পিত্ত রস নিসৃত হইতে লাগিল. সুতরাং পরিপাক শক্তি এককালে হ্রাস হইল, এমন কি বারিমাত্র পান করিলে নির্গত হইয়া যাইত। সারমেয় অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া প্রভুর অনুপস্থিতে সে নিজেই আত্ম রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিল। সে আহারন্তে জল পান করিয়াই চিৎ হইয়া শয়ন করিতে আরম্ভ করিত, দুই তিন ঘণ্টা এইরূপে অবস্থান করায় আহার জীর্ণ হইতে লাগিল। তখন তাহার আর কোন ক্লেশ রহিল না। সারমেয় শয়ন করিলে কেহই তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হইত না। দুই দিবস পরে বাটীর সকলে তাহার এরূপাবস্থায় শয়ন করিয়া থাকার মর্ম্ম অবগত হইয়া যখন তাহার উদরস্থ ছিপিটী পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিল, তখন হইতে সে আহারান্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মস্থঁ ডিলনি অনেক কুকুরকে (হাইড্রো-প্যাথি) জল চিকিৎসা সাহায্যে কাটা ঘা (ক্ষত) আরাম করিতে দেখিয়াছিলেন। একটী সারমেয় ক্রমাগত তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত জলমধ্যে স্বগাত্র নিমগ্ন করিয়া রাখিত, তাহার আহার্য্য দ্রব্যাদি জলাশয়ে প্রদান করিতে হইত।

নবম অধ্যায়।

Hydrophobia, Rabies or Madness :—

কুকুরের জলাতঙ্ক রোগ।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও কুকুরে এই রোগাক্রান্ত হইবার বিবরণ পাঠ করা যায়। আরিষ্টোটল প্রথমে এই রোগের বিষয় বর্ণনা করেন। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে স্পেন দেশে এই রোগ উপস্থিত হইয়া অনেক কুকুরের জীবন নষ্ট করে, ১৬০৪ সালে পারিস নগরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং এক শতাব্দী পরে জর্ম্মণী এবং ফ্রান্স দেশে এই রোগ চিতা ব্যাঘ্র এবং কুকুরের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছিল।

১৮০৬ সালে এই রোগ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া লণ্ডন নগরে এবং উপনগরে ইহা সাতিশয় ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, পরে ১৮২০ সালে এই রোগ পুনরায় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮২৮ সালে ইংলণ্ড দেশে এই রোগে বহুতর কুকুর-জীবন নষ্ট করে। কুকুরের এই রোগ উপস্থিত হইলে তাহার চক্ষু অতিশয় রক্ত বর্ণ এবং উজ্জ্বল হয়। কোন কোন্ কুকুরের চক্ষু হইতে পূঁযের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নিসৃত হইতে থাকে। কোন কোন কুকুরের আবার নাসিকা হইতে পূঁয নিসৃত হইতে দেখা যায়। কুকুরের আকৃতি প্রকৃতি একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলেই তাহাদের উন্মাদ রোগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কুকুর উন্মত্ত হইয়া নিজ দেহের কোন কোন অবয়ব সর্ব্বদাই লেহন, চুলকান, এবং দংশন করিয়া থাকে। সারমেয় উন্মাদ হইলে তাহার কোষ্ট পরিষ্কার হয় না, ওক টানিতে থাকে, কিন্তু বমন হয় না। যে গুলির আহারাদির দ্বারা রোগ বৃদ্ধি হয় তাহাদের আহারে

প্রবৃত্তি দেখা যায় না, আবার কতকগুলি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আহার করিয়া থাকে। ব্লেন মহোদয় বলেন, কুকুর এই রোগাক্রান্ত হইলে জলীয় দ্রব্য পানে বিরত হয় না এবং রোগোৎ-পত্তি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত উন্মত্ত কুকুরকে জল পান করিতে দেখা যায়। তিনি বলেন সহস্রটী উন্মত্ত কুকুরের মধ্যে একটীও জল পানে বিরত হয় না। মিং মেনেল, জন হাণ্টার এবং ডাক্তার হামিলটন প্রভৃতি কুকুর তত্ত্ববেত্তা মহোদয়গণ বলেন যে কুকুর উন্মাদ হইলে জল পান করিয়া থাকে।

উন্মত্ত কুকুর জল পান করে না, এই সংস্কার এতাধিক বদ্ধমূল হইয়াছে যে কোন পীড়া অথবা অন্য কারণে কোন কুকুর বারি পানে বিরত হইলেই তাহার জলাতঙ্ক রোগ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ স্থির করিয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করা হয়। আহা! এই গতিকে যে বৎসর২ কতগুলি সুস্থ কুকুরকে নষ্ট করা হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। পক্ষা-ন্তরে উন্মত্ত কুকুর বারি পান করিলে

তাহাকে বিশ্বাস করায় কতই অনিষ্ট সংঘটিত হয় তাহা সহজেই অবগত হওয়া যায়। ব্লেন বলেন বিলাতে অনেক বিখ্যাত চিকিৎসকের এরূপ কুসংস্কার ছিল যে তাঁহারা মনে করিতেন দেখিতে উন্মত্ত এরূপ কুকুরে জল পান করিলে বুঝিতে হইবে সে উন্মাদরোগগ্রস্ত নহে। এক সময় বিলাতের একটী পরিবারের তিন জনকে এক উন্মত্ত কুকুরে দংশন করিলে তাহারা এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে আহ্বান করিল। চিকিৎসক দষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্ষত স্থান অবলোকন করিয়া উন্মত্ত কুকুরটী জল পান করে কিনা, এই প্রশ্ন করিলেন। গৃহস্থ তাহাকে অক্লেশে বারিপান করিতে দেখিবার বিষয় অবগত করাইল, তাহাতে চিকিৎসক দষ্ট ব,ক্তিদিগের জন্য কোন রূপ ঔষধাদির ব্যবস্থা করিবার আবশ্যক নাই বিবেচনায় স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে ব্লেন মহোদয়ের পরামর্শ মতে তাহাদের দষ্ট স্থান গুলি চিরিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করাতে দষ্ট ব্যক্তিগণ রক্ষা পাইয়াছিল, তিন সপ্তাহ পরে সেই উন্মত্ত

কুকুরটীর দংশনে একটী অশ্ব এবং একটী কুকুর উন্মত্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কুকুর উন্মত্ত হইলে অত্যন্ত সতর্ক হয় এবং সামান্য শব্দ শ্রবণ, কিম্বা অপরিচিত ব্যক্তি দর্শন মাত্রেই অতিশয় উত্তেজিত হয় অবাধ্য হয়, এবং স্বীয় প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। উন্মত্ত কুকুরকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ সে অবকাশ পাইলেই বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে এবং প্রতিপালককেও দংশন করিতে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব করে না।

অতিশয় দুর্ব্বল কিম্বা পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত না হইলে উন্মত্ত কুকুরে সদাসর্ব্বদা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অনবরত অন্যান্য জীবকে দংশন করিবার জন্য অন্বেষণ করিতে থাকে। তাহার একটী অপ্রকৃত স্বর নির্গত হয়, যাহা শ্রবণ করিলেই স্পষ্ট তাহার রোগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উন্মাদ রোগের দ্বিতীয় লক্ষণ মূক উন্মাদ। উন্মত্ত কুকুর শব্দ করিতে না পারিবার কারণ এই যে তাহার গলকোষ স্ফীত হইয়া উঠে। এ অবস্থায় তাহার জ্বর

অষ্ট প্রহর বিদ্যমান থাকে। কিন্তু রোগগ্রস্ত কুকুরের নিকট গমন করা যায় না বলিয়া তাহর জ্বরের পরিমাণ বিশদরূপে স্থির করা সুকঠিন।

উন্মত্ত কুকুর অন্য কুকুরকে দংশন করিলে তিন সপ্তাহ হইতে ছয় মাস মধ্যে দষ্ট কুকুর উন্মাদ হয়, এজন্য সেই কাল পর্য্যন্ত দষ্টকুকুরের প্রতি সাবধনতা সহকারে লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিন্তু তিন মাস অতীত হইলেই দষ্ট কুকুরকে এক রূপ নিরাপদ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

উন্মাদ রোগের ভোগ চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু কুকুরতত্ত্ব-বেত্তা ষ্টোনহেঞ্জ মহোদয় একটী উন্মত্ত কুকুরকে দুই দিবস মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়াছিলেন। ষ্টোনহেঞ্জ বলেন, যখন একাল পর্য্যন্ত উন্মাদ রোগের বিশেষ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, এমতাবস্থায় কুকরের এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্রই তাহাকে নষ্ট করা সুপরামর্শ সিদ্ধ; কিম্বা যে স্থানে অন্য কোন জন্তুর গতি বিধি না হয় এমত একটী নির্জ্জন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্লেন বলেন যে ডিস্‌টেম্পর, কলিক,

এপিলেপ্‌সী প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইলে অনেক কুকুরকে উন্মত্তের ন্যায় বোধ করা যায়। কুকুরের সন্যাস রোগে সে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়, এবং কিয়ৎকাল পরে সম্পূর্ণ রূপ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু "Rabies" রাবিস বা উন্মাদ রোগে সহসা রোগাক্রমণ উপস্থিত, স্মৃতি শক্তির লাঘব, কিম্বা উন্মাদ রোগগ্রস্তের ন্যায় স্বাভাবিক উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয় না।

এপিলেপ্‌টীক রোগাক্রান্ত হইয়া যদি কুকুর দংশন করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে অভি-প্রায় শূন্য হইয়া দংশনে প্রবৃত্ত হয় স্থির করিতে হইবে। এ অবস্থায় তাহার আক্রমণ ক্ষণস্থায়ী, এবং বেদনা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে সম্মুখস্থ মানব কিম্বা অন্য কোন জীবকে আক্রমণ করিতে পারে। উন্মত্ত কুকুরে কু-অভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া প্রাণীর প্রতি আক্রমণ করে এবং সে ইচ্ছামতে এরূপ অনিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ডিস্‌টেম্পার রোগাক্রান্ত কুকুরকে কদাচই সেরূপ করিতে দেখা যায় না।

শীতল জলে স্নান এই রোগের প্রাচীন চিকিৎসা, সেলসাসের সময় হইতে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে।

হার্টফোর্ডসায়ারের পানীয় কিম্বা ওয়েবের রোগনাশক ঔষধ। প্রাচীন কাল হইতে "The Tree Box" এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতবর্ষে এই বাক্স চিকিৎসা বহুদিবস হইতে প্রচলিত আছে। Dwarf box নামে এই ঔষধ ভারতে ব্যবহার হইয়া থাকে এবং তাহার সহিত গণ্ডার শৃঙ্গের ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। দষ্ট স্থান উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করা হয়, কিম্বা দষ্ট স্থানে incision ছেদন করিয়া বিষাক্ত রক্ত নিস্থত করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত Muriate of antimony মিউরিয়েট অব আণ্টামনি অথবা Sulphate of copper ছলটে অব কপার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসকে ক্ষত স্থান হইতে রক্ত নি-স্থত করিয়া Nitrate of Silver নাইট্রেট অব সিলভার দ্বারা উক্ত স্থান দগ্ধ করেন।

(Anæmia) রক্ত স্বল্পতা।

কুকুরের রক্তের অল্পতা হইলে ষ্টোনহেঞ্জ মহোদয় নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বিধি দিয়াছেন।

Sulphate of Quinine সলফেট অব কুইনাইন
Sulphate of Iron সলফেট অব আয়ার্‌ন্‌ উভয় ১ গ্রেণ
Extract of Dandelion, এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব ডাণ্ডিলন ৩ গ্রেণ

একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিন বার সেবন করাইতে হইবেক। কুকুরের কৃমি থাকিলে পূর্ব্বে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

কুকুরের টিউমার রোগ উপস্থিত হইলে টিংচার অব আইওডাইন মালিস করিতে হইবে। গৃহ কুকুরের অনেক সময় গলদেশ স্ফীত হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে বাহ্যে আইওডাইন (Iodine) মালিসে উপকার না দর্শিলে, নিম্ন লিখিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

Iodide of Patassium
আইওডাইড অব পটাস ২ হইতে ৪১০গ্রেণ
Liquid Extract of Sarsaparilla
সারসাপারিলার তরল এক্‌ষ্ট্রাক্ট ১ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া অল্প জল সহ দিবসে এক বার কিম্বা দুই বার সেব্য।

দশম অধ্যায়।

কুকুর মাংস ভক্ষণ।

পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহর্ষি বিশ্বামিত্র দুর্ভিক্ষ কালে কুকুরের পৃষ্ঠ মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কুকুরের মাংস ভক্ষণে মহর্ষি পাপগ্রস্ত হয়েন নাই। সম্প্রতি এক জন ইংরাজ পরিব্রাজক চীন দেশ পরিভ্রমণ কালে কাণ্টন নগরের পান্থশালায় কুকুরের মাংস বিক্রয় হইতে দেখেন। চীনেরা কুকুর মাংস প্রিয়খাদ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বর্ণ কুকুরের মাংস সুখাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

প্রাচীন আর্য্যগণ বায়ুর সহিত শব্দায়মান

কুকুরের সাদৃশ্য করিতেন, বায়ু কুকুর রূপে মৃতব্যক্তির আত্মা সহ স্বর্গ পর্য্যন্ত অনুগমন করিতেন। তাঁহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, যমদ্বারে দুইটী চারিনয়নবিশিষ্ট কুকুর অবস্থান করিয়া দ্বার রক্ষা করিত।

বোম্বাই নগরে পার্শী সম্প্রদায় মধ্যে এরূপ বিশ্বাস আছে যে মৃত্যু কালে আত্মা কলেবর পরিত্যাগ সময়ে কুকুর কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে, এজন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্মুখে একটী কুকুর স্থাপন করা হয়। তাহার উদ্দেশ্য এই যে মরণ কালে মৃত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় কুকুর দেহ দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয়। গর্ভবতী রমণীর মৃত্যুকালে দুইটী কুকুর একটী রমণীর এবং অপরটী গর্ভস্থ শিশুর আত্মার নিমিত্ত রাখা হইয়া থাকে। পার্শীদিগের বিশ্বাস এই যে মৃত্যুর পরে আত্মা চিনাভট সেতু সমীপে পৌঁছিলে দেব এবং দানবগণে তাহার দখল জন্য যুদ্ধ করেন। ধার্ম্মিক লোকের আত্মা-সকল ধর্ম্মাত্মাগণ এবং সেতু রক্ষক কুকুরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা চিতা

সম্মুখে যমরাজ উদ্দেশে নিম্ন লিখিত স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। সংস্কৃত স্তব প্রাপ্ত না হওয়ায় ইংরাজি হইতে উদ্ধৃত করা গেল * যমরাজ! ভবদীয় প্রাসাদ এবং দ্বার রক্ষক, মানবের ভীতি কারণ দুই চতুর্নয়ন সারমেয়ের তত্ত্বাবধানে মৃত ব্যক্তির আত্মা রক্ষা ভার অর্পণ করুন, আত্মাকে নীরোগ এবং সন্তুষ্ট অবস্থায় রাখিবেন।"

যমরাজের কুকুর গুলির সহিত গ্রীক দেশীয় কেরিব্রোস নামক দেবতার কুকুরের সাদৃশ্য দেখা যায়। কেরিব্রোস "Keribros" or Cerberus সারবিরাস নামে গ্রীকদিগের এক প্রসিদ্ধ দেবতা আছেন। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক এ বিষয়ে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পুরাণ মতে "নরকের কিম্বা পাতাল পুরীর রাজা যমরাজের দুইটী কুকুর আছে, একটীর নাম কারবেরা Kerbira এবং সাবল Sabala or Varied,

* "King Jama, place this spirit under the care of thy four-eyed dogs, which guard the roads and your mansion, and whom men avoid; keep it in ease and free from diseases."

অপরটীর নাম শ্যামা (কৃষ্ণবর্ণ)। প্রথমটী ত্রিশির (তিনটী মস্তক বিশিষ্ট) এবং Kalwasha কালবশ, Kitra কীত্র, এবং Kermira কিরমিরা নামে অভিহিত; এ সমস্ত শব্দই চিহ্নপরিচায়ক। প্লীনি পাঠে অবগত হওয়া যায় Cimmerian ছিমারীয়ান এবং Cerberian ছেরবারিয়ান একই নাম মাত্র। সে যাহা হউক, হিন্দুদিগের Cerbera ছারবুরা নিশ্চয়ই গ্রীকদিগের Cerberus ছার-বিরাস বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। গ্রীকদিগের পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে Cerberus ছারবিরাসের তিন মস্তকের ভয়ানক চীৎকারে হেডিসের (নরকের) পথিকগণ ভয়াকুল হইতেন। এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড দেশস্থ অনেক লোকে কুকু-রের চীৎকারকে মৃত্যুর অশুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং অদ্যাপি ফ্রান্স এবং জার্ম্মণ দেশীয় লোক এই কুসংস্কারে আবদ্ধ আছেন। ঐ সকল দেশের সাধারণ কুসংস্কারাপন্ন লোকের বিশ্বাস যে কুকুরে নিশীথ সময়ে ভূতযোনি সন্দর্শন করিয়া থাকে। আর্য্য এবং জার্ম্মণ